সঙ্গীত-সুধাকর

(আধ্যাত্মিক গীতাবলী)

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

কৃষ্ণ-বিষয় ও কীর্ত্তন।

মুখনিঃসৃতম্

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক

(ভূতপূর্ব্ব আলিপুর জজ্ আদালতের উকীল)

কর্ত্তৃক প্রণীত।

১৩৪৫

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

৩১ নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর হইতে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



কলিকাতা, ১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট্‌
এমারেল্ড্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।



শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মল্লিক

Emerald Ptg. Works

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা।

প্রথম খণ্ডে শ্যামাসঙ্গীত ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেহতত্ত্ব প্রকাশিত করা হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে (১) কৃষ্ণ বিষয় (২) কীর্ত্তন দেওয়া হইল। এস্থলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার প্রয়াস করিতেছি। কিন্তু বামনের পক্ষে চন্দ্র ধরিবার ইচ্ছার ন্যায় সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই ও যে সময়ে সাবকাশ পাইলাম তাহার পূর্ব্ব হইতেই চক্ষে ছানি পড়ায় পুস্তক পড়িতে অক্ষম হই তাহা প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে বিবৃত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস কিংবা কত সাম্প্রদায়িক মত ও তাহাদের সাধনা প্রণালী ও পরস্পরের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য ও কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রভেদ ইহা দিবার উদ্দেশ্য নাই, তাহা হইলে ভূমিকা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের আভাস মাত্র দিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। শাস্ত্র পড়া নাই এক্ষণে চক্ষু নাই যে পাঁচখানি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া দিব। প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে বলিয়াছি যে, আমাকে আধপাগল করিয়া রাখিলেন, সম্পূর্ণ পাগল হইতে পারিলাম না, তাহা হইলে আপদ চুকিয়া যাইত। আধপাগলা-মন কিছুতেই উদ্যম ছাড়িল না, সে কারণ দুইচার কথা যাহা মনে আসিল তাহাই লিখিলাম। পাঠ করিয়া সুধীগণ হাসুন বা উপহাস করুন পাগল থামিল না। যদি ভুল দেখেন সংশোধন করিয়া দিবেন। পাগলের খেয়াল বুঝিবেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দু

সনাতন ধর্ম্মের একটী শাখা। বৈদিক যুগ হইতে প্রবাহিত রহিয়াছে, বেদই হিন্দুধর্ম্মের মূল গুঁড়ি (শরীর) যে সকল শাখা তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। বেদ অপৌরুষেয় ইহা হিন্দু মাত্রেই জানেন। ইহা কথিত আছে যে সর্ব্বনিয়ন্তা পরম ব্রহ্ম চতুর্মুখ ব্রহ্মার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার চারি মুখ দিয়া চারিবেদ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মা, সনক, সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ করেন। এইরূপ গুরু পরম্পরায় চলিয়া আসে। সে কারণ বেদের অন্যতম নাম শ্রুতি, পরে ব্যাসদেব সমগ্র ঋষিবৃন্দকে সমবেত করিয়া বেদ চারিখণ্ডে বিভাগ করেন, যথা ঋক্, সাম, যজু, ও অথর্ব্ব। ঋক্‌বেদ আদি কিন্তু কালক্রমে ঋক্‌বেদেও প্রক্ষিপ্ত অংশ দৃষ্ট হয়। এই ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে ২২ শক্তিতে ১৬ পুং বিষ্ণুর নাম ও মাহাত্ম্য উল্লেখ আছে। বিষ্ণু পরম দেবতা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ সূর্য্য ও বিষ্ণু একই প্রমাণ করিতে গিয়াছেন। বেদে বিষ্ণুর স্বতন্ত্রতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুর উপাসনা ও ভজনা যাহারা করেন তাহারা বৈষ্ণব আখ্যা প্রাপ্ত হন। নারদ পঞ্চরাত্র একখানি বিশেষ বৈষ্ণব গ্রন্থ। তাহাতে বৈষ্ণবের আচার ব্যবহার উপাসনাদি সমস্তই বিবৃত আছে। বৈষ্ণবগণ প্রথমে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা শ্রীসম্প্রদায় ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক সম্প্রদায়। পরে দেখা যায় যে শ্রীসম্প্রদায় রামানুজ মাধবাচার্য্য রামাৎ, নেমাৎ নিম্বাচার্য্য, গৌড়ীয় (চৈতন্য) সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। রামানন্দ হইতে রামাৎ, ও নিম্বাচার্য্য হইতে নেমাৎ সম্প্রদায় নাম হয়। সম্প্রদায় ক্রমে এতাধিক সংখ্যা হইয়াছে যে তাহা ঠিক করা অতীব কঠিন ও ভূমিকায় দেওয়া সঙ্গত নহে। এক এক বুদ্ধিমান্ সাধক যাহা বুঝিয়াছেন তাহা লইয়া কতকগুলি লোক

সংগ্রহ করিয়া একটী একটী সম্প্রদায় করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখা যায়। যাঁহারা রাম ও রামসীতার উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারাও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কালক্রমে অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। তাহাদিগের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভূমিকা বিস্তৃতির ভয়ে কয়েকটি মূল কথার উল্লেখ করিয়া ভূমিকা শেষ করিব। বৈষ্ণবধর্ম্মে যে কয়েকটী মৌলিক তত্ত্ব আছে, তন্মধ্যে একটী অহিংসা পরমধর্ম্ম। বেদে লিখিত আছে যে কাহারও হিংসা করিও না। সেখানে অজ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ছাগ নহে, অজ শব্দে ধান্য।

স্বামী বিবেকানন্দ একস্থলে লিখিয়াছেন যে, তুমি যতই জ্ঞানগর্ভ ও মন সম্ভূত রচনা কর না কেন, দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত না করিতে পরিলে—অর্থাৎ তোমার বাক্যের পোষকে শ্লোক দিতে না পারিলে—কেহ তোমার লেখা মঞ্জুর করিবে না। ইহা প্রকৃত হইলেও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, প্রথমতঃ সংস্কৃত জানি না ;—দ্বিতীয়তঃ চক্ষু নাই যে তরজমা দৃষ্টে শ্লোকটি উঠাইয়া লিখিয়া দিব।

বিশেষ বৌদ্ধধর্ম্মে মূলমন্ত্র অহিংসা পরমধর্ম্ম, এমন কি একস্থলে ছাগল বলি হইতেছিল, গৌতম হাড়িকাটে আপন মস্তক দিয়া বলিয়াছিলেন ছাগলের বদলে আমাকে বলি দাও। অহিংসা পরমধর্ম্ম রাজাকে বুঝাইয়া দিলে সেই অবধি জীব হিংসা বন্ধ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। যথা (১) অহিংসা পরমধর্ম্ম (পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির হিংসা করিবে না) (২) সকলেরই ধর্ম্মে সমান অধিকার আছে। সমাজে নীচ হইলেও সে উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিকে উপদেশ ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন। নীচ উচ্চ ভেদ নাই।

বৈষ্ণবের মধ্যে কায়স্থ এমন কি মুচী ও ধুনুরী পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দীক্ষা ও শিক্ষা দিয়াছেন ও সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। বৌদ্ধগণের মধ্যেও সেইরূপ ঘটিয়াছে দেখা যায়—

(৩) জাতিভেদ নাই বা ছিল না, অনেক সম্প্রদায় ভক্তসাধকগণ একপাত্রে একত্রে আহার করেন।

(৪) ইন্দ্রিয় সংযম করা ও ধ্যান ও বিবেক বৈরাগ্য ও ত্যাগ উভয় ধর্ম্মের অনুশাসন লিপি দৃষ্ট হয়। আরও অন্যান্য বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। বাহুল্য হেতু আর লিপিবদ্ধ করা হইল না। কিন্তু মূল বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। বৌদ্ধমতে জ্ঞানে মুক্তি ও বৈষ্ণব মতে ভক্তি ও প্রেমে মুক্তির উপায়। বৌদ্ধেরা কহেন যে মানব আপনার মুক্তিদাতা। তাঁহার নিজ আচার ব্যবহার ও সাধনায় আপনার মুক্তি আপনি করিতে পারেন। বৈষ্ণবমতে ঈশ্বরানুগ্রহ আবশ্যক ও বিষ্ণু মুক্তিদাতা। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। বাহ্যিক বসন ভূষণ আচার ব্যবহার উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ, এ সকল বিষয় লিখিতে হইলে ভূমিকা একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। চতুর্থ ও তৎপরবর্ত্তী খণ্ডে সাধনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, তথায় এ সমস্ত বিষয় লিখিব। কিন্তু চক্ষু না থাকা হেতু কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না। সকলই ভগবানের কৃপা ও ইচ্ছা। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল ভিত্তি ভক্তি ও প্রেম। বৌদ্ধদিগের মধ্যে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী আছেন, সেইরূপ বৈষ্ণবগণ দুইভাগে বিভক্ত। গৃহস্থ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। ভক্তি ও প্রেম ভিত্তির উপর রামানুজাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাসাদ গাঁথিয়াছেন। কিন্তু গৌড় ও বৈষ্ণব নেতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই প্রাসাদের

ছাদ ও কারুকার্য্য ও উপরে চূণ বালি দিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বিষ্ণু ও বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ সকল সম্প্রদায়েরই উপাস্য, যদিও সম্প্রদায় ভেদ হইয়া উপাসনা প্রণালীরও অনেক ভেদ দৃষ্ট হয় ও আচার ব্যবহার ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু মূল ভিত্তি নষ্ট হয় নাই। সম্প্রদায় বিভাগের কারণ রুচিভেদ ও মনোবৃত্তির তারতম্য। কিরূপ আচার ব্যবহার প্রভেদ হইয়াছে তাহা এস্থলে বিচার্য্য ও বর্ণনা স্থান নাই। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইতে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যায়। তিনি দেখিলেন যে সাধারণ জীবের জ্ঞান বলে মুক্তি পাওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে চৈতন্যদেব অন্তরে অদ্বৈত ভাবাপন্ন ছিলেন। যেরূপ হস্তীর বাহিরে কার্য্যার্থে দুইটী দন্ত থাকিলেও অন্তরেও দুইপাটী দন্ত আছে তদ্দ্বারা চর্ব্বণ করে। যেমন অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে গৌর ছিলেন। আর একটী রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেন গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে না থাকিয়া নীলাচলে অবস্থান করিলেন। এ রহস্য ভেদ করা আমার মত মূর্খের সাধ্য নাই। যে সময় তান্ত্রিক-গণের ব্যভিচারে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইতেছিল ঐ সময়ে গৌরাঙ্গ অবতার আসিয়া ভক্তিপ্রেম বিলাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ। সে ধর্ম্ম এখন উপাসক ও সাধকের দোষে নেড়া-নেড়ি ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে তাহা এক সময়ে অতি উচ্চ ধর্ম্ম ছিল। চৈতন্য-দেব প্রথমে উত্তেজনার জন্য সংকীর্ত্তন প্রণালী স্থাপনা করেন, পূর্ব্বে এতাধিক ভক্ত একত্র হইয়া খোল করতাল বাজাইয়া একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা ছিল না। মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করিয়া গাল বাজাইয়া হরিনাম করিতেন এবং নারদ বীণা বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যে হরিগুণ গান করিতেন। আর ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব ও রামসীতা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-

গণ খোল ও করতাল লইয়া ভজন গাইতেন, কিন্তু একত্রে সহস্র ব্যক্তি খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তনের প্রণালী ও রীতি পূর্ব্বে ছিল না। ইহা চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া একাল পর্য্যন্ত চলিতেছে। ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল কিন্তু এখন দুই একটি কথা না বলিয়া সমাপ্ত করিতে পারিতেছি না। বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতবাদী নহেন, তাহাদের মধ্যে রামানুজের সম্প্রদায় বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সংক্ষেপ আলোচনা ও পরস্পরের পার্থক্য কিঞ্চিৎ দিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এ ভূমিকাতে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা হয় না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকাতে আভাষ দিবার ইচ্ছা রহিল। ভগবান ইচ্ছা পূর্ণ করিলে লেখা হইবে। দুই চারিটী কথা না বলিয়া চুপ করিতে পারিলাম না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈতমতাবলম্বী আচার্য্যগণের মতে জ্ঞান মোক্ষের একমাত্র পথ। কর্ম্ম তৎপোষক মাত্র। এবং আরও কহেন যে আত্মা নিত্য বুদ্ধ মুক্ত। চিত্তে অধ্যাস হেতু মায়া আবরণ কারণ জীবভাব হইয়া থাকে। মোক্ষই সাধনার লক্ষ্য মায়া অপসৃত করিয়া জীবভাব নষ্ট করাই সাধনার উদ্দেশ্যে। মায়া আবরণ বিনষ্ট হইলেই একমাত্র আত্মা (ব্রহ্ম) থাকে, তখন ব্রহ্ম আত্ম বোধ জন্মে। জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য। ভ্রম নিবন্ধন জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত বোধ। ইহাকে বিবর্ত্তবাদ কহে, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য (বোধায়ন) আচার্য্য মতাবলম্বিগণ বলেন যে প্রেম ভক্তি মূল মোক্ষের পথ। জ্ঞান পোষক মাত্র। আর জীব অগ্নিস্ফূলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু পুনঃ সংলগ্ন হয় না, (অণু মহানে) মিশিতে পারে না। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর, চেতন জীব ও জড় জগৎ তিনেরই পার্থক্য ও অস্তিত্ব আছে। অহং ব্রহ্ম অস্মি বলা

জীবের পক্ষে অন্যায়। তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি স্বীকার করেন না। বৈষ্ণব মতে সামীপ্য সালোক্য ও সাযুয্য এই তিন প্রকার মুক্তি স্বীকার। তাহারা পরিণামবাদী। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ। রামানুজ মতে জগৎ ঈশ্বরের রূপ, ও আনন্দ ও চৈতন্য তাহার (গুণ) ইত্যাদি অনেক স্থলে প্রভেদ আছে। বিস্তারিত বর্ণনা করিতে যাইলে ভূমিকা একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী কিন্তু রামানুজ, মাধবাচার্য্যের বা নিম্বাচার্য্যের ভেদবাদের সম্পূর্ণ ভাব অনুমোদন করেন না। তাঁহারা সবিশেষ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহে বলেন। বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রেম ভক্তি বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি। বেদে প্রেমভক্তি বিষয় পৃথক উল্লেখ নাই বটে, তবে শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধা হইতে ভক্তিপ্রেম হইয়া থাকে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তৈত্তিরীয় ও আরও কয়েকখানি উপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। সেই রসাস্বাদন করাই বৈষ্ণবদিগের লক্ষ্য। আর বোধ হয় তাহার ভিত্তি করিয়া বৃন্দাবনলীলা প্রকটিত করা হইয়া থাকিবে।

আমার পক্ষে এ সকল বিষয়ের চেষ্টা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন নহে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। রামানুজের মতে পরমাত্মা এক হইলেও জীবাত্মা প্রত্যেক জীবের পৃথক। জীবাত্মা ফলভোগ করেন,— পরমাত্মা দ্রষ্টা মাত্র। দুইটি পক্ষীর উদাহরণ দিয়াছেন যে, এক বৃক্ষের উপরের শাখায় একপক্ষী বসিয়া কেবল ঈক্ষণ করিতেছেন এবং নিম্নের পক্ষী ফল খাইতেছেন ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তবে তিনি বলেন সে দুয়ের মধ্যে যে ভেদ তাহা স্বজাতির ভেদ। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব

সম্প্রদায় ঠিক তদ্‌মতাবলম্বী নহেন। বাহুল্য ভয়ে এ বিষয়ের আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ একদেহে মিলন হইয়াছিল। বাহিরে রাধা অন্তরে কৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষ একত্রে মিলন হইয়াছিল, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় যে রাধাভাব তাঁহার প্রবল ছিল। যখন বলিতেন, হায় আমার কৃষ্ণ কোথায় বলিয়া জ্ঞান হারা হইতেন এবং বিরহের মহাভাবের লক্ষণ দেখা যাইত এবং সমুদ্রে চন্দ্র উদয়ে প্রতিবিম্ব দেখিয়া ঐ যে আমার কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে উপাসনার পাঁচটি ভাব আছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব। মধুর ভাব বড়ই উচ্চ ভাব। সাধককে সাধ্যের নিকটবর্ত্তী করে। প্রেমে যেরূপ মন গলে এরূপ আর কিছুতে হয় না, রসময়ের রসাস্বাদন তাহাতে হয়, কৃষ্ণবিষয়ের গীতগুলির মধ্যে কতকগুলি হরি বলিয়া লেখা হইয়াছে এবং অবশিষ্টের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সে সময় বৃন্দাবনে ছিলেন, তদসময়ের ও কতকগুলি তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পর রাধিকা ও গোপীগণের ও বৃন্দাবনবাসিগণের শোকউচ্ছ্বাস অবলম্বনে লেখা হইয়াছে। ঐ গানগুলি ভাল কি না তাহা বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। লেখার পর চক্ষু না থাকায় সংশোধন করিতে পারি নাই অপরের দ্বারা লেখাইয়া লইয়াছি।

কীর্ত্তন অংশ কিরূপ হইয়াছে বলিতে পারি না। কারণ, কীর্ত্তন বোধ হয় ৩৫ বৎসরের মধ্যে শুনি নাই। সুধীগণ পাঠ করিয়া দেখিবেন। কীর্ত্তনের সুর বসান হইল না। ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় যিনি আমার গীতগুলির সুর তাল বসাইয়া দেন, তিনি কীর্ত্তনের সুর বসান নাই। হিন্দুগণের পঞ্চ উপাস্য দেবতা আছে, যথা—

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য সৌর আরও অনেক উপাস্য আছেন। কিন্তু প্রধানতঃ এই পঞ্চ উপাসক দৃষ্ট হয়। ভজন অংশে এই পঞ্চ উপাস্যের ভজন লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গ সাহিত্যে আমার দক্ষতা নাই বলিলেই হয়। সে কারণ ভূমিকা প্রণালী পূর্ব্বক সুললিত করিয়া লিখিতে পারিলাম না। উপনিষদের ব্রহ্মকে রসময় ও সেই রস আস্বাদন করাই জীবের লক্ষ্য ও জগতে যাহা সুন্দর তাহাতেই জীবের মন আকৃষ্ট হয়, সে কারণ নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মন মুগ্ধকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তি প্রেমের পরাকাষ্ঠা বৃন্দাবনলীলা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। গোপীগণের প্রেম কামগন্ধ রহিত, ভগবানের পারমার্থিক প্রেম, রসময়ের রসাস্বাদন, করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। যাহাদের মন পবিত্র নহে তাহারা গোপীদের প্রেম বুঝিতে যাইলে অন্য ভাব লইবার সম্ভাবনা, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা বাহিক দেখিলে বুঝা কঠিন। চিত্ত মন সংযোগে ও পবিত্রচক্ষে পারমার্থিক ভাবে দেখিলে দেখিবেন যে অতি উচ্চ ভাব। যিনি সর্ব্বত্রে বিরাজিত তাঁহার নিকট গোপনের কি আছে। রাসলীলার মধ্যেও সাধকের ভাব আছে। যখন মন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হয় তখন বাধা বিঘ্ন কিছুই মানে না। এ বিশেষ আলোচনা স্থান নহে। গোপীগণের পবিত্র প্রেম বাধা বিঘ্ন শোনে নাই। জটিলে কুটিলে বাধা বিঘ্ন স্বরূপ সাজান হইয়াছে। আর মানভঞ্জনে দেখান হইয়াছে যে, সেবক সেব্যকে না চাহিলেও ভক্তাধীন ভগবান সেবককে ছাড়েন না। তিনি ভক্তের নিতান্ত অধীন। রাধিকার ন্যায় সাধিকা দৃষ্ট হয় না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী বিশিষ্টা লক্ষ্মী। সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি। গোপীগণ (জগতে) কেবল কৃষ্ণরূপ সর্ব্বত্রে দেখিতেন, কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি তাঁদের লক্ষ্য ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম

অতি পবিত্র ও উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্ম থাকিলেও সম্প্রদায়িত্ব হেতু ও কতক-গুলিন উপাসকের দোষে নেড়া-নেড়ির ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। ভণ্ডামি ও ব্যভিচার দোষে হাস্যজনক ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা রূপে দেখিতেন। অভিমান মনে থাকিতে সাধনায় সিদ্ধ হয় না। যশোদা অভিমান হেতু কৃষ্ণের কর বাঁধিতে পারেন নাই ও শ্রীরাধিকা রাসলীলায় অভিমান হেতু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান নাই। সেবক প্রকৃত কাতর হইলে ভগবান আপনি ধরা দেন, রাসলীলায় দেখান হইয়াছে। সংকীর্ত্তনে সাময়িক উত্তেজনায় প্রকৃত সাধনা হয় না। মন প্রাণ নন্দের নন্দনকে অর্পণ করিয়া পবিত্র ভাবে সাধনা করিলে ও প্রকৃত প্রেম জন্মাইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় ও মুক্তি হয়। ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে গৌরাঙ্গ প্রিয় শিষ্য হরিদাস স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করায় বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও এককালীন বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজ তাঁর সম্প্রদায়ে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া সখ্য ভাবে ও নানা ব্যভিচার আপনাদের মধ্যে আনিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ধর্ম্মের নামে করিতেছেন। নেড়া-নেড়ির ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানবের ইন্দ্রিয় এত প্রবল যে স্ত্রী পুরুষ একত্রে সাধন করিতে যাইলে ব্যভিচার এড়ান অতীব কঠিন। সাধনপথে কামিনী কাঞ্চন দূরে না রাখিলে এবং মন হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে সাধনা হয় না। কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ বৈষ্ণবগণ কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। জীবনী পাঠে দেখা যায়, বড় বড় বৈষ্ণব সাধক সর্ব্বত্যাগী হইয়া সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। রূপ সনাতন ও রঘুনাথ দাসের জীবনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। গৌরাঙ্গদেব নিজে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তিলকাদি বাহ্য চিহ্ন কতকগুলি প্রচলিত আছে। তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়ো-

জন। কেবল হরিনাম লিখিত নামাবলী, গায়ে দিয়া ও মালা ঝুলির ভিতর রাখিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিলে প্রকৃত বৈষ্ণব হয় না। মন প্রাণ বাসুদেব চরণে অর্পণ করিয়া, ইন্দ্রিয় সংযম করা, ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করা বিশেষ আবশ্যক। যবন হরিদাসের জীবনী পাঠ করিলে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় কহেন, যে মনোযোগের সহিত হউক বা না হউক, নাম করিলেই সদ্‌গতি হয়। নারায়ণ পুত্রের নাম রাখিয়া, মৃত্যুকালীন পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকায় তাহার পিতা অজামিল বিষ্ণুলোকে গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ কহেন, যে নাম করিলেই সাধক সিদ্ধ হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি পবিত্র ও ভক্তি প্রেমমূলক ধর্ম্ম ও ভক্তিতেই মুক্তি হইয়া থাকে।

কতকগুলি গীত বড় হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ পাঠ করিবেন, আশা-করি আমার চক্ষু না থাকায় গানগুলি সাজাইয়া দিতে পারিলাম না, অর্থাৎ কোন্ গানের পর কোন্ গানটী দেওয়া উচিত ও ভাল হয়, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। পাঠক ও গায়কগণ ঠিক করিয়া লইবেন, এই আমার প্রার্থনা। ইতি—

সূচীপত্র।

সঙ্গীত-সুধাকর।

তৃতীয় খণ্ড

(কৃষ্ণ বিষয়)

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মাতরে মাতরে মন, প্রেম সুধা করে পান।
সে সুধা পান করিলে, গলিয়া যাইবে মন॥
ভক্তি-মদে নেশা হবে, আপনারে ভুলে যাবে।
আপন পর না থাকিবে, ভুলে যাবে অহং জ্ঞান॥
ছুটিলে প্রেমের স্রোত, হবে তুমি অভিভূত।
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, হইবে একত্রে মিলন॥
অহেতুকী প্রেম হলে, জগৎ যাইবে ভুলে।
উপাস্য উপাসক মিলে, হইবে রে এক প্রাণ॥
প্রেমে মহাভাব হবে, অমৃত সাগরে ডুবে যাবে।
অমৃত পান করিবে, আনন্দে ভাসিবে মন॥
হবে তুমি আত্মারাম।

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী।

হরি তুমি হও হে, ভবকাণ্ডারী,
করহে আমারে পার দিয়ে চরণতরি ॥
অকূল পাথার, হয়, এভব সাগর,
যদি তুমি পার কর, তবেই পার হ'তে পারি ॥
না হেরি ভবেরি কূল, হয়েছে মন আকুল,
যদি তুমি না দাও কূল, কূল পাব কেমন করি ॥
নাহি কিছু সম্বল, পার হব কিসে বল,
ভরসা কেবল কৃপাবল, পার কর কৃপা করি।
মহা ভব সাগরে, হিংস্র জন্তু আছে ঘেরে,
লয়ে যাবে আমায় ধ'রে, ফেলিবে হে গ্রাস করি ॥
ভবেরই মহা তুফান, উঠিতেছে ঘন ঘন,
কিসে পাব পরিত্রাণ, না পেলে চরণ-তরি ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

হরি দাঁড়াও হৃদয়োপরি ধরিয়া বাঁশরী।
শীতল হবে মন প্রাণ, তোমারে নয়নে হেরি ॥
শুনিলে সে বাঁশীর গান, মুগ্ধ হয় জীবগণ।
খসে যায় ভব বন্ধন, উঠে আনন্দ লহরী ॥
বৃন্দাবনে কদম্বমূলে, তুমি বাঁশী বাজাইলে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ ভুলে, আসিল ব্রজের নারী ॥

মম হৃদি বৃন্দাবন, পড়িয়া রয়েছে শূন্য।
হলে তব আগমন, যাব সংসার পরিহরি॥
ধরহে সপ্তমে তান, খুলে যাক মন প্রাণ।
মধুর ধ্বনি ক'রে শ্রবণ, যাই তোমায় লক্ষ্য করি॥
যমুনা স্বর শুনিল, বক্ষ তার উথলিল।
তোমার পদ স্পর্শিল, জীবন সার্থক করি॥
আমার এ দেহ প্রাণ, করি নাথ সমর্পণ।
ফিরিব না আর পুনঃ, থাকিব চরণ ধরি॥

আলাইয়া—একতালা।

অনেক দিনের পরে, পেয়েছি তোমারে ঘরে।
রাখিব অন্তরে পূরে, যেতে দিবনা বাহিরে॥
আসা আশে বসে থাকি, কেবল পথ পানে দেখি।
মনেরে প্রহরী রাখি, ধরে আনিতে অন্তরে॥
না জানি কি শুভক্ষণে, তোমারে দেখে স্বপনে।
শয্যা ত্যাগে গাত্রোত্থানে, উঠেছিলাম আমি ভোরে॥
দেখিলাম তোমারে আজি, বসেছ অন্তরে সাজি।
হৃদয়ে আছ বিরাজি, তম নাশে আলো করে॥
হৃদপদ্মে পুরে সাজি, মন যে এসেছে সাজি।
ধন্য হবে চরণ পূজি, বাসনা করি অন্তরে॥
কি দিব ভাবি তোমারে, কিছু ত দাও নাই মোরে।
মন বুদ্ধি অহঙ্কারে, দেহ ধরি তোমার তরে॥

দিয়েছ আমারে জ্ঞান, তাই লয়ে করব ধ্যান।
তোমার তরে রাখি প্রাণ, তাও দিব তোমায় ধ'রে ॥
তোমার দ্রব্য তুমি লবে, ক্ষুণ্ণ মন কিসে হবে।
হৃদয় কন্দরে রবে, অন্ধকারে আলো ক'রে ॥

আলেয়া—একতালা।

অসহায়ের সহায় হরি, বন্ধু যেবা দীনহীন।
দিলে তোমায় মনপ্রাণ, বিনিময়ে পায় চরণ ॥
পড়িলে জীব বিপাকে, তুমি রক্ষা কর তাকে।
ডুবিলে সে পাপ-পাঁকে, তোল ক'রে কর ধারণ ॥
জীবে কত ভাল বাস, নিরাশে দাও আশ্বাস।
হৃদয়ে হয়ে প্রকাশ, জীবে কর পরিত্রাণ ॥
জীবের মঙ্গল তরে, সাধু রক্ষা করিবারে।
ধর্ম্ম রক্ষার তরে, কর আকার ধারণ ॥
দুর্জ্জনেরে শাস্তি দাও, আবার সাক্ষী হয়ে রও।
জীবে কর্ম্মফল ভোগাও, নির্লিপ্ত হ'য়ে কর ঈক্ষণ ॥
যে তোমারে মনে প্রাণে, রাখে যে ধরিয়া ধ্যানে।
আপনায় সঁপে চরণে, সার্থক কর তার জীবন ॥
রিপু আর ইন্দ্রিয়গণ, করিলে জীবে আকর্ষণ।
দিয়ে তারে তত্ত্বজ্ঞান, খুলে দাও জ্ঞান নয়ন ॥
তোমায় দর্শন ক'রে, পার হয় ভবসাগরে।
আসে না সংসারে ফিরে সেবিতে থাকে চরণ ॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

শ্যামসুন্দর রূপমনোহর, চিন্তয় সদা মন।
হৃদয়ে আনিয়ে, তাঁরে বসাইয়ে, পূজ সে চরণ॥
বিশ্বের আধার, হ'য়ে বিশ্বাকার, বিশ্ব করেন সৃজন।
তাঁহারই রূপ মাধুরি, রাখ অন্তরে ধরি, ভুলনা ভুলনা কথন॥
তাঁহারই কিরণ, ভরিবেরে মন, মুগ্ধ করিবে প্রাণ।
খুলিয়া নয়ন স্নিগ্ধ করি প্রাণ, কর তাঁরে দরশন॥
মদন মোহন সত্য সনাতন, সদত কররে সাধন।
সে রূপ স্পর্শিলে, যাইবেরে গলে, শোক তাপ রবে না কথন॥
পবিত্র হইয়ে, কালিমা মুছিয়ে, মন কর স্বচ্ছ দর্পণ।
তাহাতে দেখিবে প্রেমে মত্ত হবে, রবে না আর অহংজ্ঞান॥
সে রূপে মিশিয়ে, যাইবে গলিয়ে, থাকিবে না অস্তি নাস্তি কদাচন,
জীব ভাব যাবে, আত্মা হ'য়ে রবে, পাইবে চির বিশ্রাম।
মন স্থির ক'রে, শ্যাম সুন্দরে, চিন্তয় সর্ব্বক্ষণ॥

রামকেলী—একতালা।

ওরে জীব বৃথা খোয়াইও না দিন।
কর কর সদা কর, মধুর হরিনাম॥
জীবন জীবন স্রোত, বহিতেছে অবিরত।
অনন্তে মিশিবে তাত, যবে পূর্ণ হবে তোমার দিন।
শিয়রে শমন বসে, টানিতেছে তোমায় কসে।
লয়ে যাবে অবশেষে, তাহার ভবন।

দিন দিন আয়ুক্ষয়, ভাবিয়া না ভাব তায়।
ভাবিছ তুমি অক্ষয়, রহিবে তুমি চিরন্তন।
বৃথা গেলে একদিন, না আসিবে ফিরে পুনঃ,
যদি ঢেলে দাও স্বর্ণ, পর্ব্বত প্রমাণ।
অতএব বলি শুন, বৃথা ক্ষয় ক'রনা দিন,
সদা জপ হরিনাম, যাবে তুমি মোক্ষধাম।
আলস্য ক'রনা নামে, শান্তি পাবে আস্বাদনে,
পবিত্র হইবে প্রাণে, সুখ পাবে চিরদিন।
ভকতবৎসল হরি, জগতেরই লন পাপ হরি',
দিয়ে জীবে চরণ তরি, তিনি হন যে পতিতপাবন।
তোমার দুই বাহু তোল, হরিনামে নৃত্য কর,
হইবেরে ভবে পার, কর নাম কীর্ত্তন।
জীবে দয়া নামে রুচি, হইবে অন্তরে শুচি,
পাইবে পরমা প্রীতি, শান্ত হবে মন প্রাণ।

ভৈরবী—যৎ।

প্রভাতে উঠরে মন, করি হরি হরি নাম।
যে নাম করিলে, হয় শুভদিন।
যে নাম করিলে ডরেরে শমন,
প্রভাতে উঠিয়ে, শয্যা ত্যজিয়ে,
পবিত্র হইয়ে, স্মররে সে নাম।
ক'রে পুষ্প চয়ন, ডুবাইয়ে চন্দন,
পূজ সে চরণ, করিয়ে যতন।

করে শ্রবণ করিয়া মনন,
ধর তাঁরে ধ্যানে, কভু ভুলনা মন।
তিনবার প্রতিদিন, ধরিবে তাঁরে ধ্যান,
দিনান্তে কীর্ত্তন, করিবে তাঁর নাম।
রাত্রে শয্যাতে গিয়ে, নাম জপ করিয়ে,
মনেতে তাঁরে স্মরিয়ে, করিবে শয়ন।
যদি দেখ স্বপন, প্রফুল্ল হবে মন,
এক ক'রে মন প্রাণ, গাওরে তাঁরই নাম॥

খট ভৈরবী—আড়খেমটা।

হরিনাম অমূল্য রতন, ভক্তি-ডোরে তায় গাঁথনা।
গাঁথিয়া সে হার তুমি, নিজ কণ্ঠে তায় পরনা।
তায় যে জ্যোতি উঠিবে, হৃদয় আলো করিবে,
মন বুদ্ধি গলে যাবে, অহঙ্কার আর থাকিবে না।
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ, পলাইয়া যাবে শেষ,
মনের গ্লানি ক্লেশ, আর স্থান পাইবে না।
সে মণিতে আলো হবে, মনের তমনাশ করিবে,
দেহ মন পবিত্র হবে, কালিমা আর রবে না।
জীবে দয়া প্রকাশিবে, নামে রুচি জন্মিবে,
বাসনা উড়িয়া যাবে, আসক্তি আর থাকিবে না।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, থাকিবে না তারা কেহ,
জগতে করিবে স্নেহ, ক্রূরতা রহিবে না।

যে জ্যোতি তাহে উঠিবে, পরমার্থ তায় পাইবে,
জ্ঞান আঁখি খুলে যাবে, মনের তিমির থাকিবে না।
জ্ঞান আলোয় ভরে যাবে, আত্মদৃষ্টি তায় হইবে,
আনন্দ জলে ভাসিবে, শোক তাপ রহিবে না।
ক'রে বিশেষ যতন, রাখিবে সে রতন,
প্রেমবারি ক'রবে সিঞ্চন, মলিনতায় রহিবে না।

কালাঙ্গড়া—কাওয়ালী।

তোমারই অনন্ত লীলা, বুঝিবারে নাহি পারি।
তোমারে যে ভজে হরি, কর তারে ভিখারি।
তোমারে ভজিলে পরে, সর্ব্বস্ব তার লও হরে,
বাস করাও তারে কুটিরে, অট্টালিকা পরিহরি।
বিষয় যাহারই থাকে, যাওনা তুমি তারই কাছে,
অভিমান জীবের থাকিতে, দেখা দাওনা হৃদয়োপরি
বিষয় বাসনা যাবে, আসক্তি আর না রহিবে,
বিবেক বৈরাগ্য হবে, দেখা দিবে দয়া করি।
যারে তুমি কৃপা কর, তাহারই সম্পদ হর,
পবিত্র মন হলে তার, দাও তারে উদ্ধার করি।
দেখি ভিখারি, পশুপতি, সেবিলে দেন ধন সম্পত্তি,
করেন তারে রাজ্যপতি, দেন বর ইচ্ছা করি।
ব্রহ্মারে সাধিলে পরে, ধন দেন সাধকেরে।
সে যে বরেরই জোরে, যায় সুখে ভোগ করি।

তাহারই লও তুমি সব হরি, যে তোমারে সাধে হরি,
মুখে ব'লে হরি হরি, বেড়ায় বিশ্বে ভিক্ষা করি।
তোমারই যে আচরণ, বুঝিতে না পারে মন,
তোমারে সে দিয়ে মন প্রাণ, যায় সব ত্যাজ্য করি॥

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

হরি হও হে তুমি নিদানে।
পাপী তাপী সুস্থ কর, শান্তিবারি দানে॥
মায়া মোহ বিষম জ্বরে, ঘেরিয়ে রেখেছে মোরে,
জ্বলিছে মম অন্তরে, যাতনা দিতেছে প্রাণে।
বিষয় হয় বিষময়, প্রবেশি দহে হৃদয়,
ত্রিতাপ তায় দেয়, কলুষিত করিছে যে মনে।
আসক্তি পিত্ত হ'য়ে, পড়ে অঙ্গে ছড়াইয়ে,
তাহে মন প্রাণ দহে, অস্থির তার আক্রমণে।
তৃষ্ণা প্রবল হ'য়ে, দেয় কণ্ঠ শুকাইয়ে,
রুধির লয় টানিয়ে, সংশয় করে জীবনে।
বাসনা শেষেতে এসে, অস্থি মজ্জায় যে গ্রাসে,
জীবের জীবনী শোষে, মারিয়া ফেলে যে প্রাণে।
দেখিতেছি এই ব্যাধি, আসে সঙ্গে জন্মাবধি,
দেয় কষ্ট নিরবধি, কিসে যায় তা ত জানিনে।
যদি তুমি দাও ঔষধি, তবেই হইব নির্ব্যাধি,
নতুবা মরণাবধি, মরিব দংশনে।

তব নামামৃত করিলে পান, তাতে রক্ষা হবে প্রাণ,
শান্ত হবে মম জীবন, তোমার নাম কীর্ত্তনে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন জপ হরির নাম,
যে নামে মহাপাপী পায় পরিত্রাণ।
যে নামেরই গুণগান, করেন পঞ্চানন,
যে নাম করিলে, গলেরে পাষাণ॥
যে নামে উন্মত্ত নারদ, রাত্রদিন,
যে নামে সংসার ভয় হয় নিবারণ,
যে নামে পবিত্র হয় জীবের জীবন॥
যে নামে ডরে সদারে শমন,
যে নাম করিলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
যে নামে হয় ছিন্ন ভব বন্ধন,
সেই হরিনাম সদা গান কররে মন॥

বেহাগ—একতালা।

ওহে হরি তুমি হও হে দয়াময়।
তোমারি দয়াতে নাথ, এই বিশ্ব রয়॥
স্থাবর জঙ্গম করিয়া সৃজন, হ'য়ে পরমাত্মন রহ অন্তরায়!
তুমি পুরুষ প্রধান, জীবের জীবন, প্রকৃতির কারণ তুমি সর্ব্বময়॥
তোমারি দয়াতে নাথ, আছে যে এ জগত।
তব জ্যোতিতে নাথ, এই বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়॥

তব দয়া প্রকাশিয়ে, আমারে কৃপা করিয়ে।
এসহে মম হৃদয়ে, হ'য়ে জ্ঞানময় ॥
যদি দয়া নাহি কর, কি ক'রে হইব পার।
অকূল ভবসাগর না দেখি উপায় ॥

বেহাগ খাম্বাজ—তেওরা।

চাও যদি রতন, কর যতন ওরে অবোধ মন।
যদি কররে হেলা, পাইবে না তুমি কদাচন ॥
হরিনাম অমূল্য নিধি, জপ তাহা নিরবধি।
আছে প্রাণ যে অবধি, কররে নাম কীর্ত্তন ॥
হরি নামেরই গুণে, কভু থাকে না ভয় শমনে।
ভীত না হইবে মনে, করিলে সে নাম স্মরণ ॥
হরিনাম পরম সুধা, পানেতে থাকেনা ক্ষুধা।
ঘুচে যায় মনের দ্বিধা, সার্থক হয় যে জীবন ॥
জপিলে সে মধুর নাম, শান্তি পায় জীবগণ।
পরমানন্দে ভাসে মন, শীতল হইবে প্রাণ ॥
গৌরাঙ্গ নাম এনেছিল, প্রেমে দেশ ভাসাইল।
আনন্দে সবে মাতাইল, উদ্ধারিল জীবগণ ॥
হরি বল হরি বল বদনে, দুঃখ থাকিবে না জীবনে।
জাগরণে কিবা স্বপনে, করিবে সদা তায় মনন ॥
হরি নামে তরে যাবে, শোক দুঃখ না থাকিবে।
পাপ তাপ দূরে যাবে, নাম করিলে শ্রবণ ॥

হরি নাম কর ধ্যান, নাম কর সর্ব্বক্ষণ।
ছিন্ন হবে ভববন্ধন, পাবে তাঁর দরশন॥

সুরট খাম্বাজ—ঢিমা।

মদন মোহন, রাধিকারমণ।
ভুলাও জগত ক'রে বাঁশরীর গান॥
মোহন বাঁশরী ধরি, সপ্ত সুরে গান করি।
লও মন প্রাণ হরি, মুগ্ধ কর জীবগণ॥
যে শুনে হে সেই বাঁশী, সংসার বন্ধন নাশি।
ধায়, হ'য়ে উল্লাসি, ধরিতে বংশীবদন॥
সে ধ্বনি যে শুন্‌তে পায়, হৃদয় তার গলে যায়।
তাল মান হয় লয়, হারায় সে অহংজ্ঞান॥
যারা হয় ভাগ্যবান, পায় তব দরশন।
আমি যে হে ভাগ্যহীন, জ্যোতি না পায় নয়ন॥
যদি খুলে জ্ঞান আঁখি, তোমারে হৃদয়ে দেখি।
হ'য়ে আমি সর্ব্বসুখী, আনন্দে হব মগন।
যদি আমায় কৃপা কর, শুনাও বাঁশরীর স্বর।
তবে হই আমি উদ্ধার, পাশ করি ছেদন॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

বাজরে বাজরে বীণা, ধরে সুমধুর তান।
গাওরে পূরে সপ্তস্বরে, শ্রীহরিরই নাম॥

করিলে সে নাম শ্রবণ, খসে যায় ভববন্ধন।
মায়া মোহ হয় ছিন্ন, জীব হয় পূর্ণকাম ॥
সে নামেরই এত গুণ, নামে ডরেরে শমন।
জীব যায় বৈকুণ্ঠধাম, সুখ ভুঞ্জে চিরদিন ॥
সংসারেরই শোক তাপ, জীবের যতেক পাপ।
শরণে হইবে ক্ষপ, সেই নাম কররে গান ॥
হৃদি গ্রন্থি, বীণায় মিলা, গাওরে হরিরই লীলা।
তাঁহারই অনন্ত খেলা, বিশ্বে দেখ সর্ব্বক্ষণ ॥
পবিত্র হইবে প্রাণ, থাকিবে না মন মালিন্য।
পাইবে সে রাঙা চরণ, অন্তিমে হবে দরশন ॥

বেহাগ—ধামার।

হরি দাও হে আমায় পার ক'রে।
আজীবন আছি বসে নদীর তীরে ॥
নদীতে উঠে তুফান, তাহে কাঁপে মন প্রাণ,
না পেলে ও রাঙ্গা চরণ, কি ক'রে যাইব পারে ॥
নদীতে আবর্ত্ত ঘোরে, জলজন্তু তার উপরে,
এদেহ পাপেরি ভারে না পারে যেতে সাঁতারে ॥
যাদের সম্বল ছিল, তারা পার হ'য়ে গেল,
আমারি ভরসা কেবল, কৃপা ক'রে লবে পারে ॥
আর কতদিন থাকব বশে, না জানি কি হবে শেষে,
পাছে যাই স্রোতে ভেসে, তাই সদা ভয় করে ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ওরে মন সদা কর জপ, মধুর হরিনাম।
বৃথা খোয়াইছ কেন বল তোমার দিন ॥
মম হৃদি সরোবর, রহে শুষ্ক নিরন্তর।
আসে না ভক্তিবারি তায়, সরস না হয় কখন ॥
সদা আমি মনে করি, ভরিব তায় ভক্তিবারি।
চেষ্টা ক'রে নাহি পারি, বারি না হয় বর্ষণ ॥
ভাবি অন্য স্থানে গিয়ে, পূরিব যে বারি নিয়ে।
কিন্তু তাহা না পাইয়ে, হতাশ হয় যে প্রাণ ॥
আমি অতি ভাগ্যহীন, চারিদিকে বাধা বিঘ্ন।
আশা না পায় জীবন, নিরাশ হতেছে মন ॥
'শ্রদ্ধার' সিমনি ক'রে, সিঞ্চিব জল সরোবরে।
তাহাতে যাইবে পূরে, হৃদয় হইবে পূর্ণ ॥
প্রেম পদ্ম তায় ফুটিবে, মকরন্দ তায় ছুটিবে।
তাঁর আবির্ভাব হবে, সার্থক হবে জীবন ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ওহে ভক্ত বৎসল হরি।
কৃপা ক'রে দাও হে ভক্তিবারি ॥
প্রহ্লাদ কাতর স্বরে, তোমারে ডাকিলে পরে
কশিপুরে বধ করিলে, নরসিংহ মূর্ত্তি ধরি ॥
ধ্রুব অরণ্যে গিয়ে, পাইল তোমাকে ডাকিয়ে।
তারে সিংহাসন দিয়ে, রাজা কর কৃপা করি ॥

বলিরে তুমি ছলিলে, মনের তম নাশ করিলে।
তাহারে কৃপা করিলে, দিয়ে পদ শিরোপরি ॥
বৃন্দাবনে গোপীগণ, বাঁধে দিয়ে প্রেম গুণ।
পূর্ণ কর মনস্কাম, বিপিনে রাস কেলি করি ॥
তুমি হে ভক্তেরই তরে, অর্জ্জুনেরে কৃপা ক'রে
কুরুক্ষেত্রে রণস্থলে, উঠিলে তার রথোপরি ॥
কি সাগরে কি অরণ্যে, পর্ব্বতে কি আগুনে।
ডাকিলে কাতর প্রাণে, উদ্ধার হে দয়া করি ॥
তব দয়ার নাইক সীমা, নাইক তার উপমা।
ভক্তেরই যাহা প্রার্থনা, দাও তুমি পূর্ণ করি ॥

মিশ্র জয়জয়ন্তী—যৎ।

ওহে শ্রীনিবাস, পরি বহির্বাস, এসেছি তব সদনে।
সেবিব তব চরণ, একান্ত ক'রেছি মনে ॥
দাসত্বে আমারে লও, দাস পদ আমায় দাও।
রাখ আমায় সদা সেবায়, সেবিব আমি প্রাণপণে ॥
সংসারেরই জঞ্জাল, মনে হতে সব গেল।
সেবিব তোমায় কেবল, কিবা রাত্রে কিবা দিনে ॥
পেয়ে প্রভু তব সমান, সেবিব করিয়া যতন।
না চাহি আমি অন্য বেতন, স্থান দিও ও চরণে ॥
দাস ছিল হনুমান, দাস্য লক্ষ্যে মূর্ত্তিমান।
আর ছিল বিভীষণ, সেবেছিল প্রাণপণে ॥

দাস ভাবে সদা রব, যুগল মূর্ত্তি হৃদে ধরিব।
বক্ষ চিরে দেখাইব, শ্যাম দাঁড়ায়ে রাধার সনে॥

মিশ্র বেহাগ—ঢিমা।

দাস হয়ে সেবিব হরি, তোমার চরণ।
দাওহে দাসত্ব ভার, করিব গ্রহণ॥
চিরবাঞ্ছিত ধন, হয় যে ও রাঙ্গা চরণ।
সদত করিব ধ্যান, এই আমার আকিঞ্চন॥
যদি দাসত্বের ভার পাই, সদা থাকি তব ঠাঁই।
পরম পদ আমি পাই, পাই মুক্তি নির্ব্বাণ॥
ও চরণের মহিমা, কে করিতে পারে সীমা।
বিশ্বেতে নাহি উপমা, না হয় বর্ণন॥
ও পদ ঘামিলে পরে, জীবে উদ্ধারিবার তরে।
জাহ্নবী আসেন মর্ত্ত্যপরে, জীব নিস্তার কারণ॥
দাস হ'য়ে চিরদিন, থাকিব তব সন্নিধান।
করিয়াছি এই মনন, না হব ক্ষণেক বিচ্ছিন্ন॥
সীতা উদ্ধারের তরে, দাসত্ব দিলে পরে।
সীতা উদ্ধার ক'রে হল দাস হনূমান॥
হনূমান, সম দাস, হইতে করেছি আশ।
কৃপা ক'রে লও দাস, সেবা করি ও চরণ॥

———

পুরবী—কাওয়ালী।

ওহে রসরাজ, রসিক চূড়ামণি।
তোমার মধুর রসে, ভাসালে অবনি॥
সে রসেতে মাতিয়ে, নির্জ্জনেতে ভক্ত গিয়ে।
থাকে সে রসে ডুবিয়ে, দিবস রজনী॥
তব রস আস্বাদনে, ধ্রুব প্রবেশিল বনে।
ধরিয়া রাখিল ধ্যানে, বিপদ সে নাহি গণি॥
প্রহ্লাদ রসে ডুবেছিল, কি কষ্ট না সহিল।
অন্তরে তোমায় পাইল, কিছু না হইল হানি॥
সে রস যে করে পান, থাকে কি তাহার জ্ঞান।
মত্ত হয় মন প্রাণ, পায় সে রসের খনি॥
সে রসে উন্মত্ত করে, থাকে সে তোমারে ধ'রে।
থাকে না সে অন্ধকারে, যে লয় হে তোমারে চিনি॥
সহস্রা পদ্মের রসে, জীব চৈতন্য ভাসে।
ছিন্ন করে অষ্ট পাশে, দেখে সে যে কুণ্ডলিনী॥
হৃদয়েতে প্রবেশিয়ে, অহং এ দেয় গলাইয়ে।
সাধক রসে ডুবিয়ে, পায়, করে চিন্তামণি॥
সে রসে রসিক হলে, জগত সে যায় ভুলে।
সে রসের আস্বাদ পেলে, তুচ্ছ তার হয় ধরণী॥

ভৈরব—চৌতাল।

মন ভজ হরি হরি, যিনি জগতের পাপহারী,
মন সংযত করি, রাখ তাঁরে ধ্যানে ধরি॥

দুস্তর ভব সাগর, যদি চাও হ'তে পার,
লওরে স্মরণ তাঁর, দিবেন তিনি চরণ তরী ॥
মনে রেখনা অভিমান, অর্পণ কর মন প্রাণ,
থাকিলে মনে অভিমান, কৃপা পাইবেনা তাঁহারি ॥
মনেতে থাকিলে গর্ব্ব, তিনি করে থাকেন খর্ব্ব,
বলিয়াছে শাস্ত্রে সর্ব্ব, তিনি হন দর্পহারী ॥
তিনি ভক্তেরই ধন, ভক্তির অধীন,
ভক্ত লইলে শরণ, উদ্ধারেন বিপদ তারি ॥
হরি নামেরই গুণ, নারদ করেন যে গান,
যে করে সে নাম শ্রবণ, পায় সে ভবের তরী ॥
প্রহ্লাদ ডাকিলে কাতরে, ভক্তকে রক্ষার তরে,
ফেলেন কশিপুরে বধ করে, নরসিংহ মূর্ত্তি ধরি ॥
নন্দালয়ে বৃন্দাবনে, ব্রজাঙ্গনা গোপীগণে,
নিজ সখা রাখালগণে, উদ্ধারিলেন কৃপা করি ॥
বল সদা মুখে হরি হরি, দেখ অন্তরে বাহিরে হরি,
তা হলে তিনি কৃপা করি, দিবেন ভবে পার করি ॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

ওরে মন সদা কর হরি নাম গান,
দেখিবে শীতল হবে, তোমার তাপিত প্রাণ
সংসারেরই তাপে, পুড়িতেছ ত্রিতাপে
দেহ ভারি হল পাপে, উপায় যেন তাঁহারি নাম

নারদ মর্ম্ম জেনেছিলেন, বীণাযন্ত্রে গান করিলেন,
জগৎকে মাতাইলেন, করে হরি হরি নাম ॥
মহেশ সন্ন্যাসী হ'য়ে, রহিলেন শ্মশানে গিয়ে,
হরিনামে জ্ঞান হারাইয়ে, থাকেন হ'য়ে আত্মারাম ॥
গৌরাঙ্গ নদেতে আসিয়ে, হরিনামে দিলেন ভাসাইয়ে,
সকলে বলেন ডাকিয়ে, সবে লও হরির প্রেম ॥
অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ, চৈতন্য লয়ে করেন আনন্দ,
পাইয়ে পরমানন্দ, নামে প্রেমে সবে মত্ত মন ॥
যত সব পাপী ছিল, নামের গুণে তরে গেল,
প্রেমে জগৎ ভেসে গেল, সবে করে গুণ গান ॥
অতএব বলি শুন, জপ সদা হরিনাম,
তাঁহারে কররে ধ্যান, পাইবে পরম ধাম ॥

মিশ্র ললিত—একতালা।

হরি তুমি হে ভাবময় তব ভাবে রয় এ ভুবন
তোমারি অনন্ত ভাব, কে পারে করিতে ধারণ ॥
এ জগত ভাবময়, সকলি ভাবেতে রয়।
বুঝিতে না পারে কেহ, কাহারি বা আছে জ্ঞান ॥
পুরাণে করে বর্ণন, তুমি হও যেহে ত্রিঠাম।
বুঝে না যে জীবগণ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ॥
ত্রিভঙ্গিমা অঙ্গে ধরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেরে।
রেখেছ দেহেতে ধ'রে, তুমি হও হে সকলের স্থান ॥

করিয়ে বিশ্ব সৃজন, তুমি দাও হে তাহে প্রাণ।
প্রলয় হয় যখন, সকলি কর তুমি হরণ ॥
অন্ধকার মাত্র থাকে, সব প্রবেশে তোমাতে।
কালরূপ দেয় তোমাকে, সমন্বয় সর্ব্ব বরণ ॥
যবে গুণ বৈষম্য হল, অনাহত শব্দ উঠিল।
কেয়ূর নূপুর হ'ল, সাজালে তব চরণ ॥
পীতাম্বর অঙ্গে ধরা, পীতধড়া গায়ে পরা।
স্থির সৌদামিনী তারা, শোভে যথা নবঘন ॥
কর্ণে ঝোলে কুণ্ডল, যেন জ্যোতিষ্ক মণ্ডল।
শূন্যে করিতেছে আলো, শোভে বিরাট-পুরুষোত্তম ॥
শিখী পুচ্ছ শোভে মাথে, রঞ্জিত কর জগতেতে।
নয়ন মুগ্ধ হয় তাতে, ভুলে যায় জীবগণ ॥
কালেরে সুদর্শন ক'রে, আছ তুমি ধরে ক'রে।
সে যে সবে সংহার করে, কাহারও নাই পরিত্রাণ ॥
তোমার বাঁশরির গান হয় ঐশ্বরিক বচন।
জীবে কর চেতন, উপদেশ ক'রে দান ॥
সপ্তছিদ্র বাঁশীর আছে, সপ্তদ্বীপ প্রকাশিছে।
সপ্ত তল ভ'রে আছে, বোঝে না অবোধ মন ॥
নিত্যলীলা করিতেছ, কত খেলা খেলিতেছে।
মায়াতে সব ঢাকিয়াছ, ভাবে ভুলাও জীবের মন ॥

বসন্ত—চৌতাল।

হরি কর হে আমায় ভবে পার।
দুস্তর ভব-সাগরে, না জানি সাঁতার॥
বাসনা কুবাতাসে, যাইতেছি আমি ভেসে।
না জানি যাব কোন দেশে, দাঁড়াইব আমি কোথায়॥
ইন্দ্রিয় কুম্ভীর হ'য়ে লয়ে যায় বাহিরে ধরিয়ে।
অন্তর মুখে না ফিরিয়ে, বাহিরে রাখে মন আমার॥
আশাডোরে বেঁধে রাখে, না দেয় যেতে সম্মুখে।
ভরসা নাহি আর আমার বুকে, কি ক'রে হইব পার॥
সাগরের নাহিক কূল, ভেবে হয়েছি আকুল।
নাহি কিছু আমার সম্বল, ঢেউ উঠে সাগর পার॥
কৃপা ক'রে মাঝি হ'য়ে স্বহস্তে হাল ধরিয়ে।
যদি লয়ে যাও পারে, তবেই হতে পারি পার॥

পরজ বাহার—একতালা।

হরি, যে আশ্রয় লয় ও চরণে, সে কি কভু ডরেরে শমনে।
পূরাও তারি অভাব, রক্ষা কর তারে প্রাণে॥
তুমি হও ভক্ত বৎসল, ভক্ত ডাকিলে তোমায়।
থাকিতে না পার কোথায়, এস ভক্ত সন্নিধানে॥
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ, বিবস্ত্র (যবে) করে দুঃশাসন।
আনে সভায় ক'রে কেশ আকর্ষণ, রক্ষা করিলে বস্ত্রদানে॥
ভক্তকুলের চূড়ামণি, দৈত্যকুলের শিরোমণি।
দংশালে তাহে ফণী, ফেলে দিয়েছিল তারে আগুনে॥

হস্তী পদে ফেলে দেয়, হলাহল তারে পান করায়।
গিরি শৃঙ্গে ফেলে দেয়, বাঁচাইলে তারে প্রাণে॥
প্রহ্লাদ দিয়ে মন প্রাণ, তোমারে করিল ধ্যান।
বাহির হ'য়ে ক'রে স্তম্ভ ভগ্ন, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণে॥
হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলে, জগতে দেখাইলে,
যে সঁপে তোমায় হিয়ে, তাহে রক্ষা কর সর্ব্বক্ষণে॥
পঞ্চম বর্ষের শিশু সন্তান, ধ্রুব প্রবেশিলেন অরণ্য।
মগ্ন হ'য়ে করে ধ্যান, পেতে পদ্মপলাশ লোচনে॥
হিংস্র জন্তু সকলে, এসে পড়ে পদতলে,
হিংসা দ্বেষ যায় ভুলে, প্রবৃত্ত পদ লেহনে॥
অহল্যা পাষাণী ছিল, পদস্পর্শে মানুষ হ'ল।
পাষাণ সাগরে ভাসিল, সকলই তোমারি নামে॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

প্রেমিক না হ'লে পরে, প্রেম জানিবে কেমনে।
যে জেনেছে সে মজেছে, অপ্রেমিক কিবা জানে॥
প্রেম যে কেমন, জেনেছিলেন শ্রীচৈতন্য।
আর ব্রজগোপীগণ, মাতাইল শ্রীবৃন্দাবন॥
রাধারি প্রেমের তুলনা, জীবেতে কভু সম্ভবেনা।
নিজ সত্ত্বা কভু থাকে না, বিভূষিতা সর্ব্বলক্ষণে॥
বৌদ্ধ প্রেমিক ছিলেন, রাজ্য ধন ত্যজে গেলেন।
দারাসুত পরিজনে, প্রবেশিলেন গিয়ে অরণ্যে॥

বট বৃক্ষ তলে বসি, সত্য তপঃ বলে ভাসি।
উদিল হৃদয়ে আসি, প্রেম শিখাতে জীবগণে ॥
জীবের দুঃখে মন গলিল, ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইল।
জীবের দুঃখ তাহে নাশিল, নির্ব্বাণ মুক্তি দরশনে ॥

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হরি তোমার যে করে হে ভজনা।
বিপদ তার ত কভু যায় না ॥
যদি তার থাকে ধন, সর্ব্বস্ব তার কর হরণ।
তোমার কি আচরণ, বুঝিতে ত পারি না ॥
ছিলে হে পাণ্ডব সখা, কুন্তী দেবী পিতৃস্বসা।
কি না করিলে তাদের দশা, পেলে তারা কত যন্ত্রণা
যারা লয় তব আশ্রয়, কি কষ্ট না দাও তায়।
ভিক্ষার ঝুলি করে লয়, দুখ তার কভু ঘোচে না ॥
বৈরভাব যারা করে, উদ্ধার তারে সত্বরে।
বৈকুণ্ঠে পাঠাও তারে, বিলম্ব ত সয় না ॥
যে বা দাস্য সখ্য ভাবে, হরি হে তোমারে ভজে।
যে ভাবে মধুর ভাবে, তারেও ত দাও যাতনা ॥
তোমার অনন্ত লীলা, কতরূপে কর খেলা।
দেখ হরি শেষের বেলা, করনা হে বঞ্চনা ॥
মহাপাপী দুরাচারী, উদ্ধার হয় নাম করি।
দাও আমায় চরণ তরি, অকূলেতে ডুবাও না ॥

বসন্ত—চৌতাল।

হরি তুমি হও হে চরমে।
শরণ লয়েছি, রেখ হে চরণে ॥
যে দিন ধার্য্য ছিল, তাহা এবে পূর্ণ হল।
কাল এসে দাঁড়াইল, লইতে তার ভবনে ॥
ভজন সাধন না হইল, নাহিক পথ সম্বল।
যাইব কি ক'রে বল ভাবিতেছি সে কারণে ॥
তোমারই কৃপারই আশে, এখনও রয়েছি বসে ।
আছি আমি এ বিশ্বাসে, স্থান পাব ও চরণে ॥
নিশ্বাস কঠিন হল, প্রাণ অপান মিশে গেল।
সুখ আশা ফুরাইল, ভাবিতেছি মনে মনে।
দাও হে চরণ তরি, হৃদয় মাঝে থাকি ধরি।
তাহে ভবনৌকা করি, যাইব তোমারই স্থানে ॥

মিশ্র বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি জীবেরই তারণ, ভবভয় নিবারণ।
আর কি থাকে ভব ভয়, যে ভাবে ও শ্রীচরণ ॥
যে ভাবে, যে ভাবে তাঁকে, সে ভাবে দেখা দেন তাকে,
ভেদ নাহি শত্রু মিত্রতে, মুক্তি তারে করেন দান ॥
ভয়ে কংশ, সৌহৃদ্যে পাণ্ডবগণে।
ক্রোধে শিশুপাল আর দশাননে ॥
প্রেমে ব্রজগোপীগণে, বাৎসল্যে যশোদা, নন্দনে।
অভেদে মুনি গণে, ভক্তিতে নারদ প্রহ্লাদ ভক্তগণে ॥

যাঁরা আনিল তোমারে ধ্যানে, ছিন্ন কর ভব বন্ধন।
যে দিয়ে মন প্রাণ, তোমারে করেন হৃদে ধারণ॥
তারে করে কৃপা বিতরণ, করেন তারে আত্মারাম॥

ভৈরবী—চৌতাল।

কে আর লইবে বল, তব নাম হরি।
যদি না উদ্ধারিবে, মহাপাপী দুরাচারী॥
করেছি পাপ অশেষ, পাইতেছি বিশেষ ক্লেশ।
যদি না পাই আশ্বাস, কি করে আর প্রাণ ধরি॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, যেবা বারেক নাম লয়।
যায় না সে কভু নিরয়, যবে যায় জীবন পরিহরি॥
বারেক করিলে নাম, পায় সে যে বৈকুণ্ঠধাম।
পূর্ণ কর মনস্কাম, ভব সাগরে পায় তরি॥
আমি বটি নরাধম, কিন্তু লই হরি নাম।
তবে কৃপা পাবনা কেন, সতত ভাবনা করি॥
আমি তব নামের জোরে, চলে যাব ভব পারে।
আছি তাই মনে ক'রে, পার হব তোমায় স্মরি॥
এই কৃপা কর হরি, অন্তরে তোমারে হেরি।
লয়ে মম পাপ হরি, দিও হে চরণ তরি॥

শ্রী—চৌতাল।

জগতে হরি কেহ আর ভজবে না তোমারে।
তোমার ভক্ত হলে, সর্ব্বস্ব তার লও হরে॥

যে তোমায় করে ভজন, পরাও তায় ছিন্ন বসন।
করিতে উদর পোষণ, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে॥
নেড়া মাথা ছেঁড়া কাথা, মুখে কেবল কৃষ্ণকথা।
ভ্রমে সে যথা তথা, জপমালা ধরে করে॥
ব্রজরজ গায়ে মাথা, হরিনাম গাত্রে লেখা।
নাসাতে তিলক রেখা, তুলসী মালা কণ্ঠে ধরে॥
নিঃসঙ্গ হইয়া থাকে, বিষয় বাসনা নাহি রাখে।
কাঞ্চন ভুলাতে তাকে, কদাচ যে নাহি পারে॥
হইয়া সে কৃষ্ণদাস, বৃক্ষমূলে করে বাস।
ছিঁড়ে ফেলে অষ্টপাশ, ডুবে না সে কভু সংসারে॥
ভক্তগণ সঙ্গ পেলে, ছাড়ে না সে কোনকালে।
দেখবে তারে সর্ব্বকালে, থাকে সে যে ধ্যান ধ'রে॥

ওরে রসনা, হরি নাম সদা জপ না।
বৃথা কথায় দিন, কাটাও না॥
সে নামে থাকবে না ভবের যন্ত্রণা।
ধুইয়া যাইবে, মনেরি কালিমা॥
থাকবে না সংসার তাপ, আর তুমি পাবে না।
অনল হৃদয়ে কভু আর, তোমার জ্বল্‌বে না।
সুখ দুখের পারে যাবে, দুঃখ আর থাকবে না॥
আশা আসক্তি ডোরে, তোকে আর বাঁধবে না।
কল্পনা বাসনা আর, তোরে নাচাবে না॥

হরি নামেরি জোরে, মুক্ত হয়ে চলে যাও না।
হরি নামে বাধা বিঘ্ন, আর কিছুই রবে না॥

মিশ্রললিত—একতালা।

কে যাবেরে পারে, এস এস ত্বরা করে।
ভব নদী পার তরে, আছি আমি কর্ণ ধ'রে॥
যে ডাকিবে উচ্চৈঃস্বরে, আমার রে নাম ধ'রে।
অগ্রে লব তারে ধরে, দিব সাগর পার ক'রে॥
যদি তার সম্বল থাকে, পড়বে না কভু বিপাকে।
ধরবে না আবর্ত্ত ডাকে, নিরাপদে যাবে পারে॥
সম্বল না থাকলে পরে, অকূলে থাকিবে পড়ে।
আসিবে সে ফিরে ফিরে, বেড়াইবে রে ঘুরে ঘুরে॥
সম্বল কর হরিনাম, পাবে তাহে পরিত্রাণ।
ত্রিতাপে জ্বলবে না প্রাণ, শান্তি সুখ পাবে করে॥
যখন হবে অন্তিম, মনে মনে জপরে নাম।
পারবে না আসিতে শমন, সে যে পলাইবে ডরে॥
অতএব বলি শুন, হরিনাম অমৃত সম।
উদর ভরে কর পান, যাইবে বৈকুণ্ঠ পুরে॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

মাতাও জগৎ তুমি, হরি গুণ ক'রে গান।
উচ্চৈঃস্বরে সপ্তস্বরে, পুরে কর হরিনাম।

ভক্তি দাঁড়ে মনপাখী, লবে হরিনাম শিখি,
অন্তরে হরিরে দেখি, থাকৃবে হ'য়ে আত্মারাম।
শ্রদ্ধা বস্ত্রে পিঞ্জর ঘেরে, বাঁধ তারে প্রেম ডোরে,
ভাব মহাভাব পরে, শিক্ষার হইবে ক্রম।
নিষ্ঠাপাত্র দাঁড়ে দিবে, সন্তোষ ফল খাওয়াইবে,
আনন্দবারি পান করিবে, নেচে বল রে হরিনাম।
শিখবে পাখী ধ্যান ধারণা, মিছে কাজে আর থেক না,
নাম পীযূষ পান করাও না, থাকবে না জরামরণ।
শুনে পাখী তোর গান, মুগ্ধ হবে জীবগণ,
কর তোমার হরিনাম, ভবদুখ হবে নিবারণ।
হরিনাম ভব ঔষধি, জগতে দিয়েছেন বিধি,
করবে পান নিরবধি, অমর হ'য়ে কর ভ্রমণ।
হরি জেনে দয়াময়, মন প্রাণে ডাকলে তাঁয়,
স্থির তিনি কভু নয়, ভক্তে দেন দরশন।

বাহার—একতালা।

শুন রে জীব, অনাহত করে আহ্বান।
মনেরে সংযম করে, করনা শ্রবণ॥
ধ্বনি বলে উচ্চৈঃস্বরে, পড়েছে জীব পারাবারে।
দিব ভবে পার করে, এক মনে কর সাধন॥
যদিরে সাধন করিবে, একূল ওকূল দুকূল পাবে।
নতুবা ডুবিয়া যাবে, সলিলে হবে মগন॥

অগাধ সে সলিল, নাহি কূল নাহি তল।
না থাকিলে সম্বল, পারবে না কর্ত্তে গমন ॥
প্রাণেতে হয়ে কাতর, ডাক সেই কর্ণধার।
লইলে তাঁর আশ্রয়, তবে পাবে পরিত্রাণ ॥
আত্মার শুন বচন, সেই মত কর কর্ম্ম।
হইলেও তরী জীর্ণ, উর্ম্মিতে ডুব্‌বে না কথন ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ছাড়ব না হরি তোমায় থাকৃতে জীবন।
সতত থাকিব প'ড়ে, ধরিয়া চরণ।
তব চরণের গুণে, মুক্তি পায় জীবগণে,
সাধক ভক্ত ধরে ধ্যানে, উদ্ধার হয় জীবগণ।
যবে চরণ ঘেমেছিল, ভাগীরথী জন্ম নিল,
পাপী তাপী তরাইল, সাগরে হ'ল পতন।
অহল্যা পাষাণী ছিল, পদস্পর্শে মানবী হ'ল,
জীর্ণ তরী স্বর্ণ হ'ল, পুরাণে আছে বর্ণন।
বলিরে ছলিবার তরে, এলে বামন রূপ ধরে,
এক পদ মস্তকোপরে, অন্যে ঢাকিল ত্রিভুবন।
মম হৃদি অভ্যন্তরে, ধ্যানে পদ থাকব ধ'রে,
পারবে না ফেলতে আমারে, কর্ত্তে হবে পরিত্রাণ।

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

হরিনাম অমৃত সম, মাতাইল ভুবন।
মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে রয়, পানে যত জীবগণ॥
অনাদি কাল হতে, আছে বটে এ জগতে।
এল বল কোথা হতে, কাহার নাহিক জ্ঞান॥
সত্যযুগে ঋষিগণ, বেদ মন্ত্রে করে গান।
গাহিল বেদ সাম, পরম ব্রহ্ম সনাতন॥
ত্রেতায় দিল রাম নাম, গাহিল গীত রামায়ণ।
নাম করে মুক্ত হন, যত সব জীবগণ॥
দ্বাপরেতে ভগবান, কৃষ্ণ নাম করেন ধারণ।
ক্ষিতি ভার লঘু কারণ, দুর্জ্জনের বধেন প্রাণ॥
কলিতে হরিনাম দিয়ে, ভক্তি প্রেম বিলাইয়ে।
জীবে দিলেন মাতাইয়ে গৌরে ক'রে আগমন॥
হরিনাম কর সবে যদি পার হবে ভবে।
শোক তাপ নাহি রবে, ক'রে মুখে হরিনাম॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

কত দুঃখ দিবে হরি, আরও হে আমারে।
দিতেছ কি দুঃখ মোরে, পরীক্ষারই তরে॥
দুঃখ না পাইলে জীব, দেখে না আপন শিব।
হয় না তার অনুভব, সুখ নাই যে সংসারে॥
ইন্দ্রিয় সুখেতে রত, হয়ে থাকে অভিভূত।
অনিত্য সুখেতে মত্ত, নিত্য সুখ ফেলে দূরে॥

দুঃখের পীড়ন পেয়ে, তখন সে যে যায় ধেয়ে।
তোমারে হৃদয়ে লয়ে, ভাবে যে অন্তরে ॥
অনিত্য সুখেতে ভাসে, নিত্যে ভুলে অনায়াসে।
যদি হরি মনে আসে, ফেলে দেয় সে অন্তরে ॥
কাতর হয়ে দুঃখ ভারে, তখন সে স্মরে তোমারে।
যদি তুমি কৃপা ক'রে, উদ্ধার কর হে তারে ॥
দুঃখেতে নহি কাতর, যদি পাই কৃপা তোমার।
আনন্দে মম অন্তর, ফেলে দিবে দুঃখ দূরে ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হরিনামের গুণ, জানেন কেবল পঞ্চানন।
আর জানিতেন, নারদ ঋষি প্রধান ॥
শুকদেব আর দ্বৈপায়ন, জীব শিক্ষার কারণ।
হরিগুণ করেন কীর্ত্তন, ভাগবতে বৈশম্পায়ন ॥
শ্রীহরির মাহাত্ম্য যত, পাণ্ডব ছিলেন জ্ঞাত।
সেবিতেন তাঁয় অবিরত, সখা ছিলেন অর্জ্জুন ॥
বৃন্দাবনে গোপীগণ, জেনে হরি নারায়ণ।
ছেড়ে গৃহ পরিজন, হরিরে করে ভজন ॥
কলিতে গৌরাঙ্গ এসে, হরি নামে গেলেন ভেসে।
ঘুরিলেন দেশ বিদেশ, হরিনাম ক'রে বিতরণ ॥
নাম মাহাত্ম্য জ্ঞান, হয় যেবা ভাগ্যবান।
সদা চাও পরিত্রাণ, নাম গুণ কর কীর্ত্তন ॥

কেদারা—কাওয়ালী।

জগতের পাপ তাপ, কর ব'লে হরণ।
জগৎ দিয়াছে, তোমায় মধুর হরি নাম॥
মথুরায় জন্মাইলে, ব্রজেতে লীলা করিলে।
বৃন্দাবনে দেখাইলে, মধুর প্রেম কেমন॥
যখন বরুণ এসে, নন্দে বেঁধে নিজ পাশে।
লয়ে যায় নিজাবাসে, বাঁচাইলে তাঁর প্রাণ॥
নন্দে পিতা সম্বোধিলে, যশোদায় মা বলিলে।
সখা সহ লীলা করিলে, গোষ্ঠে কর গোচারণ॥
ইন্দ্র জ্ব'লে ক্রোধানলে, ব্রজে ডুবায় সলিলে।
তুমি সবে রক্ষা করিলে, ধ'রে গিরি গোবর্দ্ধন॥
যখন কালিয়া এসে, যমুনা ভরায় বিষে।
তুমি এসে অবশেষে, বাঁচালে ব্রজের প্রাণ॥
বৃন্দাবনে প্রেম বিলায়ে, প্রেমেতে রাখ ভুলায়ে।
শেষে নিলে প্রাণ হরে হরিনাম তাই কর ধারণ॥
যাহাদের বাঁচালে প্রাণ, হরিলে পুনঃ জীবন।
সেধে নিজ প্রয়োজন, তুমি করিলে প্রস্থান॥

ভৈরব—কাওয়ালী।

হৃদয়ে পূরিয়ে তোমারে, রাখিব হে হরি।
ধারণা করিয়া, ধ্যানেতে ধরিয়া, রব দিবস শর্ব্বরী॥
দিবনাক পলাইতে, রাখ্‌ব ধরে অন্তরেতে।
বেঁধে তোমায় প্রেমেতে, ভক্তি ডোর দিব বেড়ী॥

রেখে নয়নে নয়নে, দিব না যেতে অন্য স্থানে।
বসাইয়ে হৃদাসনে, থাকিব তোমারে হেরি॥
যখন আসি শমন, করবে মোরে বন্ধন।
থাকব ধরে ও চরণ, বাসনারে পরিহরি॥
দেখিতে দেখিতে তোমায়, যদি আমার প্রাণ যায়।
হবে সব পাপক্ষয়, যাইব তোমার পুরী॥
সামীপ্যে রহিয়া যাব, সদা ও চরণ সেবিব।
চক্রে আর না ঘুরিব, মর্‌ব না ত্রিতাপে পুড়ি॥

রামকেলী—চৌতাল।

যদি না হরি তুমি তার হে আমারে।
ঘোষণা করিব আমি, জগতে সংসারে॥
বিপদে কেহ আর ডাক্‌বে নাক তোমারে॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, সে কথাত মিথ্যা নয়।
ভক্ত না ডাকিলেও তোমায়, দাও তারে পার ক'রে॥
যদি করে অভিমান, নাহি লয় তব নাম।
না করে তব ভজন, তারেও ত থাক ধ'রে॥
শুনেছি শ্রীবৃন্দাবনে, রাধা ডুবেছিল মানে।
ধরিয়া তাঁর চরণে, দাস খত দিলে তাঁরে॥
নাহি নিলে রাজ্য ভার, থাক হয়ে বিশ্বেশ্বর।
সকলেরই হও ঈশ্বর, সব লও পার ক'রে॥
নাম মহিমা নাহি জানি, মুখে করি হরি ধ্বনি,
তুমি পিতা, তুমি জননী, ধর করে দয়া ক'রে॥

মিশ্র পুরবী—মধ্যমান।

দাঁড়াও হে দাঁড়াও জগৎ-জীবন।
যাত্রা করিব আমি, ক'রে তোমায় দরশন।
লইব বিদায় নাথ, জনমেরই মতন॥
তোমারে হৃদয়ে হেরে, ভাসি আনন্দ সাগরে।
তোমায় হেরে যাত্রা ক'রে, অনন্তে করব গমন॥
এই কর কৃপা আমায়, ফিরতে না হয় পুনরায়।
সালোক্যে স্থিতি হয়, না হয় আর জনম॥
প্রকৃতি পুরুষাকারে, দাঁড়াও হৃদয়োপরে।
দেখি হে নয়ন ভ'রে, সার্থক করি জীবন॥
দয়াময় দয়া করে, লহ মোরে মুক্ত ক'রে।
ডুবাইয়ে অহঙ্কারে, থাকিব তব সদন॥

ভৈরব—ঢিমা।

ওহে হরি বল কি করি।
কি ক'রে হইব পার না পেলে চরণতরি।
সম্মুখেতে ভববারি, ভীষণ আকার ধরি॥
অঙ্গ উঠে যে শিহরি, হেরিলে তার লহরী॥
জলে চরে জলচর, কাহার নাহিক পার।
ভয়ঙ্কর সে আকার, ফেলে জীবে গ্রাস করি॥
এ দেহ পাপেতে ভারি, বহিতে আর নাহি পারি
যদি না লহ হরি, উপায় আর নাহি হেরি॥
অসীম সাগর তল, নাহি হেরি তার কূল।
অন্তর হয় ব্যাকুল, ভাসি কি আশ্রয় করি॥

ভরসা মাত্র চরণ, হৃদে ধ'রে করি সন্তরণ।
সেই আশা করে মন, যাব ভেবে যাত্রা করি॥
আমি হরিনাম ক'রে, ঝাঁপ দিব ভব সাগরে।
যাইব ভবেরই পারে, বাধা বিঘ্ন নাহি হেরি॥

ভৈরব—একতালা।

হরি দাও হে চরণ, আমি অতি দীনহীন।
দেখিয়া হৃদয়ে তোমায়, ত্যজিব জীবন॥
এখন দিন পূর্ণ হ'ল, যাইবার কাল এল।
মনের দুঃখ মনে রহিল, হ'ল না মম সাধন॥
এসেছিলাম আমি ভবে, কি লয়ে যাইব এবে।
কিছু নাহি পাই ভেবে, কি হবে মম চরম॥
নিরাশ হতেছে মন, ব্যথিত হতেছে প্রাণ।
এ দেহ হইল জীর্ণ, সম্মুখে দাঁড়াল শমন॥
আমারে হে দয়া করে, যদি লহ ধ'রে করে।
তা হলে জনমের তরে, চরণে পাইব স্থান॥

ভৈরব—কাওয়ালী।

এই বাসনা হরি, দিও বাঞ্ছা পূর্ণ করি।
অন্তিম কালে, যেন, পাই হে চরণতরি॥
এ ভবসাগরে এসে, খরস্রোতে যাই ভেসে।
রক্ষা হব বল কিসে, যদি উপায় না দাও করি॥

ভীষণ সাগর কূল, অবিরত আসে ব্যাল।
প্রাণ করিছে ব্যাকুল, উদ্ধার হব কারে ধরি॥
স্রোত দেখি খরতর, অঙ্গ কাঁপে থর থর।
তাহে চরে জলচর, ফেলে সে আমারে গ্রাস করি॥
আবার দেখি ঘোর তিমিরে, ফেলিছে আমারে ঘেরে।
যদি না দাঁড়াও আলো ক'রে বল পার হব কি করি॥
ডাকি তোমায় এ সময়, তুমি যে হে দয়াময়।
ক'রে দাও পারের উপায়, যাই বলে হরি হরি॥

রামকেলী—সুরফাঁকতাল।

ওহে হরি তোমারই চাতুরি, বুঝিতে না পারি।
দিয়ে মায়া আবরণ, লও জীবের জ্ঞান হরি॥
অবিবেকী যত জীব, বুঝে না নিজ অভাব।
জানে না তব স্বভাব, তুমি যে হে পাপহারী॥
যাহাতে হইবে শিব, ভাবে না কখন জীব।
নাহি যে তার অনুভব, পার হবে কি করি॥
সাধনায় নাহিক রুচি, কামিনী কাঞ্চনে রতি।
অনুরাগ অনিত্য প্রতি, রাখে জ্ঞান বদ্ধ করি॥
যার নাই জ্ঞান ভক্তি, কিসে তার হবে মুক্তি।
মন হ'য়ে তার শক্তি, লয় নিজ মুক্তি করি॥
যারে তুমি কর দয়া, ছিন্ন কর তার মায়া।
দিয়ে তারে পদছায়া, দাও তারে চরণতরি॥

ভৈরব—যৎ।

হ'য়ে জাগরণ, কর হরিনাম, এড়াবে শমন।
হরিনামের জোরে, যাবে ভবপারে, রবে না বাধা বিঘ্ন॥
হরি হরি ধ্বনি, কর দিবস রজনী, অমৃতধ্বনি করে পান।
অমর হইয়ে বৈকুণ্ঠেতে গিয়ে, তাঁরে দেখিয়ে, থাক চিরদিন॥
শান্তি মনে পাবে, আনন্দ আসিবে, রবেনা ত্রিতাপজ্বলন।
দুঃখ শোকে, মনস্তাপে, হৃদয় করবে না দহন॥
করবে আলিঙ্গন, শত্রু মিত্র কৃতঘ্ন, দেখিবে সব সমান।
আপনার আনন্দে আপনি নেচে বেড়াইবে সর্ব্বক্ষণ॥
হরি হরি মুখে বলি, দিয়ে তুমি করতালি, কর পর্য্যটন।
হরিনাম জ্ঞান হরিনাম ধ্যান, রাত্রি দিন কর স্মরণ॥

ভৈরব—ঢিমা।

ওরে রসনা, অমৃতসম হরিনাম, আস্বাদন কর না।
বারেক আস্বাদ পেলে, ছাড়িতে কভু চাহিবে না॥
জিহ্বাতে স্পর্শিলে পরে, প্রবেশিয়ে যাবে অন্তরে।
তখন তুমি উদর ভরে, মনসাধে পান কর না॥
বাহ্য অন্তরে এক হবে, সব আলোময় রবে।
জ্ঞানবাতি উজলিবে, কালিমা কিন্তু পড়িবে না॥
সে জ্যোতির কিরণ, শুদ্ধ করে মন-প্রাণ।
চুয়াইয়া পড়ে জ্ঞান, মলা তাহে আর থাকে না॥
সে আলোর ছায়া প'ড়ে, চিত্তে জীব ভাব ধরে।
উভে দাও মিল ক'রে, দুই দুই আর থাকিবে না॥

ছায়া তখন চলে যায়, একমাত্র তবে দেখায়।
তখন দেখে জ্ঞানময়, চক্ষের ভ্রম আর থাকে না ॥
হরিনাম অমৃত পেয়ে, অমর যাইবে হয়ে।
জ্ঞেয় মাত্র শেষ রহে, জ্ঞাতা জ্ঞান আর রহিবে না ॥

কেদার—কাওয়ালী।

ভক্তি হয় পরমা শক্তি, মুক্তির কারণ।
ভক্তি তুলে প্রেমে গলাইয়া দেয় মন ॥
মন দ্রব হয়ে গেলে, বিশ্ব তবে ধরে ফেলে।
তাহে হৃদি উজ্জ্বল হলে, উঠে তাহে অহেতুকী প্রেম ॥
তখন প্রেমময় এসে, উদয় হন হৃদ-আকাশে।
অজ্ঞান তিমির নাশে, উঠে তবে তত্ত্বজ্ঞান ॥
নয়ন জলে ভেসে যায়, মনের দ্বার খুলে দেয়।
অন্তরে বাহিরে লয়, তাঁরে দেয় সিংহাসন ॥
যদি দ্বার রুদ্ধ থাকে, খুলে দিতে বলেন তাকে।
তখন সে কাতরে ডাকে, লুকাইয়া ধরে চরণ ॥
ভক্তের যে ভগবান, কাতরে কহেন ভক্তগণ।
তিনি হন ভক্ত জীবন, ভক্তে করেন আলিঙ্গন ॥
না হইলে ভাগ্যবান, আসে না ভক্ত কখন।
পায় না মধুর প্রেম, করে না সুধা আস্বাদন ॥

রামকেলী—সুর ফাঁকতাল।

এই কর হে হরি, নিবেদন করি।
মম হৃদয় মাঝারে, সদা তোমারে হেরি ॥
জাগরণে কি স্বপনে, কিবা রাত্রি কিবা দিনে।
হেরি তোমায় সর্ব্বক্ষণে, কভু ভুল নাহি করি ॥
হৃদয় যমুনা কূলে, দাঁড়াও কদম্ব মূলে।
জ্ঞান নয়ন যুগলে, অন্তর জুড়াই হেরি ॥
শুনিয়া মোহন বাঁশী, কাটি মোহ মায়া ফাঁসি।
তব পাশে দাঁড়াই আসি, এ সংসার পরিহরি ॥
হৃদয় করি বৃন্দাবন, চিত্ত বুদ্ধি মঞ্চ সম।
রাসলীলা দেখ্‌বে মন, উঠ্‌বে আনন্দ লহরী ॥
বসায়ে দোল মঞ্চতে, যুগলেরে দোলা দিতে।
প্রাণবায়ু দোলাইতে, লব বাঞ্ছা পূর্ণ করি ॥
তব নামে মোক্ষ পায়, জীব যে তরিয়া যায়।
পাপী তাপী ডাকে তোমায়, লহ তাদের পাপ হরি ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

জগত জীবন হরি, জীবের জীবন।
বারেক স্মরিলে নাম, পায় জীব পরিত্রাণ ॥
হরিনামের যে গুণ, কে পারে কর্ত্তে বর্ণন।
কর হরিগুণ গান, কর সদা নাম কীর্ত্তন ॥
মুখে মনে হরিবল, হরিনাম কর সম্বল।
সকলে যে দাও কোল, কি চণ্ডাল কি যবন ॥

অষ্টপাশ ছিন্ন ক'রে বিবেক লহনা ধরে।
বৈরাগ্য আশ্রয় করে, জগতে কর ভ্রমণ ॥
ত্যজে দম্ভ অভিমান, মান আর অপমান।
কর সবে আলিঙ্গন, বিলায়ে হরিনাম ॥
পবিত্র করিয়া মন, ভর তায় ভক্তিপ্রেম।
মনে কর ধ্যান ভজন, যোগের নাই প্রয়োজন ॥
শয়নে স্বপনে দেখ, কাতরে তাঁহারে ডাক।
পাবে না সংসার তাপ, মুক্ত হইবে বন্ধন ॥

স্বরটমল্লার—কাওয়ালী।

সার কর ওরে জীব, মধুর শ্রীহরি নাম।
বিষয়ের বিষজ্ঞানে, ফেলে দাও মেরে টান ॥
একদিকে হরিনাম, করে জীবে আকর্ষণ।
ওদিকে ইন্দ্রিয়গণ, সজোরে দিতেছে টান ॥
জক্ স্ক্রু জুতে, রিপুগণ থাকে টানিতে।
যায় জীব অবশেতে হারাইয়ে ফেলে জ্ঞান ॥
হরিনাম খোঁটা পুতে, ভক্তিডুরি বেঁধে তাতে।
যদি পাররে টানিতে, যেতে পার মোক্ষধাম ॥
জীব তাহা নাহি পারে, ভাসে কামিনী কাঞ্চনে হেরে
জ্ঞানামৃত দিলে তারে, কখন করে না পান ॥
বিষয়েরে নিত্য ভেবে, মজে যায় তার ভাবে।
দেয় প্রাণ তার অভাবে, অনিত্যে হয় মগন ॥

যদি হয় ভাগ্যবান, লয় তবে হরিনাম।
হৃদে ভেবে সে চরণ, বৈকুণ্ঠে করে গমন ॥

খাম্বাজ—খৎ।

ভিক্ষা পাইবার তরে, দাঁড়াইয়া রয়েছি দ্বারে।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি, তোমারে কাতরে।
স্কন্ধে লয়ে ভিক্ষার ঝুলি, করে দিয়ে করতালি,
মুখে হরি হরি বলি, বেড়াই আমি ঘুরে ঘুরে।
জগত ক'রে সৃজন, করিছ সবে পালন,
অণু হতে বৃহত্তম, সবে রাখ রক্ষা ক'রে।
অনেকে আছে কঠিন, অর্থদানে হয় কৃপণ,
রোষে হয় কম্পমান, ভিখারি দেখিলে পরে।
তুমি যে হে সদাশয়, জগৎ বলে দয়াময়,
সকলের দাও উপায়, রাখ প্রাণ রক্ষা ক'রে।
কুবের যে তোমার দাস, অনন্ত তোমারই কোষ,
এসেছি তব পাশ, ভিক্ষাপাত্র করে ধরে।
কি ভিক্ষা চাহিব আমি, তাহা ত হে নাহি জানি,
তুমি হও হে অন্তর্যামী, দেখ কি আছে অন্তরে।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কোথায় থাকেন হরি, জানিতে যে নাহি পারি।
শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, নাহি তাঁর ঘর বাড়ী।

অগম্য নাহিক তাঁর, ভাল মন্দ নাই বিচার,
সূর্য্য কিংবা শশধর, সবে থাকেন বাস করি।
আর দেখ সর্ব্বস্থানে, সাগর গিরি অরণ্যে,
অনল অনিল বনে, আছেন দিবা বিভাবরী।
আছেন তিনি সর্ব্বস্থানে, আরও সাধক ভক্তপ্রাণে,
যে পারে ধরিতে টেনে, কৃপা পায় যে তাঁহারই।
গাভীর দুগ্ধ যেমন, পায় বাঁটে দিলে টান,
হরির করিলে সাধন, পায় হলে অধিকারি।
বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বর, ব্যাপ্ত আছেন চরাচর,
জ্ঞান চক্ষু আছে যার, সর্ব্বত্রেতে দেখে হরি॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

জগতের পাপ তাপ, যিনি করেন হরণ।
জীবগণ তাঁরে দেয়, মধুর হর নাম॥
হরি হর এক বটে, আছেন তিনি সর্ব্বঘটে।
পূজে তাঁরে ঘটে পটে, নিজ মঙ্গলকারণ॥
সাগর হলে মন্থন, উঠে গরল ভীষণ।
জীবের মঙ্গলকারণ, আপনি করিলেন পান॥
তিনি হন সদাশিব, তাঁহারে কহে যে ভব।
দেবাদিদেব মহাদেব, সবাকার হন যে শরণ॥
জীবের শিক্ষার তরে, বেড়াইলেন ভিক্ষা ক'রে।
স্তুতি আর তিরস্কারে, কখন টলে না মন॥

কাশীতে হন বিশ্বেশ্বর, জগতের হন ঈশ্বর।
কে জানে মহিমা তাঁর, কথন হয় না বর্ণন ॥
তারকব্রহ্ম নাম দিয়ে জীবে দেন উদ্ধারিয়ে।
থাকেন আত্মারাম হ'য়ে, শ্মশানে সদা আসীন ॥
জগতে হেয় হয় যাহা, পূজ্য ক'রে লন তাহা।
ভস্ম মাখা নিজ কায়া, বৃষ হয় যে বাহন ॥
আজি রাত্রি কালে, ব্যাধ তাঁহারে পূজিলে।
তাহারে যে উদ্ধারিলে, পাঠালেন স্বর্গধাম ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

বারে বারে হরি ডাকি হে তোমারে।
দাও না চরণ তরি, পার হইবারে ॥
শুনিয়াছি লোক মুখে, যে ডাকে তায় রাখ সুখে,
তবে কেন অনন্ত দুখে, কেন ভাসালে সাগরে ॥
আবার আমার হয় মনে, সখ্য ছিলে পাণ্ডব সনে।
ঘুরাইলে তাদের বনে, রাজ্য ভ্রষ্ট করে তারে ॥
বৃন্দাবনে গোপীগণ, দিয়াছিল মনপ্রাণ।
বধিলে তাদের প্রাণ, ফেলিলে বিরহ নীরে ॥
হর হরি নাম লয়ে, থাকেন আত্মারাম হ'য়ে।
অৰ্দ্ধ অঙ্গ উভে হ'য়ে, হর বেড়ান ভিক্ষা ক'রে ॥
নারদ বীণা যন্ত্র ধরি, হরি গুণ গান করি।
বেড়ান স্বর্গ মর্ত্ত্য পুরী, রাখিলে বৈরাগী ক'রে ॥

গৌরাঙ্গ পাগল হ'ল, ভক্তি প্রেম বিলাইল।
হরিনাম জীবে দিল, ডুবিল জলধি নীরে॥
কে বুঝে তোমার খেলা, অনন্ত তোমার লীলা।
দে'খ হরি শেষের বেলা, দিও আমায় পার ক'রে॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

তুমি যারে রাখ হরি, কে মারিতে পারে তারে।
তার সাক্ষ্য সবে দেখ, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদেরে॥
পিতা তার মারিতে গেলে, তুমি তারে নিলে কোলে।
তুমি হে আশ্রয় দিলে, রাখ প্রাণ রক্ষা ক'রে॥
ধ্রুব যাইলে বনে, হিংসা ভোলে জন্তুগণে।
বসালে তায় সিংহাসনে, স্বর্গে স্থান দাও তারে॥
পাণ্ডবেরে পদে পদে, রক্ষা করিলে যে বিপদে।
বসালে তাদের যে সম্পদে, কুরু বংশ ধ্বংস করে॥
যে লয় তব আশ্রয়, তার কি থাকে কোন ভয়।
হয় তার সর্ব্বজয়, যে থাকে তোমারে ধ'রে॥
তোমার মহিমা হরি, আমি কি বর্ণিতে পারি।
দাও আমায় চরণ তরি, যাইবারে ভবপারে॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

জীব কি বুঝিতে পারে, হরি তব আচরণ।
বাঁচাতে ব্রজের প্রাণ, ধ'রে গিরি গোবর্দ্ধন॥

বৃন্দাবন শূন্য ক'রে, বধিলে হে কংশাসুরে।
দিয়ে রাজ্য অন্যপরে, দ্বারিকায় কর গমন ॥
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে, অর্জ্জুনের রথে উঠিলে।
জগতেরে শিক্ষা দিলে, গীতা শাস্ত্র ক'রে গান ॥
নির্লিপ্ত তুমি দেখাইলে, বৃন্দাবন ত্যজে গেলে।
যদু বংশ ধ্বংশ করিলে, দ্বারিকা ক'রে জলমগ্ন ॥
উদ্ধবে উপদেশ দিয়ে, বৈকুণ্ঠে যাও চলিয়ে।
জীবের পরমাত্মা হয়ে, সর্ব্বত্রেতে বিদ্যমান ॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

ওরে জীব জান, পবিত্র প্রেম কেমন।
ডুবায়ে রাখ মন, হারায়ে অহং জ্ঞান ॥
প্রেম যে অমূল্য ধন, যারা পায় তার সন্ধান।
করে তারা প্রাণপণ, কর্‌তে তার অন্বেষণ ॥
প্রেম যে অতি কোমল, জ্যোতি তার হয় বিমল।
অন্তরে প্রবেশিলে আলো, গলায়ে দেয় মন প্রাণ ॥
হলে পরে ভাগ্যবান, আসে তার ভক্তি প্রেম।
হৃদয়ের যে কাঠিন্য, থাকেনা তার কখন ॥
তার সাক্ষী বিরূপাক্ষ, প্রেমেতে হইয়া মত্ত।
করেন তাণ্ডব নৃত্য, থাকেন হ'য়ে আত্মারাম ॥
ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ, হয়ে প্রেমে গদ গদ।
ফিরেন সব জনপদ, করে হরি গুণ গান ॥

পবিত্র করিয়া মন, কর প্রেমে আলিঙ্গন।
আনন্দ পাবে তখন, হবে তবে ব্রহ্ম জ্ঞান॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কে পারে থাকিতে ঘরে, শুনে বেণুর বাদন।
শুনিলে জগত ভোলে, থাকেনা তার বাহ্যজ্ঞান।
হলে সে বংশীর ধ্বনি, নেচে উঠে যে ধমনি।
সে মধুর শব্দ শুনি, আনন্দে হয় মগন॥
সাধক ভক্ত রব শুনে, ধরে গিয়ে বংশী বদনে।
সমর্পিয়ে মন প্রাণে, থাকে লয়ে সে চরণ॥
ভক্ত তবে উচ্চৈস্বরে, বলে তাঁরে যোড় করে।
বাজাও বাঁশী সপ্ত সুরে, প্রফুল্ল হক পরাণ॥
থাকে বসে হৃদয় দ্বারে, বংশীধ্বনি শুনিবারে।
লইয়া ধ্বনি অন্তরে, থাকে সদা জাগরণ॥
জগতের তত্ত্বজ্ঞানী, পায় শুনিতে সে ধ্বনি।
হলে পরে জীব অজ্ঞানী, করেনা কভু শ্রবণ॥
অনাহতে কর্ণ দাও, মধুর ধ্বনি শুনে লও।
সংসারের তাপ জুড়াও, শীতল কর মন প্রাণ॥

বেহাগ—একতালা।

সর্ব্বরসাধার রসময়, পরম আত্মন।
পুনর্জ্জন্ম নাহি তার, যে করে রস আস্বাদন॥

সে রসে যার মজে মন, থাকেনা তার অহংজ্ঞান।
হারায়ে সে বাহ্যজ্ঞান, সে রসেতে হয় মগন॥
ভারতের ঋষিগণ, ক'রে রস আস্বাদন।
নির্ব্বিকল্পে নির্ব্বাণ, হয়েছিল ক'রে ধ্যান॥
ঈশা মুশা মহম্মদ, রস পেয়ে ত্যজে সম্পদ।
প্রেম রসে হ'য়ে বদ্ধ, করেছিল দরশন॥
সে রসে বৌদ্ধ গৌতম, ছেড়ে রাজ্য পরিজন।
করে বৃক্ষ মূলে ধ্যান, পাইল পরি নির্ব্বাণ॥
গৌরাঙ্গ রস পান করিল, প্রেমেতে পাগল হ'ল।
ভক্তিপ্রেম বিলাইল, শিক্ষা দিল হরিনাম॥
বৃন্দাবন লীলা রচন, হ'ল কর্ত্তে সে রস আস্বাদন।
দেখনা সব গোপীগণ, ত্যজে কুল শীল মান॥
পেয়ে তারা আত্মার আত্মন, হৃদয় কুঞ্জে করে মিলন।
তাঁহাতে হইল লীন, দিয়ে নারীর সর্ব্বস্ব ধন॥
সে রস কররে আস্বাদন, মাতাও রে মন প্রাণ।
উদর ভরে ক'রে পান, থাক রসে হ'য়ে মগ্ন॥

পরজবাহার—একতালা।

দেহ অভ্যন্তরে, বাঁশরীর স্বরে, মাতাইল প্রাণ।
প্রতিধ্বনি তার, বাজিল অন্তর, নাচিল তাহে মন॥
বাজে বাঁশী সপ্ত সুরে, সরজ ঋষভ গান্ধারে।
পঞ্চম ধৈবত নিখাদেরে, বাজে ধরে তিন গ্রাম॥

বৃন্দাবনে বাঁশীর গানে, মাতাইল গোপীগণে।
বাঁধে সবে মধুর প্রেমে, হরে লয় বাহ্য জ্ঞান॥
শ্রীরাধা শুনিয়া বাঁশী, দেখে গিয়ে কালশশী।
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আসি, কালরূপে হয় মগন॥
বাঁশের বাঁশী বাজে যবে, মুগ্ধ হয় মৃগ সবে।
ব্যাধের নিকটে যাবে, হইবে নিজে বন্ধন॥
বাজিলে বাঁশী অন্তরে, ঝঙ্কার দিলে তারে তারে।
গেলে জীব শব্দ ধ'রে, দেখিতে পায় পরমাত্মন॥

বাহার—পঞ্চম সোয়ারী।

অবোধ মন কর ধ্যান, সেই নন্দের নন্দন।
আবির্ভাব হন জীবে, শিক্ষার কারণ॥
বৃন্দাবনে করেন লীলা, লয়ে সব ব্রজবালা।
সখা সনে করেন খেলা, দেখান প্রেম কেমন॥
যশোদা বাঁধিবার তরে, রজ্জু লইলেন করে।
বাঁধিতে তাঁহে নাহি পেরে, ত্যজিলেন অভিমান॥
বদন ব্যাদান ক'রে, দেখান বিশ্ব তাঁর ভিতরে।
বিশ্ব যে আছেন ধ'রে, ক'রে সবে আবরণ॥
কালিয়া দমন ক'রে, দেখাইলেন জগতেরে।
পাপাশয় অসুরেরে, শাস্তি করেন বিধান॥
রজ্জুতে বাঁধিতে তারে জীব কি কখন পারে।
কেবল তাঁরে ভক্তি ডোরে, পারে করিতে বন্ধন॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

চল জীব চল হেরিবারে বৃন্দাবন।
সেথায় দেখিতে পাবে, শ্রীনন্দের নন্দন॥
শ্রুতি কোষে বীজ ছিল, বৃন্দাবনে ছড়াইল।
প্রেম-তরু তায় উঠিল, গলাইল জীব মন॥
আনন্দ ফলেরই ভারে, জগত যাইল ভরে।
ফল যে আস্বাদ করে, আনন্দ পায় পরম॥
আনন্দ কৃপা বিতরিতে, কৃষ্ণ এলেন জগতেতে।
কৈশোরে বৃন্দাবনেতে, লীলা করেন প্রকটন॥
লীলার নাহিক শেষ, কি বর্ণিবে ইতিহাস।
বিশ্বেতে আছেন প্রকাশ, চলিতেছে রাত্রিদিন॥
জীব হৃদি বৃন্দাবন, হয় তাঁর লীলা স্থান।
বর্ত্তমান সর্ব্বক্ষণ, জানে সব ভক্তগণ॥
যার হৃদি ভেদ করি, প্রবেশে রূপ মাধুরী।
খেলে আনন্দ লহরী, হারায় সে যে বাহ্যজ্ঞান॥

খাম্বাজ—একতালা।

মদন মোহন, মদন দহন, হয় যে ভিন্ন ভিন্ন।
দহনে কি ফল বল, জয় কর মদন॥
বৃন্দাবন লীলা যত, রেখেছে সাজায়ে কত।
করেছে সাধক ভক্ত, কর্ত্তে রস আস্বাদন॥

দেখ কৃষ্ণ অবতারে আনন্দ দিবার তরে।
প্রেম ভক্তি পারাবারে, ভাসিল সব ভক্তগণ ॥
বৃন্দাবনে লীলা হ'ল, কাম গন্ধ নাহি ছিল।
গোপীগণ ভক্ত কেবল, আত্মা সহ করে মিলন ॥
গোপীদের যে আলিঙ্গন পরমাত্মা সহ মিলন ৮
চিত্তে হ'ল বিম্ব পতন, দেখে হৃদে নবঘন ॥
রাধা আদ্যাশক্তি জেন, শ্যাম, হন পরম ব্রহ্ম।
লক্ষ্মী আর জনার্দ্দন, জানিবে সে রাধাশ্যাম ॥
হৃদয়ে শক্তির স্থান, শাস্ত্রে কয় লক্ষ্মীনারায়ণ।
বৃন্দাবনে রাধাশ্যাম, ধরেন রসময় নাম ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে, দুষ্টে দমনের তরে।
এসে মথুরায়ে, হলেন অবতীর্ণ ॥
দৈবকী উদরে, কংশ কারাগারে হলেন অবতার পূর্ণ
কারাগারে অন্ধকারে, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধ'রে।
আসিলেন আলো ক'রে, এ চতুর্দ্দশ ভুবন ॥
বসুদেব আর দৈবকী হেরে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
করিলেন স্তব স্তুতি, করিতে রূপ সংবরণ ॥
দ্বিভুজ মূর্ত্তি ধরে, রহেন মানবাকারে।
দেবকীর কক্ষপরে, করিলেন যে শয়ন ॥
বসু, কংশে ভীত হ'য়ে, শিশুরে ক্রোড়ে লয়ে।
যমুনা পার হইয়ে, নন্দালয়ে করেন গমন ॥

যশোদা কন্যা প্রসবিল, মথুরায় তায় আনিল।
দেবকীর ক্রোড়ে রাখিল, ভুলাতে কংশের মন॥
কংশ কন্যারে লয়ে, ফেলেন আছাড়িয়ে।
কন্যা যায় পলাইয়া, স্বর্গে করে আরোহণ॥
কংশ দৈববাণী শুনে কৃষ্ণের বধ সাধনে।
আপন প্রাণ রক্ষণে, হইলেন যত্নবান॥
শেষ ধনুর্যজ্ঞ ক'রে, কৃষ্ণের বধের তরে।
আসেন নিমন্ত্রণ ক'রে সবংশে হন নিধন॥

মিশ্রভৈরব—একতালা।

ভক্ত বৎসল হরি, ভক্তের জীবন।
ভক্ত কাঁদিলে কাছে, স্থির নহেন কখন॥
নাহি জানি ভক্তিতত্ত্ব, ইন্দ্রিয় সুখেতে মত্ত।
বিষয়ে সতত রত, বিষয়-বিষ করি পান॥
শ্রদ্ধা না আসে মনে, সঞ্চারে না প্রেম প্রাণে।
উন্মত্ত সে সর্ব্বক্ষণে, লয়ে পুত্র পরিজন॥
মনেরে বুঝায়ে বলি, কাটাও হরি হরি বলি।
বুঝে না আমার বুলি, শোনে না মম বচন॥
ভাবিয়া না দেখে মন, সম্মুখে দাঁড়ায়ে শমন।
করিয়া গাঢ় বন্ধন, লয়ে যাবে তার ভবন॥
এক মাত্র ভরসা হরি, যদি লন কৃপা করি।
তবে তরি ভব-বারি, ক'রে তরী সে চরণ॥

বেহাগ—একতালা।

প্রেম নহে শিখাইবার ধন, আপনি হৃদয়ে উঠে গলাইয়ে দেয় মন
বিশ্বাসেতে শ্রদ্ধা হয়, শ্রদ্ধা ভক্তি উপজয়,
ভক্তি প্রেম টানি লয়, প্রেমে ভাবেরই জনম ॥
যথার্থ প্রেমিক হ'লে, রাজ্য ধন দেয় ফেলে,
কেবলি মনেরি বলে, উপাস্থে ধরে ধ্যান ॥
যদি প্রেম শিখিতে চাও, ব্রজগোপীর কাছে যাও,
রাধার কাছে প্রেম সুধাও,পাইবে প্রেমেরই লক্ষণ ॥
আপনারে ভুলে যাবে, সত্বা সত্ব না থাকিবে,
উভয়ে একত্র হবে, থাকিবে হ'য়ে একপ্রাণ ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

ভক্ত কল্পতরু হরি, পুরুষপ্রধান।
বাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে রূপ করেন ধারণ ॥
নির্গুণ নিরাকারে, পারে না জীব ধরিবারে।
দয়া ক'রে সাধকেরে, অবতারের জনম ॥
ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদেরে প্রাণ রক্ষা করিবারে।
নরসিংহমূর্ত্তি ধ'রে, কশিপুরে করেন বিদীর্ণ ॥
অগ্নিকুণ্ডে দিল ফেলে, সে গিয়ে পড়ে সলিলে।
কোলে ক'রে তারে নিলে, গিরিশৃঙ্গে হতে পতন ॥
করাইলে বিষপান, করিলে অমৃত সম।
সাগর জলে না গেল প্রাণ, তরি দিলে তারে চরণ ॥

হস্তীপদে দিলে ফেলে, শুণ্ডে তাহে নিল তুলে।
ভক্তে রক্ষা তুমি করিলে, কে পারে নাশিতে প্রাণ
তুমি হরি দয়াময়, ভক্তের হও আশ্রয়।
যদি ভক্ত তোমায় পায়, রাজ্য করে তুচ্ছ জ্ঞান॥

ভৈরব—ঢিমা।

ওরে প্রাণ হেরি কেন, ভীত সর্ব্বক্ষণ।
একান্তে শ্রীকান্তে কর, আত্ম সমর্পণ॥
তিনি হন দয়াময়, তাঁর দয়ায় বিশ্ব রয়।
হইবে তব উপায়, সঁপিলে তাঁয় মন প্রাণ॥
চিত্তেতে অধ্যাস ক'রে, চৈতন্য দেন তোমারে।
সতত দেখ অন্তরে, রহিয়াছেন বিদ্যমান॥
সকলই জড় জেন, একমাত্র হন চেতন।
প্রকাশ স্থাবর জঙ্গম, জগতের মূল কারণ॥
চরম লক্ষ্য তাঁরে কর, মন প্রাণে তাঁরে ধর।
যদি কৃপা পাও তাঁর, ঘুরিতে হবে না পুনঃ॥
জন্মিলেই দুঃখ আছে, দুঃখ বেড়ায় আগে পিছে
যে খানেতে সুখ আছে, কর না তায় অন্বেষণ॥

সুরট মল্লার— কওয়ালী।

হরিনামে তরে যাব, এই ভরসা আছে মনে।
তুলসী পত্রে নাম লিখে, দাও আমার বদনে॥

তুলসী গাছের মাটি লয়ে, অঙ্গে মাখাইয়ে।
হরিনামামৃত দিয়ে, মাত’ নাম সংকীর্ত্তনে ॥
হরিনাম ছাপ লয়ে, গাত্র দাও সাজাইয়ে।
মস্তকে দাও লিখিয়ে, মাতাও হরি গুণগানে ॥
করিয়া মন সংযম, হরিনাম করি শ্রবণ।
ধরিয়া থাকিব ধ্যান, এ সংসার বিসর্জ্জন ॥
হরি নামের গুণে, পবিত্র হইব মনে।
ছুঁবে না আসি শমনে, পালাবে তার দূতগণে ॥
তুলসী রাখ মস্তক পাশে, ছিন্ন করি অষ্ট পাশে।
লবে বিষ্ণুদূত এসে, যাইব বৈকুণ্ঠ ধামে ॥
তুলসীর মালা কণ্ঠে পরে, জপের মালা করে ধরে।
নামাবলী গাত্রে ঘেরে, বেষ্টে রবে বৈষ্ণবগণে ॥

ভীমপলশ্রী—ঢিমা

হরি তুমি হে পরমাত্মন, বিশ্বের কারণ—জীবের হও জীবন।
জীবে উদ্ধারের তরে, সাকার মূর্ত্তি ধ’রে, জগতে হলে অবতীর্ণ ॥
তুমি ব্রজবাসিগণে, হেরিলে কৃপানয়নে, লীলা কর বৃন্দাবনে
পুরাইলে মনস্কাম।
ব্রজবাসী উদ্ধারিলে, বৈকুণ্ঠে তাদের নিলে, জীবনমুক্ত করে দিলে,
করে প্রেম বিতরণ
বৈকুণ্ঠে সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল, গোপী সাজে তারা এল।
তব সহ লীলা করিল, ঘেরিল আসি বৃন্দাবন ॥

রাসলীলারই ছলে, জগতেরে দেখাইলে।
গোপী দেহে প্রবেশিলে, আত্মা ভাবে কর রমণ॥
প্রয়োজন ফুরাইলে, মথুরায় চলে গেলে।
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে, ভূভার করে হরণ॥
যাহা ছিল প্রয়োজন, পূর্ণ হইল যখন।
জীবে করে জ্ঞান দান, হলে তুমি অন্তর্দ্ধান॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হরি নামে পাছে কলঙ্ক হয় তাই করি ভয়।
নামে যদি না তরিবে, কেবা বল নাম লয়॥
মহাপাপী দুরাচারী, বারেক হরিনাম করি।
যায় সে বৈকুণ্ঠপুরী, মৃত্যুঞ্জয় হয়ে রয়॥
শুনিয়াছি অজামিল, নারায়ণ নাম ধরিল।
সব পাপ উড়ে গেল, বৈকুণ্ঠে গিয়ে রয়॥
যেবা হরি ভক্ত হয়, শমনে ভয় নাহি রয়।
চরণে পায় আশ্রয়, সে যে কভু ভীত নয়॥
প্রহ্লাদ ডেকে হরি ব'লে, স্থান পেলে তাঁর কোলে।
হ'ল না মৃত্যু হলাহলে, অনলে দগ্ধ নাহি হয়॥
শিশু ধ্রুব গেল বনে, হিংসা ভোলে পশুগণে।
পেলে সে যে হরিনামে, ভোগ কর্ত্তে ত্রিদশালয়॥
বারেক হরি বলিলে, পাপ তাপ যায় গলে।
স্বর্গে সে যে যায় চলে, সালোক্যে পায় আশ্রয়॥

কেদারা—কাওয়ালী।

ভক্ত হৃদি-সরোবরে, ছুটে প্রেম প্রস্রবণ।
প্লাবিত করে যে ক্ষেত্র, ধুয়ে যায় সব কালিম॥
যদি তীব্র বেগ ধরে, ফেলে দেয় গিরিবরে।
যায় সরল রেখা ধরে, মানেনাক বাধা বিঘ্ন॥
থাকে যদি রাগ দ্বেষ, আর থাকে পঞ্চক্লেশ।
সকলই হয় নিঃশেষ, গলে যায় সব কঠিন॥
চক্ষে তার জল ঝরে, প্রেমাস্পদে থাকে ধরে।
পড়েনাক মায়া ঘোরে, সংসার দেয় বিসর্জ্জন॥
ভক্তি উথলিয়া উঠে, তত্ত্বজ্ঞান উঠে ফুটে।
আনন্দেতে বেড়ায় ছুটে, চায়না সে রাজ্যধন॥
ভাবেনা সে দেহ গেহ, অনিত্যে না থাকে স্নেহ।
অমূল্য রতন পায়, রাখে বক্ষে ক'রে যতন॥
ভক্ত, প্রেমে ভেসে গিয়ে, সাগরেতে পড়ে ধেয়ে
আপনে না পায় খুঁজিয়ে, প্রেমাস্পদে হয় লীন॥

ভীমপলশ্রী—যৎ।

ওহে হরি যদি মর্ত্তে পারি, বলে হরি হরি।
নিশ্চয় পাইব শেষে, ভবপারে চরণ তরি॥
যবে পদ ঘেমেছিল, ভাগীরথী জন্ম নিল।
সগরকুল উদ্ধারিল, সাগরে যাইয়া পড়ি॥

মন্দাকিনী নাম লয়ে, রহিলেন ত্রিদশালয়ে।
মর্ত্ত্যে গঙ্গা নামে র'হে, মুক্ত করেন পাপী দুরাচারী ॥
ভোগবতী নাম ধ'রে, প্রবেশি পাতালপুরে।
নাগ সব উদ্ধারে, স্পর্শিয়ে পবিত্র বারি ॥
হরিনামের মাহাত্ম্য, গঙ্গাধর আছেন জ্ঞাত।
নামেতে হ'য়ে উন্মত্ত, বেড়ান তাণ্ডব নৃত্য করি ॥
অহল্যা পাষাণী ছিল, পদস্পর্শে মানবী হ'ল।
জীর্ণ তরি সোণা হ'ল, পাপী যায় বৈকুণ্ঠপুরী ॥
যদি পদ ভাবতে পারি, যাই দেহ পরিহরি।
যেতে হবে না যমপুরী, সালোক্যে থাকিব পড়ি ॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হরি তুমি হও যে হে পতিতপাবন।
পাপী তাপী ডাকলে পরে, করহ শ্রবণ ॥
জীবের মঙ্গল তরে, এস নানা রূপ ধ'রে।
পশু পক্ষী নরাকারে, সকলের উদ্ধার কারণ ॥
তুমি হও ভক্তাধীন, ভক্ত কল্লে আহ্বান।
পার না হতে গোপন, পূর্ণ কর মনস্কাম ॥
আমি যে পতিত আছি, কাতরেতে ডাকিতেছি।
ভরসা ক'রে বসে আছি, কর্‌বে মোরে পরিত্রাণ ॥
মহাপাপী দুরাচারী, যদি ডাকে ব'লে হরি।
সে যে যায় ভবে তরি, পায় অভয় চরণ ॥

পতিতে যদি নাহি তার সাধ্য বল আছে কার।
কে করে তারে উদ্ধার, কে দিবে আশ্বাস বচন॥

পুরবী—কাওয়ালী।

ওহে রসময়, রসিক প্রধান।
রসের আকর তুমি, রসের নিদান॥
জগতেতে দশ রস, ভয়ানক রৌদ্র বীভৎস।
অদ্ভুত শৃঙ্গার হাস্য, ধীর শান্ত ভক্তি প্রেম॥
অধিকারী যে যেমন, রস পায় সে তেমন।
যেবা হয় ভাগ্যবান, তারে কর প্রেম ভক্তি দান॥
চিত্তের দ্বার রুদ্ধ ক'রে, মন আছে দাঁড়াইয়ে।
মনেরে রসে ভিজাইয়ে, করে দাও পথ নিদর্শন॥
প্রেম ভক্তি যে পায়, মুক্তি তার হয়ে যায়।
সে তব চরণ পায়, রসামৃত করে পান॥

বাউল।

তোমারে যে ভজে হরি, বিপদ যে হয় হে তাহারি।
তবু কহে মধুসূদন, বিপদহারি॥
বৃন্দাবনে গোপীগণ, দিয়াছিল মন প্রাণ।
করেছিল জীবন ধন, নিলে তাদের প্রাণ হরি॥
নন্দ যশোদা রাণী, ছিলে তাদের ফণীর মণি।
করেছিল নয়নের মণি, রাখিলে তাদের অন্ধ করি॥

বলি ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিল, সর্ব্বস্ব সে দান করিল।
তব পদে মস্তক দিল, পাঠালে তারে পাতালপুরী ॥
প্রহ্লাদ ভক্ত প্রধান, পাইতে তব চরণ।
দিয়েছিল নিজ জীবন, তোমার চরণোপরি ॥
তারে কত কষ্ট দিলে, অগ্নিকুণ্ডে তায় ফেলালে।
কালকূট পান করাইলে, ফেলিলে দলিবারে করী ॥
পাণ্ডবের সখা ছিলে, তাদের আশ্রয় দিলে।
কি কষ্ট না ভোগাইলে, করিলে তাদের বনচারী।
বুঝেছি বুঝেছি মনে, আশ্রয় লয় যে ও চরণে।
কষ্ট দাও তারি প্রাণে, ডাকিবারে তোমায় হরি ॥
কষ্ট না পাইলে জীব, দেখে না সে নিজ শিব।
ভুলে যায় সে পেলে ভোগ, কষ্টেতে তোমারে স্মরি'।

পরজ—ঝাঁপতাল।

বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, বিপদে মধুসূদন।
যে তাঁরে ভজে, থাকে না তার বিপদ কখন ॥
বৃন্দাবনে রাধাসনে, ছিলেন শ্যাম নিধুবনে।
ভুলাতে দেখ আয়ানে, শ্যামা রূপ করেন ধারণ ॥
রাখিতে রাধার মান, ছিদ্র কলসী বারি আনয়ন।
করতে কলঙ্ক ভঞ্জন, দেখে সব গোপীগণ ॥
প্রহ্লাদে রক্ষার তরে, রাখেন তারে ক্রোড়ে ক'রে।
শেষ হিরণ্যকশিপুরে, নখে করেন বিদীর্ণ ॥

ধ্রুব ডাকিলে কাতরে, বসান তারে রাজ্য মাঝারে।
শেষে লন উদ্ধার ক'রে, গগনেতে দিয়ে স্থান॥
দ্রৌপদী কাতর স্বরে, সম্পূর্ণ নির্ভর করে।
যবে ডাকিলেন করুণ স্বরে, দিলেন তাঁরে বসন॥
যে জন দিয়ে মন প্রাণ, হরির করেন সাধন।
রক্ষা করেন তার প্রাণ, সদা করেন তায় পোষণ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

যদি চাও ব্রজলীলা বুঝিবারে।
অগ্রেতে লহ মন, পবিত্র ক'রে॥
চির ব্রহ্মচারী হবে, বিশুদ্ধ রবে অন্তরে॥
কৃষ্ণ যে পরমাত্মন, জেনে ছিল গোপীগণ।
ছিল না তাদের অহংজ্ঞান, ল'য়েছিল অভেদ ক'রে॥
জলে স্থলে বাহ্য অন্তরে, থাকিত কৃষ্ণেরে হেরে।
তাঁরে প্রাণের প্রাণ ক'রে, ছিল সবে প্রাণ ধরে॥
নিধুবনেতে নির্জ্জনে, করিত কেলী তাঁর সনে।
মেতে গাঢ় আলিঙ্গনে, রাখিত ধ্যানেতে ধরে॥
হৃদয় রাস মণ্ডপে, তাঁহারে ঘেরিয়া রবে।
ছেড়ে গৃহ এসে সবে, বেড়াইত নৃত্য ক'রে॥
হৃদয়ে কৃষ্ণেরে রেখে, শান্ত হ'ত তাঁরে দেখে।
রাখিত খুলিয়া বুকে, দিত না হতে অন্তরে॥
আত্মায় ক'রে রমণ, হ'ত সবে আত্মারাম।
সে নহে সামান্য প্রেম, হ'য়ে থাকে সেব্য সেবকেরে॥

পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম ফলে, আর তাঁর কৃপাবলে।
সেই প্রেমের বলে, জীব যায় যে উদ্ধারে॥

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

হরি তোমার খেলা কে পারে বুঝিবারে।
মর্ত্তেতে এসেছিলে, লীলা দেখাবার তরে॥
রাধার রাখিতে মান, হলে তুমি অচেতন।
চারিদিকে উঠে ক্রন্দন, বাঁচাইতে হে তোমারে॥
তুমি আবার বৈদ্য সেজে, এলে বৃন্দাবন মাঝে।
তব মায়া কেবা বুঝে, রাখিলে রাধার মান॥
কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে, কৃপা করিলে অর্জ্জুনে।
তার রথ আরোহণে, কুরুসৈন্য বধিবারে॥
তোমার মায়া বিস্তারি, যোদ্ধৃগণ রাখ মারি।
পার্থ জ্ঞান চক্ষে হেরি, প্রবৃত্ত হয় সমরে॥
বদন ব্যাদান ক'রে, দেখাইলে যশোদারে।
ত্রিভুবন তার ভিতরে, মায়া মুগ্ধ হয় হেরে॥
মায়া আবরণে ঘেরে, চিতেতে অধ্যাস করে।
প্রবৃত্ত কর সংসারে, জীব ভাব দিয়ে তারে॥
মোহমদে মত্ত জীব, নাহি দেখে নিজ শিব।
মায়ারই প্রভাব সব, কে তোমায় বুঝিতে পারে॥
মায়াতে কর সৃজন, মায়া মুগ্ধ জীবগণ।
দিয়ে মায়া আবরণ, বেড়াও তুমি লীলা করে॥

মিশ্র—খাম্বাজ।

তোমারে যে ভজে হরি, সর্ব্বস্ব তার লও হরি।
শেষেতে কর তারে, পথের ভিখারি॥
জীবে তুমি বলে দাও, যদিরে আমারে চাও।
বিষয় বিলাস ফেলে দাও, তখন আমি লব ধরি॥
যদি ক'রে প্রাণপণ, কর জীব মম সাধন।
ছিন্ন করি মায়া বন্ধন, পরিজনে পরিহরি॥
নিঃসঙ্গ হইয়া থাক, নির্জ্জনে বসিয়া ডাক।
ক্ষয় কর নিজ পাপ, মুখে বলে হরি হরি॥
যদিরে সঙ্গ করিবে, সাধু সঙ্গে সদা রহিবে।
দিবানিশি আমায় ভজিবে, ত্যজিবে পাপী দুরাচারী॥
বিবেক আশ্রয় কর, দূর কর এ সংসার।
পবিত্র কর অন্তর, তবে দিব পারের তরি॥
আছি আমি কর্ণ ধরে, লয়ে যাব ভবপারে।
কাতর হ'য়ে ডাক্‌লে পরে, ফেলে দিব ভক্তি ডুরি॥
সে ডুরি ধরিয়া টান, গলে যাবে মন প্রাণ।
থাকিবে না আর অহংজ্ঞান, যাইবে বৈকুণ্ঠপুরী॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

মাতরে মাতরে মন, ক'রে প্রেম মদিরা পান।
মাতিয়া উঠিবে মন, থাকিবে না আর অহংজ্ঞান॥
সে মদের আস্বাদন, একবার ক'রেছে যে জন।
হতে কি পারে বিস্মরণ, চাহিবে সে পুনঃ পুনঃ॥

সে মদের নেশা হ'লে, জগৎ যাইবে ভুলে।
ভেদাভেদ আত্মপরে, করিবে না সে কখন॥
আনন্দেতে নৃত্য করিবে, মায়া মোহ ভুলে যাবে।
নেশাতে ভোর হইবে, থাকিবে না ঐহিকের জ্ঞান॥
যদি নেশা ছুটে যাবে, তখনি খোঁয়ারি হবে।
তখন আবার মদ ঢালিবে, উল্লাসিত হবে মন॥
সে মদিরা হয় সুধা, পানেতে বাড়িবে ক্ষুধা।
মনেতে ক'রনা দ্বিধা, তাহাতে উদিবে জ্ঞান॥
ভোর হ'য়ে ডুবে যাবে, সংসার মায়া না থাকিবে।
পরম জ্যোতি দেখিতে পাবে, হবে তোর আত্মজ্ঞান॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

তিমির রজনী হেরে, বিষণ্ণ বদন।
বসু, ভাবে কিসে বাঁচে, শিশুর পরাণ॥
জানে না তাহার কক্ষে, স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান।
কংশ জানিলে পরে, আসিয়া সে কারাগারে।
ফেলিবে বালকে মেরে, পূর্ব্বে করেছে যেমন॥
যোগমায়া আবির্ভূতা, দ্বারপাল সবে নিদ্রিতা।
কংশে হেরি সংজ্ঞাহতা, দ্রুত করিলেন গমন॥
পাইয়া যমুনা কূল, বসু, ভাবিয়া আকুল।
কি ক'রে পাইবে কূল, চিন্তায় রহে মগন॥
অকুলের কাণ্ডারি হরি, রয়েছেন তাঁর কক্ষোপরি।
যাঁর চরণ হয় তরি, ভব পারেরই তারণ॥

যমুনা শিশুরে হেরে, আসিল সে উর্দ্ধকরে।
লইতে তাঁর বক্ষোপরে, আনন্দে উৎফুল্ল মন॥
বসু, বলে যমুনা হে,—বলি আমি করে ধ'রে।
রক্ষা ক'রে আসি শিশুরে, যাই আমি বৃন্দাবন॥

ভৈরব—একতালা।

জীবে কৃপা দেখাবারে, কৃষ্ণ অবতারের অবতারণ।
মথুরায় জন্মাইয়া, আসেন নন্দের ভবন॥
গোচারণে সখাসনে, নিধুবনে গোপীগণে।
রাসলীলায় দেখাইলেন, দেহ তাঁর বাসস্থান॥
রাসলীলা হ'তেছিল, অভিমান উদয় হল।
গোপী, কৃষ্ণ না দেখিল, হলেন তিনি অন্তর্দ্ধান॥
সখীগণ রাধা আর, না দেখে হ'ল কাতর।
প্রাণত্যাগ কর্ত্তে গেল, দিলেন তবে দরশন॥
ভক্তের প্রাণ কাঁদিলে, থাকেন না কখন ভুলে।
লন তারে হৃদে তুলে, আনন্দে ডুবে যায় মন॥
কৃষ্ণরে হৃদয়ে পেয়ে, সর্ব্বস্ব খুলে দিয়ে।
হৃদয়ে ল'য়ে জড়ায়ে, দেখেন করেন আলিঙ্গন॥
সকলেরই হ'ল মনে, আলিঙ্গন মম সনে।
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে, দেয় নারীর সর্ব্বস্ব ধন॥
পরম আত্মা হ'য়ে, অধ্যাস সর্ব্ব দেহে।
আত্মার আত্মন হ'য়ে, চিত্তে বিম্ব হয় পতন।

আজি নন্দালয়ে যাইছে ধেয়ে, গোপ গোপীগণ।
সকলে আনন্দে ভাসে, উৎসবে উন্মত্ত মন॥
আনন্দ দিবার তরে, প্রেম ভক্তি শিখাবারে।
বৈকুণ্ঠ শূন্য ক'রে, বৃন্দাবনে আগমন॥
দেব ঋষি যতিগণ, কর্ত্তে শিশু দরশন।
বিমানে রথে আরোহণ, আসিলেন বৃন্দাবন॥
ব্রজের যতেক নারী, গৃহকর্ম্ম পরিহরি।
রঞ্জিত বসন পরি সূতিকা গৃহে গমন॥
নৃত্য গীত বাদ্য যত, সকলে হয়ে উন্মত্ত।
চলিতেছে অবিরত, নাহিক তার বিরাম॥
বৃন্দাবনে কালশশী, হেরিয়া গগনের শশী।
হৃদয়ে ধরিল আসি, না ছাড়িল কোন দিন॥
শশাঙ্কে কলঙ্ক রয়, সে যে কৃষ্ণের ছায়া হয়।
জীবেরে সদা দেখায়, কৃষ্ণ যে জগত-প্রাণ॥
আবার গগনের শশী, হেরিয়া অকলঙ্ক শশী।
হিংসা হৃদয়ে প্রবেশি, কালিম হ'ল বরণ॥
উৎসবেতে মত্ত হ'য়ে, তৈল হরিদ্রা লয়ে।
পরস্পরে দেয় গায়ে, আনন্দ হয় অসীম॥
জীব গর্ভে দেখাইবারে, আবির্ভাব কারাগারে।
কারামুক্ত জীবে ক'রে, হলেন শেষে অন্তর্দ্ধান॥
রোহিণী নক্ষত্র যোগে, নিশার দ্বিতীয় ভাগে।
কৃষ্ণা অষ্টমীর ভোগে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ॥

কীৰ্ত্তন।

ওগো রোহিণী বলে নন্দরাণী, কি শুনি যাদুমণি গেলেন মথুরায়।
হয়ে শ্যামরায়, পাগ বেঁধে মাথায়, দুঃখিনী মায়ে ভুলায়॥
নন্দে গেল ভুলে, বসুদেব পিতা বলে,
দৈবকীরে মা বলিলে, ভুলে তার মা যশোদায়॥
দশ মাস দশ দিন, গর্ভে করিলাম ধারণ।
করিলাম পালন, যত্ন করে তায়॥
বৃন্দাবনে গোচারণে, যেত কৃষ্ণ সখাসনে।
চেয়ে থাকিতাম পথপানে, নীলমণির আসার আশায়॥
ব্রজে উৎপাত হলে, সবে রক্ষা করিলে।
এখন সকলে ফেলে, গেলেন কৃষ্ণ মথুরায়॥
শুন গো রোহিণী সখি, তুমি আমার দুঃখের দুঃখী।
উড়ে গেল প্রাণপাখী, অকূলে ফেলে আমায়॥
অধৈর্য্য হইল মন, দেহে যে থাকে না প্রাণ।
আমার মন প্রাণ, লয়ে সে যে পালায়॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যাস্‌নে যাস্‌নে সখি যমুনারি কূলে।
অকূলের কাণ্ডারি হরি, দিবেন তোরে অতলে॥
সেখানে যে আছে তরি, নিজে আছেন কর্ণ ধরি।
আরোহিলে সে তরি, লয়ে যান অকূলে॥
আরোহিলে তরি'পরে, লয়ে যায় ভবের পারে।
বন্ধন না থাকে এ সংসারে, যায় সে সাগরেরই কূলে॥

গৃহকর্ম্ম পাশরি, চলে যায় সে তরি'পরি।
দেন তিনি পার করি, মন প্রাণ পাইলে॥
করিয়া নানা চাতুরি, করেন তিনি মনচুরি।
পারের হয় তাহাই কড়ি, করেন না পার না দিলে॥
বাসনা বাতাসেতে, পারবে না তোমায় ডুবাইতে।
পড়বেনা আসক্তি ঘূর্ণিতে, পড়িবে না কভু টলে॥
মনে বাঁধ ভক্তিডোরে, কখন যাবে না ছিঁড়ে।
এড়াইবে এ সংসারে, ভুলিবে না কার ছলে॥
ধর ধর তরি ধর, জড়াও তাহে প্রেমডোর।
অনায়াসে হবে পার, পড়বে না সিন্ধুজলে॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওরে বাঁশী, আর শুনাইও না গান।
শুনিলে তোমারি স্বর, উচাটন হয় প্রাণ॥
তোমারি মধুর স্বর, করে আমায় অস্থির।
যেন শরেরই শর, চঞ্চল করে যে মন॥
শুনিলে তোমারই গান, নাহি থাকে বাহ্যজ্ঞান।
মান আর অপমান, নাহি থাকে আর সরম॥
কলঙ্কিনী বলে ডাকে, ভয় না করিব তাকে।
যদি পাই যে ধরে তোমাকে, চাইনা আর পরিজন॥
ওরে বাঁশী তোরে বলি, যদি বাজায় তোরে বনমালী।
দিব তোতে প্রাণ ঢালি, করিব সদা শ্রবণ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সখি চল চল যাই যমুনারই কূলে।
উদয় হ'ল কাল শশী, কদম্বেরই মূলে॥
বাজায় মোহন বাঁশী, রাধা রাধা রাধা বলে।
বাজে বাঁশী সপ্ত সুরে, তাহে ডেকে আনে শরে।
অধৈর্য্য গোপীরে করে, ফেলে তাদের অকূলে॥
গগনে মলয় পবন, করিছে শর বহন।
করে মন উচাটন, জলাঞ্জলি দেয় কূলে॥
চল সখি শীঘ্র করে, দেখি গিয়ে বংশীধরে।
মোহন মূরতি হেরে, আনন্দে যাইব গলে॥
সঁপিয়ে তাঁয় মন প্রাণ, করিব যে আলিঙ্গন।
বহিবে প্রেম ঘন ঘন, ভাসিয়া যাব সকলে॥
ত্যজিয়ে লজ্জা ভয়, ত্যজিয়ে আপন গেহ।
দিয়ে তাঁয় নিজ দেহ, যাইব তাঁহাতে মিলে॥
শুনে বাঁশরীর গান, ত্যজ মান অভিমান।
তিনি হন পরমাত্মন, মিলিবারে চল চলে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

ওরে মোহন বাঁশী, কেন ডাকিছ এখন।
কি ক'রে যাইবে বল, বল ব্রজগোপীগণ॥
উপরে মেঘ গর্জ্জন, তিমিরাবৃত ভুবন।
ঘন অশনি পতন, ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ॥

বনে হিংস্র জন্তু সবে, ডাকিতেছে ভীষণ রবে।
যারে তাহারা ধরিবে, করিবে তারে ভক্ষণ॥
গৃহ কর্ম্ম পরিহরি, কি করে যাইব হরি।
অসময়ে যেতে নারি, হয় প্রাণ উচাটন॥
কিন্তু শুনি বংশীধ্বনি, কাঁপিয়া উঠে ধমনী।
থাকিতে না পারে প্রাণী, শুনিলে বাঁশীর গান॥
যে বাঁশীর গান শুনে, সে কি বাধা বিঘ্ন মানে।
যায় সে দ্রুত চরণে, তব সনে হতে মিলন॥
যারে কর আকর্ষণ, থাকে না তার অহংজ্ঞান।
পেয়ে তোমায় পরমাত্মন, হ'য়ে যায় তোমায় লীন॥

সুরট—একতালা।

আজি বিপিনে বৃন্দাবনে, ফুটেছে নানাফুল।
মধুলোভে ছুটেছে যত অলিকুল॥
ফুটে ফুল নানা জাতি, মল্লিকা মালতী যাতি।
কি শোভা ধরেছে, প্রকৃতি করিতেছে প্রাণ আকুল॥
বহে মলয় পবন, স্নিগ্ধ করে সংযমীর মন।
বিরহীর পক্ষে আগুন, তার প্রাণ হয় ব্যাকুল॥
যত সব গোপীগণ, করে পুষ্প চয়ন।
গাঁথে মালা মনোরম, দিতে বনমালীর গলে॥
ব্রজনারী ত্বরা করে, গিয়ে অশোক তরু' পরে।
তারে চরণ প্রহারে, ফুটাইতে তার ফুল॥

নব কিশলয় লয়ে, রাখে কেশ সাজাইয়ে।
পত্র ফুল রাখে গায়ে, অলিকুল করে ব্যাকুল॥
গাঁথি মালা বন ফুলে, দেয় শ্যামেরই গলে।
সকলেতে কুতূহলে, করে বসন্তেরি খেল॥
কেহ বা আবির দেয়, কেহ বা পিচকারী লয়।
চন্দনে মিশায়ে তায়, দেয় শ্যামে সবে মিল॥
গিয়ে সব গোপীগণে খেলে হোলি হরি সনে।
প্রমত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে, হয়ে মনেতে প্রফুল্ল॥
ভক্ত প্রধানা, যত গোপাঙ্গনা।
হইয়ে কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণ-প্রেমেতে মাতিল॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

পূর্ণিমারই শশধর, উদিল গগনে।
তুলাপরি এসে শশী, বিস্তারে কিরণে॥
বন আর উপবন, পরে জ্যোৎস্না আভরণ।
পেয়ে মলয় পবন, নাচে আনন্দিত মনে॥
সুধাকরে সুধাক্ষরে, চক্রবাক পান করে।
কোকিল পঞ্চমস্বরে, মুগ্ধ করিতেছে গানে॥
শুনে সখি বংশীধ্বনি, নাচিয়া উঠে ধমনী।
মিলে সব ব্রজরমণি, চল প্রবেশি কাননে॥
পাইয়া সে বংশীধরে, লব আশা পূর্ণ করে।
গান আর নৃত্য করে, কাটাব নিশি জাগরণে॥

লজ্জা ভয় ফেলে দিয়ে, আনন্দে যাব ডুবিয়ে।
রাখিয়া শ্যামে হৃদয়ে, তৃপ্ত হব আলিঙ্গনে॥
চল সখি শীঘ্র চল, শশাঙ্ক উদয় হ'ল।
লইয়া প্রাণবল্লভ, তৃপ্ত করি মন প্রাণ॥

কামোদ—কাওয়ালী।

কি শোভা আজি হয়েছে বৃন্দাবনে, বসন্তেরি আগমনে।
ফুটেছে ফুল নানা জাতি, বনে আর বিপিনে॥
তরুরাজি নব পরিচ্ছদে, আছে অরণ্যেতে সেজে।
কি সুন্দর বনে বিরাজে, মুগ্ধ করে জীবগণে॥
শুষ্ক পত্র ত্যাগ করে, নব পত্র কলেবরে।
আছে আচ্ছাদন করে, ফল ফুলে মোহিত করে মন প্রাণে॥
মকরন্দে পরিপূর্ণ, হয়েছে সব অরণ্য।
ছুটেছে সব মধুপগণ, মত্ত তারা মধু পানে॥
নব নব কিশলয়ে, বৃক্ষ সব রং মাখিয়ে।
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখাইয়ে, বিরাজিছে তারা কাননে॥
ভ্রমর করি ঝঙ্কার, বসিছে কুসুম পর।
করি গুন্ গুন্ স্বর, চুম্বন করে তার বদনে॥
কোকিল পঞ্চম স্বরে, কুহু কুহু রব করে।
বন উপবন ভ'রে, কি মধুর হয় শ্রবণে॥
পাপিয়া সপ্তম তানে, মত্ত করে ব্রজ গোপীগণে।
মাতিয়া রয়েছে গানে, জাগাইতেছে সে মদনে॥

আর যত সব বিহঙ্গমে, পূরায় বন মধুর গানে।
তৃপ্ত হয় মন শ্রবণে, মাতাইয়া মন প্রাণে॥
সরোবরে দেখ নলিনী, হেরে গগনে দিনমণি।
খোলে আপন বদনখানি, সরাইয়া অবগুণ্ঠনে॥
তাহার দেখ আচরণ, আসিলে পরে অলিগণ।
শুনে তার ধ্বনি গুন্ গুন্ করে তারে মধু দান॥
বৃন্দাবনে গোপীগণ, করে সৌন্দর্য্য দরশন।
ধেয়ে যায় প্রমদ বন, খেলিতে শ্যামেরই সনে॥
প্রেমেতে উন্মত্ত হয়ে, লজ্জা ভয় সব ত্যাগ করিয়ে।
হরিপ্রেমে যায় ডুবিয়ে, কেলি করে সবে গোপনে॥.

কালেংড়া—কাওয়ালী।

শরতের আগমনে, কি শোভা আজ বৃন্দাবনে।
পূর্ণ শশী শোভা করে, দেখে সবে গগনে॥
নিজ প্রিয়া তারা লয়ে, স্নিগ্ধ রশ্মি বিস্তারিয়ে।
করে জগত আচ্ছাদিয়ে, শীতল করেন জীবগণে॥
বন আর উপবন, সাজালে দিয়ে কুসুম।
মকরন্দে মত্ত মন, মত্ত অলি মধুপানে॥
কদম্ব কুসুম ফুটে, চারিদিকে গন্ধ ছুটে।
লইবারে মধু লুটে, ধাইছে মধুপগণে॥
কুমুদিনী সরোবরে আমোদিনী নাথে হেরে।
নিশানাথ করে ধরে, তোষেন মধুর সম্ভাষণে॥

গেঁথে বন ফুল মালা, যত সব ব্রজবালা।
সাজাতে প্রাণের কালা, ধেয়ে যায় নিধুবনে॥
রাখাল আর গোপীগণ, ফুলে সাজায় সিংহাসন।
রাধাশ্যাম হলে আসীন, দোল দেয় ঝুলনে॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ছুটিল আনন্দস্রোত, উৎসব আজ বৃন্দাবনে।
ভূষণে ভূষিত হ'য়ে, ধায় সব নিধুবনে॥
বহে মলয় পবন, শুনে কোকিলের কূজন।
গাহিছে ধরে পঞ্চম, পাপিয়া যায় সপ্তমে॥
শশাঙ্ক অঙ্ক ছেড়ে, কিরণ রাশি বিস্তারে।
বৃন্দাবন আলো করে, সুধা দেয় গোপীগণে॥
ফোটে ফুল নানা জাতি, মল্লিকা মালতি যাতি।
তাহা লয়ে হার গাঁথি, দিতে সাজাইয়ে শ্যামে॥
আজ রাসলীলা হবে, আত্মার আত্মনে পাবে।
শ্যামেরে সবে বেষ্টিবে, ভুলাবে তাঁয় নিত্য গানে॥
সব সখি তবে মিলি, দিয়ে তারা করতালি।
ঘেরিয়ে সবে বনমালী, গাহিতেছে মধুর তানে॥
ষোড়শ সহস্র সুরে, গোপীগণ গান করে।
যদি কৃষ্ণ তাহা ভুলে, করে তাদের আলিঙ্গন॥

———

ভীমপলশ্রী—যৎ।

চল চল সখি, হেরিতে শ্যাম নবঘনে।
ঐযে বাজিছে বাঁশী যমুনা পুলিনে ॥
শুনিলে সে বাঁশীর ধ্বনি, থাকৃতে পারে কোন্ রমণী,
সে বাঁশী লয়রে টানি, শ্যাম সন্নিধানে ॥
করিব আজ জলকেলি, আমরা সব সখি মিলি,
খেলিব সকলে হোলি, পিচকারী দিব বদনে ॥
গৃহকর্ম্ম ত্যাজ্য করি, লজ্জা ভয় পরিহরি,
খেলিব লইয়ে হরি, ঝুলাইব ঝুলনে ॥
রসময়ে সঙ্গে লব, রাধায় আনি মিলাইব,
রাস খেলা খেলাইব, রাধাকৃষ্ণ মিলনে ॥
প্রকৃতি আর পুরুষে, হইবে রে একসাথে,
সাধ্য আর সেবকে, এক হবে সংযোজনে ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

মানব চরম লক্ষ্য, আনন্দ সাধন।
কে পায় আনন্দ বল, না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ॥
ছড়াতে আনন্দ রাশি, বৃন্দাবনে উদয় শশী
দেখ না রে কালশশী, কৃষ্ণরূপ ক'রে ধারণ ॥
দেখাইলেন কত লীলা, খেলিলেন কত খেলা।
লয়ে সব ব্রজবালা, সখা সনে গোচারণ ॥

ননী চুরি বসন চুরি, আর নারীর মন চুরি।
করিলে কত চাতুরী, আনন্দ কর্ত্তে বর্দ্ধন॥
হৃদভাণ্ডে শ্রদ্ধা ননী, চুরি করেন নীলমণি।
তাহাতে যশোদা রাণী, কর করেন বন্ধন॥
বাজাইয়ে যে বাঁশরী, নিল নারীর সর্ব্বস্ব হরি।
কুলমান পরিহরি, ব্রজনারী করে গমন॥
নিধুবনে কত রঙ্গে, ব্রজের নারীর সঙ্গে।
ডুবে আনন্দ তরঙ্গে, কেলি করে গোপীগণ॥

খাম্বাজ—একতালা।

বাজিল বাঁশী, চল চল চল সখী,
সংসার বন্ধন, করিতে ছেদন, বাঁশী হয় তীক্ষ্ণ অসি,
ছাড়িয়ে পতির গৃহ, ছাড়িয়ে অনিত্য স্নেহ,
ছাড়িয়ে ঘৃণা লজ্জা ভয়, চল যথা আছেন কালশশী॥
সে যে নয় বংশী ধ্বনি, সে যে হয় ঐশ্বরিক বাণী।
সে ধ্বনি শোনে যে রমণী, যায় মায়া পাশ খসি'॥
যে শোনে ধ্বনি অন্তরে, মায়া মোহ যায় দূরে।
কি করিবে আর সংসারে, যার হৃদে থাকে প্রবেশি'॥
ত্যজিয়ে অহংজ্ঞান, যে করে তাঁরে আলিঙ্গন।
থাকে না আর বাহ্য জ্ঞান, ঐহিক সুখে না হয় প্রয়াসী॥
তিনি যে আত্মারই আত্মন, হন পরম আত্মন।
দিয়ে তাঁরে মন প্রাণ, যাও তাঁহাতে মিশি॥

মিশ্র পিলু—খেমটা।

আহা মরি কি শোভা, ধরেছে বৃন্দাবন।
ফল ফুলে হাসিতেছে, বন আর উপবন॥
ভানু অস্তগত হেরি, যত সব ব্রজনারী।
থাকে বেশভূষা করি, সবে প্রফুল্ল বদন॥
গগনেতে পূর্ণশশী, আসিলেন হাসি হাসি।
ব্রজবালা কালশশী, হেরিতে উল্লাস মন॥
বহিল মলয়ানিল, ফুটেছে সুগন্ধি ফুল।
ছুটিল মধুপকুল, দেখ না সন্ধ্যা আগমন॥
বসন্তের আগমনে, গায় কোকিল পঞ্চমে।
পাপিয়া ধরে সপ্তমে, মোহিত হয় গোপীগণ॥
সংসার পরিহরি, লজ্জা ভয় দিল ছাড়ি।
হেরিতে প্রাণের হরি, প্রবেশিল নিধুবন॥
বাঁশরী বাজিল বনে, কাঁপাইয়া বৃন্দাবনে।
রাধায় লয়ে সখিগণে, প্রবেশিল সবে কানন॥
সখিগণে শ্যামে ঘেরিল, রাসলীলা আরম্ভিল।
নৃত্যগীত যে চলিল, ভাসিল সব গোপীগণ॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

ওহে রসরাজ, রসে জগৎ মাতাইলে!
বৃন্দাবনে রাসলীলায়, রস কেলি দেখাইলে॥
করিলে সে রসাস্বাদন, নাহি থাকে বাহ্যজ্ঞান।
না রহে তার অহংজ্ঞান, জগৎ সে যায় যে ভুলে॥

বৃন্দাবনে গোপীগণ, শুনিয়ে বাঁশরীর গান।
ত্যজে পতি সুতগণ, অরণ্যেতে প্রবেশিলে ॥
লজ্জা ভয় পরিহরি, গৃহকর্ম্ম সব পাশরি।
শুনিয়ে তব বাঁশরী, জলাঞ্জলি দেয় কুলে ॥
মায়া মোহ ছেদ করিয়ে, তোমারে রাখে হৃদে ভরিয়ে।
তোমারে হৃদয় দিয়ে, দহিল বিরহানলে ॥
তুমি হলে অন্তর্দ্ধান, ত্যজিতে যায় তারা প্রাণ।
তারা কেবল রাখিল প্রাণ, তোমারে দেখিবে বলে ॥
সে রস সুধারি সম, অমর হয় করিলে পান।
গলে যায় মন প্রাণ, মন প্রাণ ভাসে আনন্দ সলিলে ॥

বেহাগ—একতালা।

হরি খেলব তোমারই সনে।
আজ যমুনা পুলিনে, দেখিবে সব বৃন্দাবনবাসিগণে ॥
তোমারই খেলা এ জগত, জীবে রাখ খেলায় মত্ত,
নাহি দাও তব তত্ত্ব, না পারে লভিতে জ্ঞানে ॥
সে খেলা কে বুঝিতে পারে, যে পারে সে নাহি ফিরে,
সে খেলা হয় এসংসারে, জানে না খেলা কি বিধানে ॥
আমরা যে হই প্রেম-ভিখারী, তুমি দিলেই তবে পারি,
জানিনে অবোধ নারী, খেলা হয় কি সাধনে ॥
যদি খেলায় হেরে যাই, আমাদের তো লাজ নাই,
যদি তোমার প্রেম পাই, অমর হব সুধাপানে ॥

যমুনার জলে যাব, নয়নজলে তোমায় ভাসাব,
আবির তোমার গায়ে দিব, লাল হবে নীল বরণে ॥
পিচকারী ভরিয়া জলে, দিব তোমার চরণতলে,
সকলে যাইব জলে, প্রবৃত্ত হব সন্তরণে ॥
তোমার প্রেম পেয়ে যাব, প্রেমেতে সবে ডুবিব,
প্রেমের খেলা দেখাইব, হরি হে তোমারই সনে ॥
আমরা সব সখি মিলি, ঘুরব দিয়ে করতালি,
অহংজ্ঞান দিয়ে বলি, ডুবিব তোমারই প্রেমে ॥

রামকেলী—সুরফাঁকতাল।

আজি কি শোভা ধ'রেছে বৃন্দাবন।
রসরাজ করেন রাস, ল'য়ে গোপীগণ ॥
যত সব সখি মিলে, গাঁথি মালা বনফুলে,
দিয়ে বনমালীর গলে, হ'য়ে সব হৃষ্ট মন ॥
রাধারে প্রধানা ক'রে, দিয়ে শ্যামের বামে ধ'রে,
সখি সব কর ধ'রে, করিছে বেষ্টন ॥
শিখি নৃত্য করিতেছে, কোকিল গান গাহিতেছে,
ভ্রমর ঝঙ্কার করিছে, বহিতেছে মলয় পবন ॥
যুগল মূরতি দেখি, সকলে হইব সুখী,
অন্তরে তাঁহে নিরখি, আনন্দে ভাসিবে মন ॥

ভৈরবী—সুরফাঁকতাল

চল চল আজি, কাননে, হেরিব নয়নে।
ক্ষণপ্রভা স্থিরপ্রভা, হ'য়ে রহে নবঘনে॥
যুগল মূরতি হেরি, নয়ন সার্থক করি।
পরিজনে পরিহরি, সুখী হব সম্মিলনে॥
পবন যে দেখিবারে, আসিতেছে ধীরে ধীরে।
মকরন্দ বহন ক'রে, শীতল করিছে প্রাণে॥
চন্দ্রমা দেখ আকাশে, আপন আস্য প্রকাশে।
দেখিবার প্রয়াসে, প্রবৃত্ত হন আগমনে॥
আর সব তারাগণ, গগনেতে অগণন।
করিবারে দরশন, খুলিতেছে যে নয়নে॥
যত সব পাদপকুল, করে লয়ে ফল ফুল।
আসিছে হ'য়ে ব্যাকুল, বন্দিতে তাঁর চরণে॥
কাননেরই বিহঙ্গম, করিছে মধুর গান।
ধ'রে নিজ নিজ তান, মুগ্ধ করে জীবগণে॥
দলে দলে মৃগকুল, হইয়া আসে ব্যাকুল।
হেরিয়ে সে যুগল, আনন্দিত হয় মনে॥
স্বর্গে যত দেবগণ, লয়ে ফুল অগণন।
করিতেছে বরিষণ, ঢালিছে যুগ্ম চরণে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, আসেন বাহনোপরে।
প্রকৃতি পুরুষাকারে, হেরিতে পরমাত্মনে॥
চল সখি শীঘ্র করি, আমরা যুগল হেরি।
এ সংসার পরিহরি, মিশিব গিয়ে আত্মারামে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

চল চল সখি, যাই লয়ে শ্যামে।
করিব রাসকেলি, আজ নিধুবনে॥
আমরা সব সখি মিলি, দিব শ্যামে পুষ্পাঞ্জলি
সাজাব সে বনমালি, নানা বিচিত্র কুসুমে॥
বহে মলয় পবন, বিধু বিস্তারে কিরণ।
গান করে বিহঙ্গম, উল্লাসিত করিবে মনে॥
মঞ্চে শ্যামে বসাইব. সকলে ঘেরিয়া রব।
মণ্ডলাকার করিব, নাচিব সব সখিগণে॥
শ্যামে আলিঙ্গন ক'রে, পিব মধু ওষ্ঠাধরে।
ধরিয়া তাঁহারে করে, গাহিব সুমধুর তানে॥
শ্যাম করিবেন বংশীধ্বনি, আমরা ব্রজরমণী।
ধরিয়ে নানা রাগিণী, মাতাইব সবে গানে॥
শ্যাম যে পরমাত্মন, আত্মার হন আত্মন।
দিয়ে তাঁরে মন প্রাণ, হৃদে রাখিব যতনে॥
হৃদয়ে সদা দেখিব, বিরহ আর না সহিব।
সারূপ্য মুক্তি পাইব, সুখী হব চির মিলনে॥

বসন্ত—কাওয়ালী।

সঘনে গগনে—গরজে নবঘনে।
ঘোর তিমির, ঘেরিল বৃন্দাবনে॥

এসময় ভরিল নিধুবন, বাঁশরীর গানে,
সেই গানে হারাইল জ্ঞান যত গোপীগণে ॥
বলে মনে অতি ভয় হয়; কি ক'রে যাব তথায়,
আবার যে প্রাণ যায়, না হেরে শ্যাম নবঘনে ॥
শ্যামল তমাল বৃক্ষগণে, দুলাইছে মলয়পবনে,
বাড়াইছে বিরহ আগুনে, পুড়াইছে গোপীর মনে ॥
চল চল, চল, সখি, গিয়ে শ্যাম ধনে দেখি,
হইব মনেতে সুখী, ক'রে শ্যাম দরশনে ॥
যে যায় শ্যামেরই কাছে, তার কি বিপদ আছে।
আমাদের ভয় বৃথা হয়েছে, হরি রক্ষা করিবেন প্রাণে ॥
চল সবে যাই ধেয়ে, নিধুবনে শ্যামে পেয়ে,
তাঁর প্রেমে মগ্ন হ'য়ে করিব বিচরণ বনে ॥

রাগিণী বেহাগ—একতালা।

সখি রে আর চলে না চরণ।
কি করে করিব বল, শ্যাম অন্বেষণ ॥
প্রাণ, সখি, যারে চায়, আঁখি না দেখিতে পায়।
কি করি বল উপায়, বাঁচে না যে আর প্রাণ ॥
বংশীধ্বনি শুনে কর্ণে, আসিয়াছি এ অরণ্যে।
ভাবি না কি বলে অন্যে, লজ্জা করি বিসর্জ্জন ॥
এই যে সখি শ্যাম ছিল, কোথা শ্যাম লুকাইল।
জিজ্ঞাসিলে পাদপকুল, দেয় না কোন সন্ধান ॥

গগনে শশীর আলো তাহে যে না দেখি ভাল।
কোথা গেল আমার কাল, ব্যাকুলিত হ'ল প্রাণ ॥
হয়েছি সই সর্ব্বত্যাগী, শ্যামেরই লাগি বিরাগী।
গৃহ পরিজন ত্যাগী, করিতে শ্যামে দরশন ॥
পেয়েও সখি হারাইলাম, না জানি কি করিলাম।
বুঝিতে না পারিলাম, কেন করিলেন বর্জ্জন ॥
কুশাঙ্কুর বাজে চরণে, অশক্ত হই চলনে।
কিন্তু প্রাণ নাহি শুনে, করে শ্যাম অন্বেষণ ॥
দেখিতে তায় নাহি পেয়ে, ফেলিব প্রাণ ত্যজিয়ে।
দেগো সখি দেখাইয়ে, কোথায় নয়ন রঞ্জন ॥
মনে ছিল অভিমান, শ্যাম যে মম অধীন।
তাই বুঝি বিসর্জ্জন, করিলেন আমায় এখন ॥
বুঝেছি এখন মনে, পাওয়া যায় না অভিমানে।
তম যে থাকিলে মনে, দেখা দেন না যে কখন ॥
এখন হইল জ্ঞান, রাখব না আর অভিমান।
করিয়া তাঁর সাধন, লভিব তাঁর দরশন ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

সখি রে বাঁচিল যে প্রাণ।
পেয়েছি করেছি আমি শ্যাম দরশন ॥
উচাটিত ছিল মন, না পেয়ে শ্যাম দরশন।
শীতল হ'ল এখন, ক'রে শ্যামে আলিঙ্গন ॥

শ্যাম আমার, প্রাণ, সখি, হৃদয়েতে সদা রাখি।
সব অন্ধকার দেখি, হ'লে শ্যাম অন্তর্দ্ধান॥
স্বপনে কি জাগরণে, শ্যামে দেখি যে নয়নে।
না হেরিলে মরি প্রাণে, কাতর হয় পরাণ॥
সুধাংশু করি দরশন, চক্রবাকী উঠে গগন।
করিবারে সুধাপান, হয় যে সে উড্ডীন॥
তেমতি আমারই মন, অধর-সুধা করতে পান।
যায় শ্যাম সন্নিধান, করিতে তৃষ্ণা নিবারণ॥
চল সখি সবে মিলি, লয়ে যাই বনমালি।
দিয়ে লজ্জা জলাঞ্জলি, রাস করি উদ্‌যাপন॥
আনন্দ উৎসব হবে, আনন্দে ভাসিয়া যাবে।
আনন্দে মন নাচিবে, ক'রে তাঁয় আলিঙ্গন॥
আত্মার হন আত্মন তিনি যে পরমাত্মন।
হইলে তাঁয় মিলন, হব না আর কভু ভিন্ন॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

ওহে হরি করে চাতুরী, হরি নিলে গোপীগণ মন,
একি রীতি তোমার গতি, হলে তুমি অদর্শন॥
নিশীথ সময়ে, ভুলাইয়ে গোপীগণে,
এনে তাদের গহন বনে তুমি হলে অন্তর্ধান॥
তোমায় না হেরিয়ে, পাগলিনী হোয়ে,
বনে বেড়ায় ফিরিয়ে, করিয়ে সন্ধান॥

না হেরিয়ে নয়নে, হারাইয়ে বাহ্য জ্ঞানে,
জিজ্ঞাসে পাদপগণে, কোথায় পাবে তব দরশন॥
আরও সব হরিণীগণে, জিজ্ঞাসে কাতর প্রাণে
প্রবৃত্ত করিতে সন্ধানে, যথা কৃষ্ণ করেছেন গমন॥
রাধারে আদর করিলে, স্কন্ধে তাঁহারে বহিলে,
অহঙ্কার তাঁর দেখিলে, ফেলে করিলে পলায়ন॥
যখন সব গোপীগণ, ত্যজিবারে যায় প্রাণ,
না পেয়ে তব সন্ধান, তবে দিলে দরশন॥
যমুনা পুলিনে গিয়ে, রাসলীলা করিয়ে,
তাদের মনে উদয় হয়ে, রক্ষা করিলে জীবন॥
ভক্তে সঁপে মন প্রাণ, তোমারে করে অর্পণ,
থাকে না তার অহংজ্ঞান, তবে তারে দাও দরশন॥
রাখিলে মনে অভিমান, থাকিলে তার সংসার জ্ঞান,
যদি তার রহে অজ্ঞান, পায় না সে তব দরশন॥

শঙ্করা—ঢিমা।

ওহে হরি তুমি জান কত চাতুরি, ভুলাইতে ব্রজনারী।
রাইয়ে বসাইয়ে সিংহাসনে, আপনি হইলে প্রহরী॥
করেতে দণ্ড ধোরে, আছ দাঁড়ায়ে দ্বারে।
দেখাইছ এ সংসারে, তুমি হও দণ্ডধারী॥
কাল শ্যাম কোথা ছিলে, রাধার কুঞ্জে না আসিলে।
রাধারে না বলে গেলে, কোথায় বঞ্চিলে শর্ব্বরী॥

ভালেতে সিন্দূর দেখি, রক্তিম হয়েছে আঁখি।
বল ? দেখি কোন্ সখি, এলে তারে সুখী করি ॥
বদনে দশন চিহ্ন, না হোয়েছে তোমার ঘুম।
ঢুলিতে ঢুলিতে আগমন, রাধার কুঞ্জে এখন হেরি ॥
রাই সাজায়ে বাসর, দেখা না পেলে তোমার।
মালা তার শুকাইল, ছিন্ন ভিন্ন হ'ল কবরী ॥
তাই রাধা করিল মান, সাধিলে ধরি চরণ।
হ'ল মান অবসান, মান ত্যজিল প্যারী ॥
এবে তারে ভুলালে, তারে রাজা সাজাইলে।
আপনি কোটাল হইলে, রইলে তার দ্বার ধরি ॥
তোমার ছলনা হরি, আমরা কি বুঝিতে পারি।
আমরা সরলা নারী, তুমি করিলে চাতুরী ॥
তোমারি ছলেতে জীব, রয়েছে হইয়ে মুগ্ধ।
না হয় সে কভু প্রবুদ্ধ, যদি না কর তুমি কৃপা করি ॥

বেহাগ—একতালা।

ওগো সজনী বুঝি পোহাল রজনী।
কই আসিলেন শ্যাম গুণমণি ॥
প্রভাত সমীরণ, বহিতেছে ঘন ঘন।
ছড়ায়ে দেয় আগুন, বুঝি বধিতে বিরহিণী ॥
দেখ না ঐ পিকবর, বসিয়াছে শাখি'পর।
গাহিছে পঞ্চম স্বর, বধিবারে রমণী ॥

দেখ না কি হইল, কুসুমহার শুক হইল।
কবরী খুলিয়া গেল, পোহাইল যে যামিনী ॥
কুসুমের যে শয্যা ছিল, তাহা গন্ধহীন হ'ল।
কেমনে প্রাণ বাঁচে বল, বিনে সে ফণীর মণি ॥
চন্দনে চর্চ্চিত স্তন, দেখি তাহা ফুল বাণ।
হানিছে সে শরাসন, বধিতে বুঝি কামিনী ॥
নয়নে অঞ্জন ছিল, বারি সহ তা গলিল।
বারিধারা তায় রহিল, কাঁদিয়া গেল রজনী ॥
বিরহে না বাঁচে প্রাণ, কি করি বল এখন।
অধৈর্য্য হইল মন, বদনে না সরে বাণী ॥
এখন আমায় রক্ষা কর, আন সেই নটবর।
রেখে তায় হৃদি'পর, শান্ত করি পরাণী ॥

খাম্বাজ—একতালা।

এসময় রসময়, কোথা হইলে গোপন।
না হেরে তোমারে নয়নে, শূন্য হেরি ত্রিভুবন ॥
একাকিনী আমি রমণী, শুনিয়া বংশীর ধ্বনি।
না দেখে ঘোরা রজনী, প্রবেশি গহন বন ॥
হ'লে তুমি অন্তর্দ্ধান করি কত অন্বেষণ।
না পেয়ে তব সন্ধান, অধীর হইল মন ॥
ছিল বড় অভিমান, রাধা যে কৃষ্ণের প্রাণ।
জীবনে যেমন মীন, ছিন্ন হ'লে হারায় প্রাণ ॥

এখন যে হইল জ্ঞান, ভ্রম ছিল অনুমান।
তুমি যে জগত প্রাণ, হও আত্মার আত্মন॥
তবু না বুঝিল মন, ভাবে কৃষ্ণ রাধার ধন।
শ্যাম রাধিকারমণ, জানে হে জগত জন॥
এখন নাথ দেখা দিয়ে, রাখ রাধায় বাঁচাইয়ে।
হেরি বটে কৃষ্ণ হৃদয়ে, তুষ্ট নহে তাহে মন॥
এত যে ভালবাসিতে, রাধা নামে বাঁশী বাজাতে।
পারবে কি তারে ভুলিতে, কি ক'রে বুঝাবে মন॥

ভৈরব—ঢিমা।

কি শোভা হ'য়েছে বিপিনে দেখ নিধুবনে।
হরি খেলিবেন হোলি ব্রজবাসী গোপী সনে॥
বসন্তেরি আগমনে, বহে মলয় পবনে,
উল্লাসিত মনে ধায়, প্রমোদ কাননে॥
বনেতে পাদপরাজী, রয়েছে ফুলেতে সাজি,
মধুপ আশে ঝঙ্কারি মত্ত হয় মধুপানে॥
কুঙ্কুম আবির করে, ল'য়ে যায় সব সখি ধেয়ে,
দিয়ে শ্যামেরি পায়ে, নাচে আনন্দিত মনে॥
সবে ধ'রে পিচকারী, দেয় বারি তার উপরি,
লালে লাল হয় হরি, করতালি পড়ে সঘনে॥
পাদপে মঞ্চ বাঁধিয়ে, কুসুমে রাধারে সাজাইয়ে,
শ্যামের বামে বসাইয়ে দোল দেয় ঝুলনে॥

পুরুষ প্রকৃতি মিলে, হেরি মূর্ত্তিযুগলে,
ভাসে আনন্দ সলিলে, যতসব গোপীগণে ॥

ভৈরবী—ধামার।

ওহে হরি আর কর না চাতুরী, আমরা ব্রজের অবলা নারী,
আমাদের হৃদয় মাঝারে, কেবল কৃষ্ণ হেরি ॥
আমরা গোপললনা, কর না বঞ্চনা,
তোমা বই আমরা কিছু জানি না, লয়েছ আমাদের মন হরি ॥
আমরা শয়নে স্বপনে হরি, জাগরণে তোমায় হেরি।
লয়েছ আমাদের মন হরি, এখন কি লবে গোপীর প্রাণ হরি ॥
সংসার পরিহরি, পরিজনেরে পাসরি,
ভ'জ্‌ছি তোমারে হরি, কর না ঘৃণা বলে নারী ॥
বক্ষেতে যে দুই গিরি ধরি, নয়নে যে কটাক্ষ করি,
তাওত তোমারে হেরি, সকলইত হয় তোমারি ॥
বক্ষেতে দাও চরণ, রাখি করি বন্ধন,
করে তোমায় আলিঙ্গন, জীবন সার্থক করি ॥
হেরিতে হেরিতে নয়ন, যদি পারি ত্যজিতে জীবন,
তা হ'লে হবে না আর জনম, লবে গোপীরে উদ্ধারি ॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, যা দেখিয়ে মৃত্যু হয়,
তাহাতে সে মিশে যায়, আমরা হয়ে যাইব হরি ॥
তুমি যে পরমাত্মন, জীবেরই হও জীবন,
হও যে পুরুষ প্রধান, লও হে আমাদের পাপ হরি ॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

সখি কেন তোরা বলিস্ গো শ্যামেরে ভুলিতে মনে।
তাঁহারি নয়ন দুটী জাগিছে সদা মনে প্রাণে॥
শিরেতে মোহন চূড়া, অঙ্গে শোভে ধড়াপরা।
পায়েতে নূপুর পরা, বাজিছে মম শ্রবণে॥
বাজায়ে মোহন বাঁশরী, ডাকে কোথায় রাই কিশোরী।
আমি যে উঠি শিহরি, অস্থির হই গো প্রাণে॥
তাঁহারি বিধু বদন, হেরিবারে মম নয়ন।
হয় সদা ধাবমান, চক্রবাক যথা বিধু দরশনে॥
ত্রিভঙ্গ সুঠাম, কিবা রূপ নিরুপম।
দেখে যে আমার মন, স্বপনে কি জাগরণে॥
তাঁহার বদন দ্যুতি হৃদয়ে হইছে ভাতি।
ইচ্ছা হয় সদা দেখি, কিবা রাত্রি কিবা দিনে॥
শ্যামে গাঁথি গলার হারে, ঝুলাইব হৃদ মাঝারে।
সদা হেরিয়ে অন্তরে, শান্তি ল'ব মন প্রাণে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

শ্যাম এ নাম পেলে হে কোথায়।
বল বল কৃষ্ণ বল, কে দিলে তোমায়॥
যে করে মন আকর্ষণ, তাঁরে দেয় শ্যাম নাম।
আকর্ষিলে গোপী মন, তাই বুঝি নাম দেয়॥

যেমন নাম, তেমন কর্ম্ম, নিলে বৃন্দাবনবাসীর মন।
হরিবে তাদের প্রাণ, গিয়ে বুঝি মথুরায় ॥
ব্রজ-জীবন ধর নাম, ব্রজের সর্ব্বস্ব ধন।
হ'লে তুমি অন্তর্দ্ধান, ব্রজের কি প্রাণ রয় ॥
শ্যাম নাম ছেড়ে দিয়ে, দাও তাদের মন ফিরায়ে।
যেওনা শ্যাম পলাইয়ে, রাখিয়ে হে রাধায় ॥

বাহার—একতালা।

শশী অস্ত হেরে, ব্যস্ত যত ব্রজ গোপীগণ।
বৃন্দাবন চন্দ্রে ছাড়ি, করিতে হবে গমন ॥
লীলা শেষ না হইল, কি করে ফিরি এখন।
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পেয়ে সবে এসেছিল ধেয়ে।
উৎসবে মত্ত হ'য়ে, করে রজনী যাপন ॥
ভুলে ছিল নিজ গেহ, আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ সহ।
বিধি বাদী হ'ল তায়, প্রভাত হ'ল এখন ॥
কেহ বলে ওরে সখি, একি দুর্দ্দৈব দেখি।
অসময়ে ডাকে পাখি, শশী অস্তাচলে গমন ॥
ল'য়ে মোরা কাল শশী, থাকিব আনন্দে ভাসি ॥
হবনাক গৃহবাসী, ছেড়ে আত্মার আত্মন।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কে বাঁধিবে তাঁরে, যিনি আছেন বিশ্ব ধ'রে।
দিতেছেন সকলে শক্তি, থেকে জীবের অভ্যন্তরে॥
ভক্ত কেবল ভক্তি জোরে, ডাকিলে তাঁরে কাতরে।
বাঁধতে তবে দেন তাঁরে, বদ্ধ রহেন তার অন্তরে॥
যদি লয়ে প্রেম ডোর, বাঁধে চরণ তাঁর।
খোলেন না প্রসারি কর, দেন রাখতে তাঁরে ধরে॥
কি রজ্জু আছে জগতে, পারে তাঁহারে বাঁধিতে।
দেখ না যাঁর শক্তিতে, চন্দ্র সূর্য্য তারা ঘোরে॥
জড়েতে কি বাঁধা যায়, যিনি হন জ্ঞানময়।
হ'লে পরে জ্ঞানোদয়, বাঁধ চিত্ত লয় করে॥
ভারতে আছে বর্ণন, বাঁধতে গেল দুর্য্যোধন।
হেরি তাঁর বল বিক্রম, সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়ে॥
বৃন্দাবনে গোপীগণ, বেঁধেছিল দিয়ে প্রেম।
রজ্জুতে কর্ত্তে বন্ধন, মা যশোদা নাহি পারে॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

বিচ্ছেদ হবে ব'লে কি শ্যাম প্রেম ত্যজিব,
দুঃখে সুখ মনে করি, তবু তারে ভজিব॥
যদি ক'রে অভিমান, নাহি করে আলাপন।
তবু তার বিধু বদন, বিরলেতে হেরিব॥

শয়নে কি স্বপনে, কিংবা সখি জাগরণে।
হেরি শ্যামেরে নয়নে, কি ক'রে তাঁহারে ভুলিব ॥
শ্যাম নাম জপ করি, সতত হৃদয়ে ধরি,
তাঁহারে পরিহরি, জীবন্ত কি ক'রে রব ॥
শ্যাম আমার হৃদয়ের ধন, তিনি হন আমার মন প্রাণ!
তিনি হন আমার পরমাত্মন, কি ক'রে তাঁরে পাশরিব ॥
তাঁর সহ হ'ল মিলন, জীবাত্মা আর পরমাত্মন ॥
হবে একত্র সম্মিলন, এক হইবে সব।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বাঁশী বাজ্‌রে বাজ্‌রে।
রাধা নামে সাধা বাঁশী, রাধা রাধা বোলে ডাক্‌রে ডাক্‌রে ॥
শুনিলে সে বাঁশীর গান, নাহি থাকে বাহ্যজ্ঞান।
ত্যজে গৃহ পরিজন, হেরিতে ধায় সে বংশীধরে ॥
সে বাঁশী হইয়ে অসি, ছিন্ন করে মোহ ফাঁসি।
সে সুর হৃদে প্রবেশি, নাশে তমঃ অন্ধকারে ॥
শুনিলে সে মধুর স্বর, অহংজ্ঞান হয় দূর।
না থাকে মনের আঁধার, আনন্দে উন্মত্ত করে ॥
সে সুরে ভক্তির বেগে, আতিশয্য অনুরাগে।
গৃহ কর্ম্ম সর্ব্বত্যাগে, ধরে গিয়ে বাঁশরীরে ॥
সে ধ্বনি যে দৈববাণী, যে ধনী শুনে সে ধ্বনি।
থাকিতে পারে কিসে রমণী, না হেরে সে জলধরে ॥

নাহি থাকে লজ্জা ভয়, নাহি থাকে মায়া মোহ।
পরম পুরুষ সহ, গিয়ে আলিঙ্গন করে॥

গৌরী—একতালা।

কেন রাই, ডুবিলে, এ দুর্জ্জয় অভিমানে,
বিধুরে ঢেকেছে, দেখি বুঝি বসনে।
চকোর সুধা কারণে, উঠে সে যে গগনে,
সুধা না পেলে বর্ষণে, সে বাঁচিবে কেমনে॥
সুধা পাইবার আশ্বাসে, এসেছে তোমারি পাশে,
বসন খুলি মৃদু হেসে, রাখ তারে সুধাদানে॥
করে সে তোমায় সাধনা, কতই করিতেছে উপাসনা,
তুমি না পূরাও তার বাসনা, সন্তোষ না কর বচনে॥
সে তোমার করে ধ'রে, বলে যে মিনতি করে,
রাই আমায় ক্ষমা করে, দিওনা যাতনা প্রাণে॥
শ্যামের মিনতি বচন, তুমি না করিলে শ্রবণ,
ধরিল তব চরণ না ভাবিয়া অপমানে॥
তাতেও না ত্যজিলে মানে, তখন সব সখীগণে,
বাধ্য করি নন্দনন্দনে, তুষ্ট করে দাসখত দানে॥
মানময়ী মান ত্যজ, শ্রীকৃষ্ণরে এখন ভজ,
না হলে ছাড়িয়া যাবেন ব্রজ, কি হবে তখন তোমার মানে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কে হে তুমি বিদেশিনী, কোথা হ'তে আগমন।
আসিয়ে রাধার কুঞ্জে, আছ হে আসীন॥
ধরিয়ে করেতে বীণে, মাতাইছ জগজনে।
মত্ত কর গোপীগণে, ধরিয়ে মধুর তান॥
বংশীর মধুর তান, বীণাতে করিছ গান।
তায় ব্রজ গোপীগণ, ডুবাইছে প্রাণ মন॥
বীণায় রাগ আলাপে, পড়িছে তারা প্রলাপে।
যেন মদনেরই চাপে, হয়েছে তারা সন্ধান॥
দিতেছে তাহে ঝঙ্কার, বেজে উঠে দেহের তার।
তাহে করিতেছে অস্থির, প্রাণ মন উচাটন॥
কর রাধায় আলিঙ্গন, শান্তি পাক তারই মন।
সে যে হয় কৃষ্ণ প্রাণ, সহে না কৃষ্ণ অদর্শন॥
বিদেশিনী শুন শুন, রাধা করেছিল মান।
কৃষ্ণে করিলে অপমান, হলেন তিনি অন্তর্দ্ধান॥
এখন বিরহ-আগুন, রাধায় করিছে দহন।
না হ'লে কৃষ্ণে মিলন, নিশ্চয় যাইবে প্রাণ॥
রাধায় বল বুঝাইয়ে, দিবে কৃষ্ণে আনিয়ে।
না ক্যালে প্রাণ ত্যজিয়ে, হবে কৃষ্ণের মিলন॥

পরজ বাহার—একতালা।

ওহে জটিলে এসেছি, তব ভবন।
যমুনা পুলিন হ'তে, হয়েছে আগমন॥

তোমাদের দেখিবার তরে, আর তোমাদের রাধারে।
মাতাইব একেবারে, বীণাতে করিয়া গান ॥
সাধ্য সাধকে প্রণয়, কখন তা না যায়।
উভয়ে মিলন হয়, হ'য়ে যায় এক প্রাণ ॥
শুনেছি রাধারই গুণ, কৃষ্ণে নাকি দেছে প্রাণ।
আহা মরি মরি কি সরম, বৃন্দাবনে করি শ্রবণ ॥
ফিরাইতে তারই মন, বীণাতে করিব গান।
হইবে তাঁর চেতন, যাবে না আর নিধুবন ॥
দিয়ে রাধায় উপদেশ, ঘুচাব কৃষ্ণে সহবাস।
নিধুবনে কর্‌বে না প্রবেশ, কৃষ্ণে করিবে বর্জ্জন ॥
ত্যজে রাধা লজ্জা ভয়, মিলে গিয়ে কৃষ্ণ সহ।
শুনে বাঁশী বনে ধায়, থাকে না তার অহংজ্ঞান ॥
নিজ পতির গৃহ ছেড়ে, যমুনায় গিয়ে পড়ে।
কৃষ্ণ সনে কেলি করে, শুনে না কার বারণ ॥
আমি তারে বুঝাইয়ে, (ওগো) কুটিলে দিব ফিরাইয়ে ॥
যাবে না গৃহ ছাড়িয়ে, ক'রবে না কৃষ্ণের অনুসরণ ॥

মিশ্র ললিত—একতালা।

ওহে তাপসিনী বিদেশিনী শুন হে বচন।
থাকিয়ে এ ভবনে, ফিরাও হে রাধারই মন ॥
কিশোরী বাঁশরী শুনে, ধায় যমুনা পুলিনে।
কৃষ্ণেরে হেরি নয়নে, শান্ত করে নিজ মন ॥

উন্মাদিনী হয়ে স্মরে যায় করিতে শ্যাম দরশন।
অহংজ্ঞান নাহি থাকে, সর্ব্বত্র শ্যামেরে দ্যাখে।
তাঁহারে হৃদয়ে রেখে, করে জীবন যাপন॥
আপনারে ভুলে যায়, অঙ্গে অঙ্গ মিশায়।
খুঁজে না পাইবে তায়, হয়ে যুগল মিলন॥
জাগরণ কি স্বপন, করে শ্যাম দরশন।
সদা থাকে অন্যমন, সদা করে শ্যাম চিন্তন॥
যদি তুমি বুঝাইয়ে, আনিতে পার ফিরাইয়ে।
রাখিবে আমায় বাঁধিয়ে, সেবিব তব চরণ॥
শুন রাই মন দিয়ে, রাখ বিদেশিনীরে ল'য়ে।
যাও নিজ গেহে, নিজ পাশে করাবে শয়ন॥
তাপসিনীর কথা শুন, কর কার্য্য বলে যেমন
ক'রনা তাহে অমান্য, তাহাতে পাইবে জ্ঞান।

হাম্বীর—কাওয়ালী।

ওগো রাই, এই ভিক্ষা চাই, কর প্রেম দান।
প্রশান্ত হৃদয় হ'লে, উঠে তব প্রেম॥
প্রেমেতে জগত মাতে, জীবে আনে একত্রেতে।
ভেদাভেদ রহিতে এক ক'রে সর্ব্ব প্রাণ॥
প্রেমে সব ভুলে যায়, অহংজ্ঞান হয় লয়।
সবে দেখে আপনায়, অন্যে স্বরূপ আপন॥

প্রেমাস্পদে না হেরিলে, বিরহেতে যায় গলে।
তাঁহারে হৃদয়ে পেলে, পায় সে যে স্বর্গধামে॥
প্রেমে আছে মহাশক্তি, প্রেম উদয়, হতে ভক্তি।
প্রেমেতে জীবের মুক্তি, যদি হয় সর্ব্বজনীন॥
প্রেম-স্রোতে ঝাঁপ দিবে, প্রেম-সাগর তলে যাবে।
সেথানে সহজে পাবে, জ্ঞান অমূল্য রতন॥
ভক্তি প্রেম হলে পরে, হৃদয়ে পাবে আমারে।
উভয়ে একত্র করে, হবে অপূর্ব্ব মিলন॥
কাম গন্ধ থাক্‌বে না, থাক্‌বে না কোন কামনা।
করিবে না যেন প্রার্থনা, বাসনা দিবে না স্থান॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

আমি কি ভুলিতে পারি, রাধা বিনোদিনী।
অন্তরে জাগিছে, মোর দিবস রজনী॥
রাধা হন আদ্যাশক্তি, হন বিশ্বেরই প্রকৃতি।
রেখেছেন করিয়ে সৃষ্টি, যোগমায়া বলে জানি॥
রাধা হলে অদর্শন, চলে না মম চরণ।
হই আমি বলহীন, মুখেতে সরেনা বাণী॥
রাধা করিলে মান, ধরেছিলাম তাঁর চরণ।
দাস খত্ হল লিখন, লিখে দিলাম ধরিয়া লেখনী॥
না হলে রাধারই সঙ্গ, অবশ হয় মম অঙ্গ।
হয় সদা মনে আতঙ্ক, আছেন বুঝি হ'য়ে মানিনী॥

রাধায় আমায় এনে দাও, মম অঙ্গ তায় মিলাও।
প্রকৃতি পুরুষ লয়, একত্র হইবে জানি॥
সে রূপ দেখিলে জীবে, মুক্তি পাবে এই ভবে।
আর দুখ না রহিবে, হইবে পরমাত্মনী॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ওগো সখি বুঝি দেখি, নিশি হল অবসান।
ঐ দেখ ঘন ঘন, বহিছে প্রভাত সমীরণ॥
আশাপথ চাহিয়ে রহিলাম নিশি জাগিয়ে।
বিদীর্ণ হতেছে হিয়ে, নাহি ক'রে শ্যাম দরশন॥
মলয় পবন আসি, গাত্রেতে আমার পশি।
বলিতেছে কালশশী, কর্‌বেনা আর আগমন॥
কুসুমেরই হার ছিল, তাও দেখ শুকাইল।
মন যে অধৈর্য্য হল, থাকিতে চাহে না প্রাণ॥
কবরী ভূষণ মোর, এবে সখী শুকাইল।
পুষ্পের যে গন্ধ গেল, উঠে গেল চন্দন॥
নয়নে অঞ্জন ছিল, পাইয়ে আঁখির জল।
সে যে এখন ভেসে গেল, ভিজাইল মম বসন॥
অধরে যে রাগ ছিল, এবে তাহা লুকাইল।
বদন মলিন হল, শ্বাস বহে ঘন ঘন॥
ঐ দেখ কোকিল কুল, আমারে হেরিয়া আকুল।
হইয়ে তারা প্রফুল্ল, আমায় করে উচাটন॥

পাপিয়া সপ্তস্বরে, ডাকিয়া আনিছে শরে।
শর ফুল ধনু ধরে, বিদ্ধ করে পঞ্চবাণ ॥
মারণ আর স্তম্ভন, জৃম্ভণ আর শোষণ।
উন্মাদন পঞ্চবাণ, আমায় করে সন্ধান ॥
আমায় সহায়হীনা দেখে, রিপু সব চতুর্দ্দিকে।
ঘেরিয়ে দেখ আমাকে, ক'রেছে আমায় বেষ্টন ॥
মন যে অধৈর্য্য হল, না রহিল জাতি কুল।
এখন কি করি বল, গেল বুঝি জীবন ॥
মুখে ব'লে হরি হরি, এ জীবন পরিহরি।
দেখিব যথায় হরি, করিতেছেন অবস্থান ॥

ভীম পলশ্রী—একতালা।

প্রেম ঋণে বদ্ধ ক'রে, রেখেছ রাই আমায়।
তাহাতে বাঁচিতে দেখিনা কোন উপায় ॥
অন্য ঋণী হলে পরে, বাঁচিতাম পলাইলে।
এক্ষণে না মরিলে, শোধ কভু নাহি হয় ॥
অতএব বলি শুন, ক'রনা আর রোদন।
থেকে মাত্র তিনদিন, আসব আমি পুনরায় ॥
জানি তোমরা ব্রজনারী, লয়েছ মম মন হরি।
মথুরায় কি থাকতে পারি, ভুলিয়া তোমা সবায় ॥
বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাব, হয় কি কভু সম্ভব।
পেলে সেথা রাজ্য বিভব, মন ভুলতে নাহি চায় ॥

কংস ধনুর্যজ্ঞ ক'রে, পাঠাইলেন অক্রূরে।
ছেড়ে দাও তিন দিনের তরে, ফিরে আসিব ত্বরায় ॥

ভীম পলশ্রী—একতালা।

রাই দাওহে আমায় বিদায়, যাইব একবার আমি মথুরায়।
কংস নিমন্ত্রণ করে, লইয়া যাইছে মোরে।
সেথা কার্য্য শেষ ক'রে, আসিব ত্বরায় ॥
বেঁধেছ যে প্রেম ডোরে, কে ছিন্ন করিতে পারে।
গোপীগণে ত্যজ্য ক'রে, বল থাকিব কোথায় ॥
ব্রজের সব গোপীগণ, হয় তারা প্রাণ সম।
ছাড়িয়ে তাদেরই সঙ্গ, থাকিতে কি পারি অন্যথায় ॥
তুমি আমার প্রাণ সম, রাধানাম করি গান।
হরিয়া রেখেছ মন, দিয়ে রেখেছি হৃদয় ॥
কখন ভেব না মনে, ত্যেজে যাব বৃন্দাবনে।
দেখিতে পাইবে ধ্যানে, তব হৃদয় মাঝায় ॥

মিশ্র রামকেলী—ঢিমা।

ওহে শ্যাম ত্যেজি বৃন্দাবন, যদি করিবে গমন।
অগ্রেতে লওহে হরি, ব্রজবাসীর প্রাণ ॥
ব্রজের যত গোপীগণ, জানেনা হে তোমা ভিন্ন।
তুমি যে তাদেরই প্রাণ, তাদেরই হও ধ্যান জ্ঞান ॥
সংসার পরিহরি, তোমারে ভজেছে হরি।
এখন তারা তোমায় ছাড়ি, কি ক'রে রাখিবে জীবন ॥

দেখে তোমায় তারা বাহিরে, আর দে'খে তোমায় ভিতরে।
রাখিয়ে তোমায় অন্তরে, ছাড়িয়াছে পরিজন॥
ধ্যানেতে তোমারে দেখে, দেখিয়া তারা থাকে যে সুখে।
তাদের ফেলে অশেষ দুখে, করিতে চাও পলায়ন॥
যদি.একান্ত যাইবে হরি, বৃন্দাবন পরিহরি।
দেখে যাও শব তাদেরই তখন হবে শুভক্ষণ॥
মথুরায় যাবে চলে, যাবে হে আমরা মলে।
প্রাণান্ত না হইলে, ছেড়ে দিব না কখন॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কেন সখি বল, মন আজি হতেছে চঞ্চল।
বিগলিত অশ্রুধারা চক্ষে বহে অবিরল॥
বৃন্দাবন যে ত্যজিয়ে, শ্যাম যাবেন কংসালয়ে।
আসিবেন না আর ফিরিয়ে, মন যে আমার বলিল॥
দক্ষিণ আঁখি নাচিতেছে, অমঙ্গল দেখিতেছে।
আতঙ্ক মনে হইতেছে, অঙ্গ হইতেছে বিকল॥
মনের সামর্থ্য গেল, হারাব প্রাণবল্লভ।
হতেছি আমি বিহ্বল, মন যে ভ্রমে পড়িল॥
তাঁহার আশ্বাস বাণী, সত্বর ফিরিব আমি।
সে কথা মন নাহি মানি, বুঝি দেহ হতে চলে গেল॥
যখন যাইবেন শ্যাম, তার আগে যাবে প্রাণ।
ছাড়িবে না তাঁরই সঙ্গ, প্রবোধ কি দিব বল॥

যাও সখি ত্বরা করে, গিয়ে বল ধরে করে ।
আমারে প্রাণে বধ ক'রে, কি তাঁর হইবে ফল ॥

রামকেলী—সুর ঝাঁকতাল ।

সখি কেন বল অমঙ্গল, দেখিলাম স্বপনে ।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, হয় অশনি পতন ॥
অক্রূর অজাগর আসি, বৃন্দাবনেতে প্রবেশি ।
গ্রাসিয়া যে কালশশী, করে যেন পলায়ন ॥
শশাঙ্ক গগনে উদিল, কৌমুদী ধরা ঘেরিল ।
কোথা হতে রাহু এল, গ্রাসিল তার বদন ॥
দিনমণি উদয় হল, জগত আলো করিল ।
মেঘমালা তায় ঘেরিল, নিবাল তার কিরণ ॥
উল্কা চারিদিকে পড়ে, জীবগণ তাহে ডরে ।
পেচক চীৎকার করে, অশুভ সব দরশন ॥
ধূমকেতু গগনেতে, দিবানিশি থাকে ঘুরিতে ।
গ্রহগণ ঘুরষণে, নক্ষত্র হয় পতন ॥
শ্মশানেতে ঘোরতর, চীৎকার উঠে ভয়ঙ্কর ।
কত যে মানবাকার, ছিন্ন ক'রে করে ভক্ষণ ॥
কেন এ অমঙ্গল দেখি, প্রাণে ভয় হয় সখি।
যে শ্যামে হৃদয়ে রাখি, পাছে হয় অনিষ্ট ঘটন ॥

বেহাগ—একতালা।

ওগো সখি আজি দেখ, নিশি যেন পোহায় না।
নিশানাথ অস্তাচলে, যেন আজি যায় না॥
সখি তুই পক্ষ লয়ে, গগনে যাও ধেয়ে।
শশাঙ্কে রাখ ধরিয়ে, আজ যেন ডুবে না॥
নিশি যে প্রভাত হলে, কৃষ্ণচন্দ্র যাবেন চলে।
রাধার প্রাণ তাহা হলে, দেহে কভু থাকিবে না॥
আর যত গোপীগণ, না পেলে কৃষ্ণ দরশন।
ত্যেজিয়া ফেলিবে প্রাণ, কেহ ত আর রাখিবে না॥
আর যত সখা আছে, যাবে কৃষ্ণেরই সাথে।
দেখবেনা বৃন্দাবন পথে, কেহ তারা থাকিবে না॥
আর যত গোপকুল, হইবে তারা ব্যাকুল।
যাবে না যমুনাকূল, বারি তারা পান করিবে না॥
আর যত বৎসগণ, হলে কৃষ্ণ অদর্শন।
ঝরিবে তাদের নয়ন, গোষ্ঠে আর যাইবে না॥
বনেতে যত বিহঙ্গম, করিবে না তারা গান।
মৃগকুল আর প্রাণ, যেন তারা রাখিবে না॥
পাদপ আর লতা যত, করবে না ফুল প্রসূত।
মস্তক করিয়া নত, রস আর লইবে না॥
আর যে যমুনা আছে, যাইতেছে নেচে নেচে।
কৃষ্ণে না হেরিলে পিছে, স্রোতে আর বহিবে না॥
নন্দ আর যশোদা রাণী, হারাইয়ে তারা নীলমণি।
হবে মণিহারা ফণী, তারা কভু বাঁচিবে না॥

নিশি যে প্রভাত হলে, অক্রূর লয়ে যাবে চলে।
শশী অস্ত নাহি গেলে, লয়ে যেতে পারিবে না॥
কৃষ্ণ হলে অদর্শন, বৃন্দাবন হবে শ্মশান।
সকলে হারাবে প্রাণ, কেহই ত আর থাকিবে না॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

আজি উঠিল বুঝি ভানু গগনে।
হরিয়া লইতে, রাধার প্রাণধনে॥
অক্রূর বৃন্দাবনে আসি, কাঁদাইয়া ব্রজবাসী।
লয়ে যাবেন কালশশী, বধিয়া তাদের প্রাণে।
উদিবে না আর পুনঃ, অস্তাচলে করে গমন।
হবেনা আর দরশন, অন্ধকার হবে বৃন্দাবনে।
রাহু বেশে অক্রূর এসে, প্রকাশে দেখ আকাশে।
বৃন্দাবন চন্দ্র গ্রাসে, লয়ে যেতে নিজ ভবনে।
এখন সখি বল দেখি কি করিয়া প্রাণ রাখি।
ভানুরে করিয়া সাক্ষী, জীবন ত্যজিব জীবনে॥

খাম্বাজ—একতালা।

শুনে বাঁশরি, কিশোরী ধাইছে নিধুবনে।
কভু হ'য়ে পাগলিনী, যায় যমুনা পুলিনে॥
চক্রবাক চক্রবাকী, শশধরে নিরখি,
সুধাপানে হবে সুখী, আশয়ে উঠে গগনে॥

তেমতি রাই কমলিনী, হেরিবারে নীলমণি,
হ'য়ে সে যে উন্মাদিনী, ধরিবারে যায় শ্যামে ॥
বনমালীর অদর্শন, জ্বলে বিরহ আগুন,
সে আগুন না হয় নির্ব্বাণ, শান্ত হয় কেবল মিলনে ॥
কভু হাস্য, কভু ক্রন্দন, কভু ঘর্ম্ম, কভু জ্বলন,
ঊনবিংশ ভাবলক্ষণ, রাধার আছে বিদ্যমানে ॥
কভু হ'য়ে উন্মাদিনী, বলে কোথায় গেল চিন্তামণি,
ধরিতে সে ফণীর মণি, অস্থির হয় সে প্রাণে ॥
কভু উন্মনা হ'য়ে, লজ্জা ভয় বিসর্জ্জিয়ে,
যমুনায় যায় দৌড়াইয়ে, হেরিতে শ্যাম নবঘনে ॥
কখন মূর্চ্ছিতা হ'য়ে ধরায় যায় পড়িয়ে,
ফেলে সংজ্ঞা হারাইয়ে, বনমালীর অদর্শনে ॥
সেবকেরই মত ভাব, সেব্যর হ'লে অভাব,
রাধার হয় মহাভাব, না হেরিলে শ্যামে নয়নে ॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

চল চল সখি গিয়ে দেখি শ্যামরায়।
সে নাকি হয়েছে রাজা গিয়ে মথুরায় ॥
যবে অক্রূর ল'য়ে গেল, আমারে শ্যাম বলে গেল,
অধৈর্য্য হয়োনা রাই, আসিব ত্বরায় ॥
সেত সখি না আসিল, সেথা গিয়ে রাজা হ'ল,
সিংহাসন পরে বসিল, পাগ বেঁধেছে মাথায় ॥

চোর যদি রাজা হয়, কি ব'লে ডাকিব তায়,
আমায় সখি বলে দাও, সেই নাম দিব গো তায় ॥
বাল্যেতে নবনী চুরি, পরে গোপীর মন চুরি,
আমার মন চুরি করি মথুরায় পলায় ॥
ভয় কি সখি শ্যামের কাছে, যে শ্যাম রাখালি ক'রেছে,
দাসখত যে লিখে দেছে, সম্মুখে ধরিব তায় ॥
যদি শ্যামের না পড়ে মনে, সখি করে দিও তাঁরে মনে ।
বৃন্দাবনে নিধুবনে, রাস করেন রসময়,
বিলম্ব না সহে প্রাণে, হেরিতে শ্যাম নবঘনে ।
ডেকে লও সব গোপীগণে, সবে মিলে ধাই মথুরায় ॥

বেহাগ খাম্বাজ—ঢিমা ।

ওগো বৃন্দে যাও গিয়ে গোবিন্দে আন,
সে যে হয় আমার গো মনপ্রাণ ॥
সে যে গো আমারি সাধন, আমারি ভজনধন,
হন মম পরমাত্মন, হন জীবেরই জীবন ॥
করিতে জীবের পরিত্রাণ, হয়েছে তাঁর আগমন,
তিনি আত্মার আত্মন, ব্রহ্মাণ্ড আছে তাঁহে লীন ॥
জগৎ শিক্ষার তরে, আসেন মানবাকারে,
নিজ কর্ম্ম শেষ ক'রে, হন তিনি অন্তর্দ্ধান ॥
তাঁহাতে জগৎ প্রসূত, তাঁহাতে জগৎ স্থিত,
তিনি হন বিশ্বরূপ, বিরাট পুরুষোত্তম ॥

জগতে হয় একপ্রাণ, নাহি সত্ত্বা তিনি ভিন্ন,
কি ক'রে বধিবে প্রাণ, না দিয়ে আমায় দরশন ॥

মিশ্র বিভাস—একতালা।

ওরে পবন, কর গমন, যেথা আছে রাধার প্রাণধন,
কানে কানে, গোপনে, বলিবে প্রবেশিয়ে শ্রবণ ॥
আমার দেহেতে ছিল প্রাণ, লুকায়ে করে হরণ,
তার সঙ্গে লয়ে মন, করিলেন পলায়ন ॥
অজ্ঞাতে সে চুরি করে, পারিলে তাঁরে ধরিবারে,
প্রবৃত্ত হব প্রতিকারে, শাস্তি করিব বিধান ॥
নারীর যে ধন ছিল, কৌশলে তাহা হরে নিল,
লজ্জা ভয় সব গেল, বলো তাহারি কারণ ॥
ওহে পবন তথায় গিয়ে, আন তাঁহারে বাঁধিয়ে,
জুড়াই আমার হিয়ে, করে চোরে দরশন ॥
দোষী হইলে বিচারে, বেঁধে তাঁরে প্রেম ডোরে,
রাধার হৃদি কারাগারে, থাকিবেন তথা চিরদিন ॥
ছাড়বনা ছাড়বনা তাঁরে, মনেরে বসাইব দ্বারে,
থাকিবেন তিনি মম অন্তরে, যে অবধি থাকিবে জীবন ॥
হবে নাকি তাঁর অনুতাপ, পাবেন নাকি বিরহতাপ,
পাবেন স্ত্রী হত্যার পাপ, যদি না বাঁচান আমারি প্রাণ ॥
ওহে পবন শীঘ্র চল চল, হতে মলয় অচল,
কর গিয়ে তাঁরে চঞ্চল, ছড়াইয়ে বিরহ আগুন ॥

যদি কর উপকার, দিব তোমায় পুরস্কার,
যা কিছু বাকি আছে আমার, সকলই তোমায় করিব দান॥
মথুরায় রাজা হয়ে, গেছেন রাখালি ভুলিয়ে,
আনিব তাঁরে বাঁধিয়ে, আমরা যত গোপীগণ
যদি চান যেতে পলাইয়ে, ভক্তি বেড়ী দিব পরাইয়ে,
পারিবে না ফেলিতে ছিঁড়িয়ে, করিতে হইবে তাঁহে বহন।

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

এস এস শ্যাম চল বৃন্দাবনে।
তোমার আদরিণী রাধা পড়ে ধরাসনে॥
কভু হ'য়ে উন্মাদিনী, বলে কোথায় আমার নীলমণি,
কে হরিল ফণীর মণি, বধিয়ে আমায় জীবনে॥
কভু কাঁদে কভু হাঁসে, কভু আনন্দেতে ভাসে,
কভু আঁখি জলে ভাসে, কভু হারায়ে ফেলে জ্ঞানে॥
কভু হ'য়ে পাগলিনী, বলে শুনি বংশীধ্বনি,
কভু রাধা হোয়ে মানিনী, ধায় যমুনা পুলিনে॥
উত্তাপে গাত্র জ্বলে, শান্ত নাহি হয় জলে,
পড়ে গিয়া যমুনার জলে, ত্যেজিবারে নিজ প্রাণে॥
কভু নিধুবনে ধায়, হ'য়ে পাগলিনী প্রায়,
লীলারি সব চিহ্ন দেখায়, অস্থির মলয় পবনে॥
প্রেমের উনবিংশতি লক্ষণ, রাধায় আছে বিদ্যমান,
এখন আছে তার প্রাণ, হেরিবে চল নয়নে॥

কভু স্বেদে ভেসে যায়, করে কেবল হায় হায়,
বলে আমার কৃষ্ণ কোথায়, সখি দে আমারে এনে ॥
বসন্তেরি আগমনে, বহিলে মলয় পবনে,
বনের শোভা হেরে নয়নে, অস্থির হয় জ্বলনে ॥
যদ্যপি এখন যাও, রাধায় দেখিতে পাও,
হ'য়েছে সে মৃতপ্রায়, শ্যাম তোমারি অদর্শনে ॥

খাম্বাজ—একতালা।

শ্যাম তোমায় যেতে হবে বৃন্দাবন।
না যাইলে ল'য়ে যাব করিয়া বন্ধন ॥
বাল্যে ননীচুরি করিলে, মা যশোদা তোমায় বাঁধিলে,
ব্রহ্মাণ্ড তাঁয় দেখাইলে করিয়া মুখ ব্যাদান ॥
গোপীর মনচুরি করিয়ে, এসেছ হেথা পলাইয়ে,
ল'য়ে যাইব ধরিয়ে, করিব দণ্ড বিধান ॥
রাজবেশ খোলাইব, রাখাল সাজ সাজাইব,
মাথার পাগ নামাইব, চূড়া দিব সেই স্থান ॥
রাজদণ্ড নামাইবে, মোহন বাঁশী হাতে লবে,
কদম্বমূলে দাঁড়াইবে, করিবে মধুর গান ॥
পায়েতে নূপুর পরি, নিধুবনে নৃত্য করি,
বাজায়ে মোহন বাঁশরী, ভুলাইবে গোপীগণ ॥
রাখালগণ সহ মিলে, গোষ্ঠেতে যাইবে চলে,
আনন্দে বেড়াবে খেলে, করিয়া গো-চারণ ॥

দেখ গিয়া বৃন্দাবন, তোমা বিনা হয় শ্মশান,
রাখাল আর গোপীগণ, নিয়ত করিছে রোদন ॥
বিলম্ব হইলে পরে, সকলেই যাইবে মরে,
থাকিবে পড়ে শবাকারে, মৃতদেহ করিবে দরশন ॥
প্রেমডোরে ফাঁস দিয়ে, পরাইয়ে চরণদ্বয়ে,
টেনে রাখিব হৃদয়ে, কেহ না পাবে সন্ধান ॥

খাম্বাজ—একতালা।

ওহে সখা দাও দেখা, গিয়ে দেখ বৃন্দাবন।
নাই সে প্রমোদ কানন, হয়েছে এখন শ্মশান ॥
নাই আর বংশীধ্বনি, ঘরে ঘরে রোদনধ্বনি,
মুখে নাহি সরে বাণী, অসহ্য হয় তব অদরশনে ॥
তব আগমন আশা ক'রে, এখন রেখেছে প্রাণ ধ'রে,
আমরা যাইলে ফিরে, তোমায় না দেখিলে ত্যেজিবে প্রাণ
ব্রজেরি ধেনুগণ, দিবানিশি করে ক্রন্দন,
ছোঁয়না আর তারা তৃণ, না করে গোষ্ঠে গমন ॥
আর যত বৎসগণ, হ'লে তুমি অদর্শন,
ভাসিছে তাদের দুনয়ন, করিতে তোমায় দরশন ॥
আর যত বৃক্ষলতা, তাহারা না হয় ফল প্রসূতা,
ত্যজিছে তাহারা পাতা, হ'য়ে আছে ম্রিয়মাণ ॥
যমুনারি খরস্রোত, বহিত যে দিবারাত্র,
না স্পর্শিয়ে তব গাত্র, নিয়ে মৃদু করে গমন ॥

কূলে যে কদম্ব ছিল, আর না প্রসবে ফুল,
হয়েছে যেন আকুল, না পেয়ে তব দরশন ॥
কদম্বেরি মূলে, তুমি বাঁশরী বাজাইলে,
ব্রজবাসীর মন ভুলালে, করিয়ে বাঁশীতে গান ॥
ঐ কদম্বেরি উপরি, ক'রে গোপীর বসন চুরি,
খেলিয়ে কত চাতুরী, তথায় রাখিলে বসন ॥
গোপীগণ হারায়ে দুকূল, হ'য়েছিল ব্যাকুল,
শেষে পাইল কুল, ছলিলে তাদের মন ॥
আর ছিল যত কোকিল, ময়ূর ময়ূরী যারা ছিল,
বৃন্দাবনে আর না রহিল, এল তোমারই সনে ॥
ব্রজের রাখালগণ, গোবৎস জীবন,
বাঁচাইলে সকল, ক'রে গোবর্দ্ধন ধারণ ॥
আমরা তোমায় রাজা ক'রে, বসাতাম গোষ্ঠবিহারে,
চামর ব্যজন ক'রে ছত্র করিতাম ধারণ ॥
বলরে ভাই কানাই, কোন অপরাধ করি নাই,
পেলে সকলে খেলাই, কেন ত্যেজে এলে বৃন্দাবন ॥
এখনও যদি না যাইবে, সকল রাখালে মারিবে,
বৃন্দাবন এখন হইবে, শ্মশান সমান ॥

আশোয়ারি—ধামার।

ওহে নিষ্ঠুর নিরদয়, তোমায় দয়াময় বলে কোন গুণে,
যে তোমারে ভজে ত্যজে, চায়না সে কুলমানে ॥

তোমারে করিলে ভজন, দিয়ে নিজ মনপ্রাণ,
ঘুচাও তার অহং জ্ঞান, মায়া থাকে না তার প্রাণে ॥
সে তোমারে জানিতে পারে, ভুলে যায় না সে সংসারে,
না চায় সে অন্য কাহারে, হারায় চিত্ত আকর্ষণে ॥
বৃন্দাবনে সব গোপীগণে, ভেবে তোমায় একান্ত মনে,
তোমারি বিরহ আগুনে, জ্বলিল তারা মন প্রাণে ॥
ত্যজে তারা নিজ পতি, তোমায় দিল রতি মতি,
দেখ তাদের কি করিলে গতি, যবে ছাড়িয়ে চলে
গেলে বৃন্দাবনে ॥
নন্দ আর যশোদা রাণী, যাদের ছিলে হৃদয় মণি,
হল মণিহারা ফণী, বধিলে হে তাদের প্রাণে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দেখ সখি শ্যাম, গেল নিয়ে শুধু মন।
যাতনা দিবার তরে, রেখে গেল প্রাণ ॥
জ্বলিয়া বিরহানল, আমায় তাহে ফেলে দিল।
অন্তরে প্রবেশি অনল, করিতেছে যে দহন ॥
কিসে অপরাধী ছিলাম, বুঝিতে না পারিলাম।
কলঙ্ক ডালি তুলে নিলাম, মস্তকে করি ধারণ ॥
মুগ্ধ করে বাঁশী স্বরে, বিদ্ধ করে পঞ্চশরে।
এখন যে তাঁহারে স্মরে, জ্বলিতেছে হুতাশন ॥
রাখিতাম না মনপ্রাণ, ত্যজিতাম ক'রে স্মরণ।
প্রতীক্ষা ক'রে আগমন, দেহেতে রেখেছি পরাণ ॥

শ্যাম আমার ধ্যান জ্ঞান, জপ ও ভজন সাধন।
তাঁহারে দেখি স্বপন, হৃদে করি দরশন ॥
এই আশা আছে মনে, সম্মুখেতে দরশনে।
দেখিয়া শ্যামে নয়নে, ত্যেজিব এ দগ্ধ প্রাণ ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ওরে কৃষ্ণ জন্মিলে কি! তুমি মাতৃবধের কারণ।
শোক তাপাইতে মায়ে, করেছিলে স্তন্যপান ॥
পুত্র নাহি তোমা ভিন্ন, ছিলে নয়ন রঞ্জন।
জানিতাম না কোনদিন, সন্তপ্ত করিবে প্রাণ ॥
প্রাণের পুত্তলি করে, রেখেছিলাম হৃদে ধরে।
তুমিত ছুরিকা মেরে, করিলে বাছা পলায়ন ॥
পুতনারে বধ করিলে, পদে শকট ভাঙ্গিলে।
না পেরে কংশ ছলে, করিল রে আমন্ত্রণ ॥
জানিনা কি করেন বিধি, ভাবিলাম নিরবধি।
আমার অঞ্চলের নিধি, করবে কবে আগমন ॥
শুনিলাম উদ্ধব মুখে, তুমিত আছরে সুখে।
ফেলে মায়ে অনন্ত দুঃখে, লইয়াছ সিংহাসন ॥
তুমি যে নয়ন তারা, কিসে বাঁচি হ'য়ে হারা।
হই আমি জ্ঞানহারা, শূন্য হেরি ত্রিভুবন ॥

ভৈরব—একতালা।

ওহে রাধিকা রমণ, গোপীগণ জীবন।
তাহারা জানে না হরি, তোমারি চরণ ভিন্ন ॥
জানে না তারা পরমাত্মন, করেনা কোন দেবার্চ্চন।
যখন তারা করে ধ্যান, দে'খে তোমারি বয়ান ॥
গোপীকারই মন, তুমি আছ সদা করি পূর্ণ।
তাহাতে নাহিক স্থান, ভাবিবারে পরিজন ॥
তোমারে বাহিরে, তোমারে ভিতরে, তোমারে অন্তরে—
সদা করে দরশন॥
তোমারি আগমন, আশা করি গোপীগণ,
রেখেছে, এখন জীবন, ক'রবে বলে তোমায় দরশন ॥
তুমি নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, কিছুতেই নয় লিপ্ত।
কাহাকেও নয় রত, থাক হ'য়ে জীবের আত্মন ॥
কিন্তু ভক্ত ডাকিলে কাতরে, তুমি দেখা দাও হে তাহারে।
তবে কেন দিবেন দেখা গোপীরে, হইয়ে নিদারুণ ॥
চল চল চল হরি, প্রভাস পরিহরি।
নয়নে দেখিবে প্যারী, লইয়াছে ধরাসন ॥
রুক্মিণী আর সত্যভামা, রূপে গুণে নিরুপমা।
রাধার সনে না হয় তুলনা, তুমি হও যে হে তাহারি প্রাণ ॥
বৃন্দাবনে গোচারণে, যাইতে হে রাখাল সনে।
সেরূপ হেরি নয়নে, শান্ত হবে গোপীর মন ॥
এখন তোমায় লয়ে যাব, রাধারে বামে বসাইব।
রাসকেলী করাইব, শোভা করিবে হে নিধুবন ॥

যদি নাহি তুমি যাবে, ব্রজবাসী প্রাণ ত্যজিবে।
তোমারি সাক্ষাতে মরিবে, জীবনে দিবে জীবন ॥
যাবনা তোমায় ছাড়ি, ত্যেজিয়াছি স্বামী বাড়ী।
থাকিব চরণে পড়ি, অন্তিমে পাব রাঙ্গাচরণ ॥

মিশ্র পিলু—খেমটা।

শ্যাম শুক নামে প্রিয় পাখি, দেখ দেখি উড়ে গেল।
হৃদয় পিঞ্জর মম, ভেঙে সে যে পলাইল ॥
পাখির মাথায় পাখির পাখা, তাতে রাধার নাম লেখা।
যদি সখি পাও দেখা, ধ'রে দিও ক'রে কৌশল ॥
পাখির বরণ চিকণ কাল, তাহে করে জগত আলো।
খাওয়াইলাম কত ফল, সকলই সে ভুলে গেল ॥
ভক্তি ডোরে বেঁধে তারে, রেখেছিলাম হৃদ্‌পিঞ্জরে।
সে যে সখি তাহা ছিঁড়ে, জানি না কোথায় গেল ॥
এখন সখি গেছে জানা, সে পাখি যে পোষ মানে না।
সহজে যে ধরা দেয় না, ধরিতে চাই বহু কৌশল ॥
যে তারে ধরিতে পারে, পূরতে পারে হৃদ্‌পিঞ্জরে।
যেতে না দেয় বাহিরে, চাই তাতে পুণ্য বল ॥
এখন সখি দেখ দেখি, কোথা উড়ে গেল পাখি।
করে লয়ে প্রেমত্যাগী, ধর তাঁর পদ যুগল ॥
প্রেমে পাখী ভিজে যাবে, উড়িতে আর না পারিবে।
ভাবেতে ডুবিয়া রবে, রহিবেন চিরকাল ॥

ইমন—কল্যাণ।

বিধুর বদন হেরি, বিধুরা হইল প্যারী।
বলে পেয়ে অবলা নারী, সকলে করে চাতুরি॥
দেখ শশী আস্য দেখে, আপনি পড়িল মুখে।
নয়ন অঞ্জন রেখে, রহিল কলঙ্ক ধরি॥
মাথে কুঞ্চিত কেশ হেরি, চামরী করিল চুরি।
পৃষ্ঠেতে দোলা বেণী হেরি, ফণী গেল গর্ত্ত ভিতরি॥
হেরে ক্ষীণ কটিদেশ, মৃগেন্দ্র ছাড়িল দেশ।
মৃগের বাল শিশ, নয়ন করিল চুরি॥
খঞ্জন আর ময়ূরী, নূপুর বাদ্যে নৃত্য হেরি।
গগনে কৃষ্ণমেঘ হেরি, নাচে যে আনন্দ করি॥
ভুজ যুগল হেরে মৃণাল, ডুবিল গিয়ে সলিল।
কদম্ব হেরে কুচযুগল, যায় সে ফাটিয়া মরি॥
বউ কথা কও পাখী, বরণ নিরখি।
বসে গিয়ে লয়ে শাখী, বলে মোরে লক্ষ্য করি॥
শ্যাম মন চুরি ক'রে পলাইল মথুরায়ে।
আসিল না দিতে ফিরে, কি ক'রে প্রাণ রক্ষা করি॥

ভৈরব—ঢিমা।

আজি দেখেছি স্বপন, শ্রীকৃষ্ণেরই আগমন,
বলিতেছেন কত কথা, করি মোরে সম্বোধন॥
বলিতেছেন ধীরে ধীরে, আসিয়াছি আমি ফিরে,
যাবনা আর ত্যজিয়ে, এই শ্রীবৃন্দাবন॥

আজি সব গোপী মিলে, মিটাব সাধ রাস খেলে,
আজি রজনী এলে যাব সব নিধুবন ॥
প্রফুল্ল হইবে মন, শীতল হইবে প্রাণ,
করিব গাঢ় আলিঙ্গন, হইবে যুগল মিলন ॥
না থাকিবে আর খেদ, মিটিবে মনের সাধ,
জীবাত্মার না হইবে বাদ, মিলিতে পরমাত্মন ॥
নিদ্রা সখী ভেঙ্গে গেল, শ্যামে আর না দেখিল,
অস্থির মনপ্রাণ হল, শ্যামে না হেরে নয়নে ॥
স্বপন সহিত তাঁরে, ফেলিলাম আমি হারাইয়ে,
ফেলিব আমি প্রাণ ত্যজিয়ে, না পেলে তাঁরি দরশন ॥
নিদ্রা যে ছিল ভাল, সে যে শ্যামে এনে দিল,
ভঙ্গেতে আবার হারাইল, আমার যুগল নয়ন ॥
আবার যদি নিদ্রা আসে, যদি দাঁড়ান শ্যাম এসে,
বাঁধিব প্রেমেরই ফাঁসে, তাঁর শ্রীচরণ ॥

বেহাগ—একতালা।

কেন রাই বল, ত্যজিবে পরাণ,
ত্যজিলে আর, হবে না শ্যাম দরশন ॥
হেরেছ তাঁরে স্বপনে, আবার হেরিবে তাঁরে নয়নে,
সন্তোষ হইবে প্রাণে, আর যাইবে না ত্যজি বৃন্দাবন ॥
প্রেমের হয় এই লক্ষণ, জ্বলিলে বিরহ আগুন,
প্রেমাস্পদে দেখে সর্ব্বক্ষণ, হৃদয়ে তাঁরে করে দরশন ॥

মিলন হতে বিরহ ভাল, নাহি তার কালাকাল,
দেখে প্রেমেতে সর্ব্বকাল, হৃদে রাখে অনুক্ষণ ॥
থাক প্যারী ধৈর্য্য ধরি, পুনঃ আসিবেন হরি,
বলিবেন তোমার করে ধরি, যাব না ছাড়িয়ে বৃন্দাবন ॥
পাইবে বংশীবদনে, মিটিবে সাধ তোমার মনে,
থাকিবে না আর যাতনা প্রাণে, পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আমার মনচোরে সখিরে, যদি পার দিতে ধরে ।
বেঁধে ভক্তি ডোরে তারে, পূরব হৃদয় কারাগারে ॥
দ্বার বন্ধ ক'রে ঘরে, দিব না কখন ছেড়ে ।
দেখব সদা আমি অন্তরে, দেখতে দিব না অন্য কারে ॥
জ্ঞান ফল খেতে দিব, প্রেমবারি পান করাব ।
অন্তরে আসন দিব, থাকবে সে সেখানে পড়ে ॥
বিবেকে বসাব দ্বারে, বৈরাগ্য বেড়াবে ঘুরে ।
জ্ঞান-চক্ষে নিরখিয়ে, সতত দেখিব তাঁরে ॥
শম দম দণ্ড ধরে, জাগিয়া বেড়াবে ঘুরে ।
থাকবে পথ রুদ্ধ ক'রে, রহিবে শৃঙ্খল ধরে ॥
একমনে চাপ দিব, ধারণা ক'রে রাখিব ।
ধ্যানেতে ধরে থাকিব, রাখিব সমাধিতে বেড়ে ॥
রিপু আর ইন্দ্রিয় আছে, যাইতে দিব না কাছে ।
গবাক্ষ ভাঙিয়া পাছে, ভক্তিডোর দেয় ছিঁড়ে ॥

মিশ্র কেদারা—চৌতাল।

দেখ বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অদর্শনে, সবে রহে বিষণ্ণ বদনে।
নির্জ্জনেতে বসে, আঁখি জলে সদা ভাসে, অধৈর্য্য মনের ক্লেশে,
প্রবৃত্ত হয় রোদনে॥
উদয় হলে দিনমণি, ননী লয়ে নন্দরাণী বলিত কোথা নীলমণি,
দিতেন ননী বদনে॥
যত সব সখা ছিল, গোষ্ঠে আর নাহি গেল,
সকলে ব্যাকুল হল, ঝরে বারি দুনয়নে॥
পিতা নন্দ পাগল হ'য়ে, গোষ্ঠেতে যাইছে ধেয়ে।
কৃষ্ণে সেথা নাহি পেয়ে, উচ্চৈঃস্বরে থাকে ক্রন্দনে॥
ব্রজের রমণী যত, হ'য়ে তারা বাতাহত।
করে শিরে করাঘাত, পড়িয়া রয়েছে ভূমে॥
গাভী আর বৎসগণ, স্পর্শেনাক আর তৃণ।
গোষ্ঠে কর না গমন, ঊর্দ্ধমুখ রাত্রি দিনে॥
ময়ূর ময়ূরী আর, নৃত্য করিছে না আর।
কোকিলের পঞ্চস্বর, আসে না কার শ্রবণে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন সখি আজ দেখি করিছ রোদন।
একাকী নির্জ্জনে বসি, হারাইয়ে যে বাহ্যজ্ঞান॥
কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণধ্যান, জপিতেছে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণকৃষ্ণ করে প্রাণ, করবে লীলা সংবরণ॥

যার মন কৃষ্ণে ধায়, সেত জগত নাহি চায়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি তার হয়, ত্যজে ব'লে কৃষ্ণায় নমঃ ॥
শয়নে কি জাগরণে, সুষুপ্তি কিবা স্বপনে।
সদা কৃষ্ণ দরশনে, থাকে সে যে রাত্রিদিন ॥
হেরি সখি তব মন, করেন কৃষ্ণ আকর্ষণ।
কৃষ্ণ প্রেমে সর্ব্বক্ষণ, ডুবে রয় মন প্রাণ ॥
ভাসিছে তব নয়ন, কৃষ্ণ নামে সর্ব্বক্ষণ।
হৃদে কৃষ্ণ কর ধারণ, অন্তিমে হয় দরশন ॥
বিরহ আর নাহি রবে, একত্রে মিলন হবে।
দুটি প্রাণ আর না রহিবে, হইবে তব নির্ব্বাণ ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কেন সখি হইল সরল কোমল আমারই মন।
কেন না হইলাম সখি, আমি রে পাষাণ ॥
যদি হতেম পাষাণ, দহিত না বিরহ আগুন।
কভু গলিত না পাষাণ, হইতাম না কভু দহন ॥
পাষাণ হ'য়ে থাকতেম পড়ে, সখি আমি মথুরায়ে।
কৃষ্ণের পদ স্পর্শিয়ে, পাইতাম যে জীবন ॥
অহল্যা পাষাণ হল, পদরেণু পরশিল।
রাম যে কৃপা করিল, মানবী হল তখন ॥
পেলে শ্যামের পদরেণু, ধরিতাম মানব তনু।
হইয়া মানবি পুনঃ, সেবিতাম তাঁর চরণ ॥

সরল নারীর মন, জানে না চাতুরি কেমন।
তাই তাঁরে দিয়ে মন, জ্বলিতেছে হুতাশন॥
তোমারে বলি গো সখি, যদি হতাম আমি পাখি।
উড়ে গিয়ে শ্যামে দেখি, জুড়াতাম আমি নয়ন॥

বেহাগ—ধামার।

সখি কি কুক্ষণে, শ্যাম সনে হল দরশন।
মিলনে যে সুখ আছে, পেলাম না তার আস্বাদন॥
যখন হল মিলন, সঁপিলাম মন প্রাণ।
নারীর সর্ব্বস্ব ধন, করিলাম তাঁয় অর্পণ।
জটিলে কুটিলে আসি, প্রতিবাদি দিবানিশি।
আয়ান মাঝেতে পশি, ঘটালে অঘটন।
চন্দ্রাবলী আপন কুঞ্জে, নিশি শ্যাম সনে ভুঞ্জে।
আমি মনের রঞ্জে, করিলাম দুর্জ্জয় মান॥
অক্রূর রাহুর বেশে, বৃন্দাবনেতে প্রবেশে।
দেখ সখি অবশেষে, কৃষ্ণচন্দ্র করে হরণ॥
তিন দিন হ'য়ে গেল, আর ত সে না ফিরিল।
এখন দেখে প্রাণ গেল, দেহে থাকে না জীবন॥
দেখ সখি ভেবে মনে, সুখী নই আমি কোন ক্ষণে।
তাই বলি কি কুক্ষণে, হয়েছিল মিলন॥

পূরবী—আড়া।

তুষানলে প্রাণ জ্বলে, দেখ সখি রাত্রিদিন।
ক্রমে ক্রমে দেহ আমার, করিতেছে আক্রমণ॥
এককালে মৃত্যু ভাল, ঘুচে যায় সব জঞ্জাল।
নির্ব্বাণ হয় সে অনল, হ'য়ে রই চৈতন্যহীন॥
সখি মোর মিনতি শুন, জ্বালকুণ্ড হুতাশন।
ক্ষিতির পদ ক'রে ধারণ, করুন বক্ষ বিদারণ॥
তাহে আমি প্রবেশিব, সব জ্বালা মিটাইব।
সীতা সম আমি হব, দিলেন প্রাণ রামের কারণ॥
রাম অবতারে যিনি, দহিলেন জনক নন্দিনী।
কৃষ্ণ অবতারে তিনি, আমারে করেন দাহন॥
উদ্দেশ্য কি অবতারে, অবলা বধের তরে।
তবে কেন দোষী তাঁরে, অবতীর্ণ নারী বধ কারণ॥
বলো মিনতি আমার, হন নাক আর অবতার।
নারী বধে কি পৌরুষ তাঁর, কলঙ্ক রবে চিরদিন॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

সে কালরূপে সখি, আঁখি আমার মজিল।
সে যে অতলে গেল, আরও সে না উঠিল॥
মন তারে আন্‌বে বলে, সে জলে ঝাঁপ দিল।
না জানি কি মায়াজালে, বদ্ধ হ'য়ে রয়ে গেল।
শেষেতে আমারই প্রাণ, করিতে গেল সন্ধান।
ফিরে না পেলে মন, কি করিবে সে না ভাবিল।

হৃদে তাঁর মূর্ত্তি এঁকে, যাইব তাঁহারে দেখে।
তাহলে সর্ব্বসুখে, থাকিব আমি চিরকাল।
দেহ লয়ে কি হইবে, কালেতে মিলিয়া যাবে।
আত্মায় আত্মা মিশে যাবে, জীবন হবে সফল।

বেহাগ—কাওয়ালী।

উন্মনা হইল মন, হলে শ্যাম অদর্শন॥
জানি না সে কেন ভাবে, ব্যাকুল হয় সর্ব্বক্ষণ॥
সে যদি না আমায় চায়, সে যে তার পিছে ধায়।
ক্ষণেক যদি নাহি পায় নির্জ্জনে করে রোদন॥
মস্তিষ্কে সে গাঁথা আছে, মনে করি ফেলি মুছে।
দেখি হৃদি ভেদ করেছে, যাবে না গেলে প্রাণ॥
অন্তরে কি বাহিরে, হেরি তারে সর্ব্বত্রে।
পারি না থাকিতে ছেড়ে, মূর্চ্ছা হয় ঘন ঘন॥
দেখি সখি নিদ্রাবেশে, বসেন এসে মম পাশে।
তোষেন আমারে আশ্বাসে, ক'রে মধুর সম্ভাষণ॥
যখন দেখি স্বপন, হেরি উজ্জ্বল বয়ান।
হলে পরে জাগরণ, হন পুনঃ অন্তর্দ্ধান॥
হৃদয়ে তাঁরে দেখিয়ে, যাই হস্ত প্রসারিয়ে।
মন প্রাণ তাঁরে দিয়ে, করিবারে আলিঙ্গন॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

বিরহেতে কত জ্বালা, সে জানিবে কেমনে।
যে জন না পুড়িয়াছে, বিরহের আগুনে॥
বিরহ আগুন জ্বলে, আমায় তায় দিয়ে ফেলে।
মথুরায় গেলেন চলে, দেখিলেন না নয়নে॥
আমি সখি পুড়ে মরি, জ্বলিতেছি দিবা শর্ব্বরী।
জানি না বাঁচি কি করি, শীতল না হয় জীবনে॥
শ্যাম সখি চলে গিয়ে, সত্যভামা রুক্মিণী লয়ে।
থাকিলেন গো মাতিয়ে, আমারে ফেলে আগুনে॥
পিরীতি আর করিব না, মন কভু আর দিব না।
কারেও ভাল বাসিব না, বদ্ধ হব না কার প্রেমে॥
শ্যামে সখি দিয়ে মন, দিবানিশি জ্বলে প্রাণ।
তুষানলে সর্ব্বক্ষণ, দহিতেছে সদা প্রাণে॥
দিবানিশি নাহি জ্ব'লে, ঝাঁপ দিব আমি অনলে।
দেহ ভস্ম হ'য়ে গেলে, মিশিব তাঁহারই সনে॥

বেহাগ—একতালা।

সখি নয়ন আমায়, হেরিবারে নাহি চায়।
শ্যামে হেরিবার তরে, মথুরায় ধেয়ে যায়॥
কি দিবস কি শর্ব্বরী, সদত ফেলিছে বারি।
আপনারে সে পাশরি, শ্যাম সন্নিধানে ধায়॥
তাহার যে তেজ ছিল, সলিলে সে ডুবাইল।
আমারে আর না দেখিল, মুদিয়া সদত রয়॥

দেখ না মম শ্রবণ, উর্দ্ধমুখে ধরে পবন।
না শুনে বাঁশরীর গান, বধির হ'য়ে রয়ে যায়॥
শ্যাম মকরন্দ নাহি পেয়ে, ঘ্রাণ থাকে জড় হ'য়ে।
ফেলেছে শক্তি হারায়ে, কুসুম গন্ধ নাহি পায়॥
অধরামৃত পান, না ক'রে, শ্যাম সন্নিধান।
জিহ্বা করে না আস্বাদন, শুষ্ক হ'য়ে রয়ে যায়॥
শ্যামে স্পর্শ না করিয়ে, স্পর্শ সুখ গেছে চলিয়ে।
উঠে আগুন জ্বলিয়ে, ত্বক দেখ পুড়ে যায়॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় যত ছিল, সকলে নিস্তেজ হল।
কর্ম্ম কেহ না করিল, স্থির হয়ে সবে রয়॥
ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা যে মন, রহিল সে যে জাগরণ।
জ্বালিয়ে বিরহ আগুন; দিবানিশি আমারে পুড়ায়॥
দেহের ইন্দ্রিয় সকলে, দাঁড়াল যদি প্রতিকূলে।
শ্যাম ফেলে অকূলে, যাবেন আশ্চর্য্য কি তায়॥
রক্ষক হ'য়ে যদি মারে, কে রক্ষা করিতে পারে।
যদি শ্যাম আমায় মারে, বল কি আর আছে উপায়॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

সখি বল কোথা গেল, আমার নয়ন রঞ্জন।
আঁখি জলে ভেসে গেল, আমার নয়ন অঞ্জন॥
সখি নিদ্রারই আবেশে, দেখিয়ে শ্যামের পাশে।
নিদ্রা ভঙ্গে অবশেষে, পাই না তাঁর দরশন॥

চাই না আমি জাগরণ, সুষুপ্তির নাই প্রার্থন।
কেবল চাই স্বপন, হেরিতে শ্যাম বয়ান ॥
শ্যাম যে হৃদয়ের ধন, ক্ষণেক হলে অদর্শন।
হয় যে কাতর প্রাণ, বাক্যেতে না হয় বর্ণন ॥
আমার মন চুরি করে, গেছেন শ্যাম পলাইয়ে।
পাঠাব মম হৃদয়ে, আনিতে করি বন্ধন ॥
চক্ষেতে পলক পড়ে, শ্যামেরে দেখিতে নারে।
থাকি সদা মনে করে, পলক যেন না হয় পতন ॥
শ্যামে সখি হারাইয়ে, কি করে বাঁধিব হিয়ে।
প্রাণ চাহে না থাকিবারে, এদেহ করে ধারণ ॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, শ্যামে দেখিতে দেখিতে।
যদি পারি দেহ ত্যজিতে, সার্থক করি জীবন ॥

রামকেলী—ঢিমা।

সখি কৃষ্ণনাম আর ক'র না, আমায় শুনাও না।
আমার কর্ণবিবরে, ও নাম আর দিও না ॥
শুনিলে কৃষ্ণের নাম, দ্বিগুণ জ্বলে আগুন।
অস্থির হয় মন প্রাণ, দেহে থাকিতে আর চাহে না ॥
সংজ্ঞা মোর করে হরণ, লইয়াছি ধরাসন।
আর সখি ক'র না সে নাম, মনের আগুন জ্বালাও না ॥
শরীরের তাপ দেখ, অন্তরে দহে ত্রিতাপ।
সহিতে আর সে তাপ, আর যে সখি সহিতে পারি না ॥
বিরহের দশদশা, প্রাণের নাহিক আশা।
তবু না ছাড়িছে আশা, প্রত্যাশা আর কেন বল না ॥

ডুবিলে সলিলে গিয়া, সে যে আর দেয় জ্বালাইয়া।
আগুন রাখে বক্ষে জ্বালিয়া, সে জ্বালা আর সহে না॥
মলয় অনিল আসে, সে নিজ তেজ প্রকাশে।
সে আসে আগুনে ভেসে, শীতল যে কভু করে না॥
ফুলের সৌরভ লয়ে, পবন দেয় ছড়াইয়ে।
জ্বলে তাহে মম হিয়ে, রহিতে বুঝি আর দিল না॥
ঐ দেখ পঞ্চশর, হানিছে নিজ শর।
কোকিল তার উপর, কুহুরবে থাকিতে যে দেয় না॥
ভ্রমর ঝঙ্কার করে, প্রাণ বধিবার তরে।
আসিছে আমারই পরে, বারণ সে যে শোনে না॥
অগ্নিকুণ্ড দাও জ্বেলে, প্রবেশিব সে অনলে।
সব জ্বালা যাবে জ্বলে, অন্তর দাহ আর সহে না॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কালারি বিরহানলে, সখি আরতো বাঁচে না প্রাণ
সে অনল দিবানিশি, করিছে আমায় দহন,
শ্যামচাঁদ না হইলে, কে নিবাবে সে আগুন॥
তাঁহারি গুণগান, দিবানিশি করে মন,
জাগ্রতে দেখি স্বপন, তাঁহারি চন্দ্রানন॥
যাই না যমুনা পুলিনে আর নিধুবনে।
পাছে কালায় পড়ে মনে, জ্বলিবে দ্বিগুণ আগুন॥
না শুনি কোকিলের গান, না সেবি মলয় পবন।
না দেখে আর নয়ন, গগনেতে নবঘন॥

না শুনি অলির ঝঙ্কার, না দেখি যমুনা জল।
যাহা কিছু আছে কাল ফিরাই না তাতে নয়ন ॥
যে যে সখি কাল আছে, আসিতে দিও না কাছে।
কৃষ্ণে মনে পড়ে পাছে, সে কাল বদন ॥
এখন সখি বাঁচাও প্রাণ, এনে সে পুরুষোত্তম।
তাঁর সহ হলে মিলন, আনন্দে ভাসিবে মন ॥

বেহাগ—একতালা।

ওরে কোকিল হেথা এসনাক আর।
তোমারে হেরিলে কৃষ্ণে, মনে যে পড়ে আমার ॥
তোমার পঞ্চম স্বরে, ডেকে আনে পঞ্চশরে।
বিদ্ধ করে পঞ্চশরে, আমারি হৃদয় ॥
তোমারি কালবরণ, শ্যামে করে অনুকরণ।
দেখে উচাটন মন, হয় সদা আমার ॥
শুন ওহে পরভৃত, তোমারে করিয়া দূত।
পাঠালেন করিতে অভিভূত, হতেছি আমি অস্থির ॥
যাও যাও যথা আছে শ্যাম,
ক'রো তাঁরে উচাটন, দহন ক'রো না আমায় ॥
কালরূপ না হেরিব, তোমায় আর না দেখিব।
কৃষ্ণ নাম আর না লইব, শুনিব না তোমারই স্বর ॥
বৃন্দাবন ছেড়ে যাও, যাও তুমি মথুরায়।
আমার কথা বলো তাঁয়, মন চঞ্চল ক'র তাঁর ॥

আমি যে অবলা নারী, পঞ্চশর আমায় মারি।
কি পৌরুষ হবে তোমারি, বল ওহে পিকবর॥

বাহার—যৎ।

সখি আর নাই বাসনা কর্ত্তে কৃষ্ণ উপাসনা।
মন মানা না মানিয়া করিছে কেবল কল্পনা॥
কখন হৃদয়ে এনে—বসায় হৃদ-সিংহাসনে।
ধরিয়া তাঁর চরণে করে যে কত সাধনা॥
তুলে নানা বনফুল প্রাণেতে হয়ে ব্যাকুল।
না দেখে কুলশীল নির্জ্জনে করে ভজনা॥
নিদ্রাবশে কভু দেখে অন্তরে ধরিয়া থাকে।
শান্তি পায় হৃদয়ে রেখে অন্তর হতে কভু চায় না॥
যদি হয় জাগরণ দেখিতে চায় স্বপন।
ডাকছে যেন সর্ব্বক্ষণ যেতে আমায় যমুনা॥
মনে হয় যেন শুনি নিধুবনে বংশীধ্বনি।
চরণ চলে অমনি না মানে কাহার মানা॥
কল্পনা হয় যে মনে থাকি সদা তারি সনে।
ছিন্ন না হই কোন জন্মে পাই না বিরহ যন্ত্রণা॥

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

এ দেহে প্রাণ আমার, থাকিবারে নাহি চায়।
এত দিন ছিল কেবল, তাঁর আসার আশায়॥

এখন সখি গেছে জানা, শ্যাম আর আসিবে না।
রাধা যে কৃষ্ণপ্রাণা, সে বল কি করে রয়॥
দেহ হতে প্রাণ গিয়ে, শ্যামসহ যাবে মিলিয়ে।
তাহলে তার বিরহে, জ্বলিতে না হবে তায়॥
যখন এ প্রাণ যাবে, তোমরা এ দেহ লবে।
যমুনায় ভাসায়ে দিবে, চলে যাবে মথুরায়॥
তখন সদ্গতি হবে, শ্যাম তারে পুড়াইবে।
আধার আর না থাকিবে, প্রাণ বল থাকিবে কোথায়॥

রামকেলী—ঢিমা।

সখি শ্যামে আর আমার কথা বোল না।
হেরিয়া মম যন্ত্রণা, দয়া ত তাঁর হল না॥
ভালবাসেন সবে বটে, ফেলেন না কাহারে ছেঁটে
লিপ্ত না হন কোন ঘটে, ন্যূনাধিক কভু হয় না॥
তিনি হন জগত-প্রাণ, সর্ব্বত্রে হন সমান।
যে করে তাঁর সাধন, বিশেষ স্নেহ তায় যায় না॥
আমি ত শ্যাম কারণ, ত্যজিলাম কুল মান।
কেন হলেন আমায় কঠিন, বুঝিতে ত পারি না॥
হইয়াছি অপরাধী, তাই বুঝি নিরবধি।
আমায় বাম হলেন বিধি, শ্যামের দয়া হল না॥
রাখিব না আর প্রাণ, করিয়া তাঁরে স্মরণ।
তাঁর সনে হলে মিলন, পাইব চির বিশ্রাম॥

খট—যৎ।

কেন সখি সে নিষ্ঠুরে, সঁপেছিলাম মন।
মন সখি গেছে গেছে, এখন যে যায় প্রাণ॥
আমার যন্ত্রণা দেখে, ব্যোম ঘেরে মোরে রাখে।
দেখ মনের আক্ষেপে, সন্ সন্ বহে পবন॥
যদি দেহ ভস্ম হয়, সব জ্বালা ঘুচে যায়।
তাই বুঝি দেখে হৃদয়, উঠিল জ্বলে আগুন॥
বারি মম দুঃখ দেখে, আসিয়া উঠিল চোখে।
কে বারণ করে তাকে, ঝরে বারি রাত্র দিন॥
ধরণী যে দয়া ক'রে, স্থান দিয়েছেন আমারে।
তাই ধরায় শয্যা ক'রে, করিয়া আছি শয়ন॥
দেখ সখি মেঘমালা, দেখে আমায় বিহ্বলা।
নিবাইতে প্রাণের জ্বালা, করে বারি বরিষণ॥
চন্দ্রমা আমারে দেখে, কালিমা ধরিল বুকে।
নক্ষত্র গগনে থেকে, আমারে করে ইক্ষণ॥
দেখ আরও মৃগকুল, যন্ত্রণা দেখে ব্যাকুল।
কাঁদিয়া হয় আকুল, অরণ্যে করে ভ্রমণ॥
শাখী পরে বসে পাখি, হ'য়ে আমার দুঃখে দুঃখী।
আমার যন্ত্রণা দেখি, বিহঙ্গ করে না গান॥
লতা গুল্ম আর পাদপ, মম তাপে পেয়ে তাপ।
প্রভাতে দেখো তাদের পত্র, ফেলে বারি ক'রে রোদন॥
জগতেতে সবে দেখি, আমার দুঃখে সবে দুঃখী।
সে নির্দ্দয় হয় সুখী, কাঁদিল না তার প্রাণ॥

বেহাগ—একতালা।

দেগো সখি আমায় এনে শ্যামধনে।
অস্থির হতেছে মন, না হেরে সে নবঘনে॥
তৃষিত চাতকিনী যেমন, ঊর্দ্ধমুখে ঘনঘন।
দেখে সে নবঘন, জুড়াতে সে বারি পানে॥
শিখী বিষণ্ণ মনে, থাকে বসে মহাবনে।
শুনে মেঘ-গর্জ্জনে, নাচে আনন্দিত মনে॥
শ্যামেরই অদর্শনে, কাতর হয়েছি প্রাণে।
বাঁচা গো তাহারে এনে হেরি সতত নয়নে॥
না হ'লে তাঁর দরশন, যাঁরে দিয়েছি মন প্রাণ।
যাঁরে সদা করি ধ্যান, কি ক'রে বাঁচে জীবনে॥

বসন্তবাহার—একতালা।

সখি আঁখি মজালে আমায়, মজালে আমায়।
আমারি দেহেতে থেকে, আমারি না হয়॥
আমারি নয়নদ্বয়, সতত যে ধেয়ে যায়।
সে যে গো অস্থির হয়, হেরিবারে শ্যামরায়॥
সুষুপ্তি বা স্বপনে, দিবসে বা জাগরণে।
দেখিতে তাঁরে নয়নে, সতত অস্থির হয়॥
কিবা জলে, কিবা পুলিনে, কিবা বনে কি উপবনে।
কিবা মর্ত্ত্যে, কি শূন্যে, শ্যামে দেখিবারে ধায়॥
নাহি দেখে নিজদেহ, না করে কাহারে স্নেহ।
ত্যজে দারাসুত নিজ গেহ, করে না আর সে লজ্জা ভয়

যে দিকে ফিরাই আঁখি, মোহনমুরলী দেখি।
নবঘন শ্যাম সখি, তাঁরে দেখি কেবল বিশ্বময় ॥
শ্যাম যে নয়নের পাখী, না দেখিলে শূন্য দেখি।
জগতে আর কিছু নাহি দেখি,
আছি দেখিতে ক'রে আশয় ॥
বাহিরে তাঁহে না দেখিলে, ফিরাই আঁখি অন্তরালে।
দেখি তাঁরে হৃদকমলে, থাকেন আবৃত ক'রে হৃদয় ॥
তিনি হন পরম-আত্মন, নাহি আর ভেদ জ্ঞান।
অন্তরে তাঁহে ক'রে দরশন, হ'য়ে থাকি সদা তন্ময় ॥

বেহাগ—একতালা।

বারণ কর সখি কোকিলে।
কুঞ্জে যেন কুহু কুহু নাহি করে ॥
কোকিলেরই পঞ্চস্বর, হানে যেন পঞ্চশর।
আমারে করে অস্থির, মন যে স্তম্ভিত করে ॥
দেখে সে কালবরণ, মনে হয় উদ্দীপন।
মনে পড়ে আমার শ্যাম, প্রাণে উন্মত্ত করে ॥
সে যে গো চিকণ কাল, কাল যে ছিল গো ভাল।
জ্বালিয়ে বিরহানল, গেছেন আমায় ছেড়ে ॥
এখন সে বিরহানল, নির্ব্বাণ হয় কিসে বল।
জ্বালিয়ে আমি অনল, ঝাঁপিয়ে যাব মরে ॥
কোকিলেরে বলে দাও, যথা শ্যাম তথা যাও।
তাঁহারে গিয়ে জানাও, আমি যাইব মরে ॥

কোকিল কুহু কুহু করি, বলে শুন শুন প্যারী।
আসবে না আর তোমার হরি, বৃন্দাবনে যে ফিরে ॥
কি ক'রে সখি রাখি প্রাণ, না হেরে সে নবঘন।
চাতকিনী হয় যেমন, না বর্ষিলে জলধরে ॥
যাও সখি ত্বরা করি, এনে দাও আমায় হরি।
যদি বাঁচাতে চাও প্যারী, বিলম্ব আর নাহি ক'রে ॥
কি পাপ করেছিলাম, তাই এত শাস্তি পেলাম।
দাসখত লিখে নিলাম, তাই গেলেন দণ্ড ক'রে ॥

মিশ্র বেহাগ—একতালা।

সখি কর কর ঐ ভ্রমরে বারণ।
সে যে আসিতেছে, নাহি মানে নিবারণ ॥
গুণ গুণ রব করি, আসিতেছে যে ঝঙ্কারি।
আমি সখি ভয় করি, পাছে করে গো চুম্বন ॥
ধরিয়া কৃষ্ণের বরণ, করিতেছে তাঁর অনুসরণ।
করিবারে মধু পান, খুঁজিতেছে মম বদন ॥
আমি সদা ভয় করি, পাছে অধর ওষ্ঠে লক্ষ্য করি।
বসে গো তার উপরি, করে গো আমায় দংশন ॥
ঐ গুণ গুণ গানে, করাইছে কৃষ্ণে মনে।
উচাটন করিতে প্রাণে, করিছে মধুপে প্রেরণ ॥
বুঝি শ্যামের দূত হ'য়ে এখানে এসেছে ধেয়ে।
বুঝি সে বা, মধু লয়ে, করিবে পুনঃ পলায়ন ॥

আরও সখি দেখ দেখি, পাঠায়েছে কাল পাখি।
ডালে সে বসিয়া ডাকি, কহে কৃষ্ণেরই বচন॥
দেখ সখি পিকবরে, গান করি পঞ্চ স্বরে।
ডেকে আনে পঞ্চশরে, শরে বিদ্ধ করে ফুলবান॥
পাপিয়া সপ্তম তানে, ওই বসে ডাকিতেছে কাননে।
উচাটন করে প্রাণে—শিহরিয়া উঠিতেছে প্রাণ॥
আরও মলয় পবন, গাত্রে মাখিয়ে চন্দন।
বহিতেছে ঘন ঘন, করিতেছে আমায় উচাটন॥
এখনও না পাইলে শ্যাম, কিসে জুড়াইব প্রাণ।
কে করিবে শান্তিদান, কে বাঁচাবে মম জীবন॥

বেহাগ—একতালা।

কেন সখি শ্যামে দিয়াছিলাম মন।
এখন ক্ষণেক অদর্শনে, যায় যে আমারই প্রাণ।
শ্যামে জপমালা করি, দিবানিশি তাঁরে স্মরি।
হরি হরি সতত করি, দিবা রাত্রি করি যাপন॥
পরিহরি গৃহ কর্ম্ম, তাও যে শ্যামের জন্য।
গৃহ হয় যে অরণ্য হ'লে শ্যাম অদর্শন॥
আমার এ নয়ন, সদা করে শ্যামের দরশন।
মুদিলে এ নয়ন, দেখি তাঁহারে স্বপন॥
ত্যজিয়াছি নিজ পতি, শ্যামই আমার গতি মুক্তি।
বলিলে আমায় অসতী, তাহা করি না আমি শ্রবণ॥

শ্যাম দর্শন কারণ, এ দেহে রেখেছি প্রাণ।
কিন্তু তাঁরে দিয়াছি মন, কায়ামাত্র আছেন এখন ॥
হলে শ্যাম অদর্শন, আর না থাকিবে প্রাণ।
কায়া ছেড়ে যাবে প্রাণ, পেতে শ্যাম নবঘন ॥
অতএব বলি সখি, শ্যামে আন আন আমি দেখি।
সে যে আমার প্রাণ পাখি, হৃদয় রঞ্জন ॥

বেহাগ—একতালা।

আর ব'ল না সখি, পরিতে আমায় অঞ্জন।
শ্যাম যদি না দেখিল, কে দেখিবে নয়ন ॥
শ্যাম ত্যেজে বৃন্দাবন, মথুরায় করিলেন গমন।
আমার মনে হলে সে দিন, ঝরে যে দুনয়ন ॥
বাঁধি না কবরী আর, জড়াই না ফুলহার।
ঝোলে না বেণী পৃষ্ঠপর, বাঁধিনা তায় দিয়ে কুসুম ॥
ওষ্ঠেতে যে রাগ ছিল, সেও ত সখি উঠে গেল।
শুকায়ে সে যে রহিল, কি রজনী কিবা দিন ॥
গাত্রের যে আভরণ, করিলাম বিসর্জ্জন।
রঞ্জিত ছিল বসন, সকলই করেছি বর্জ্জন ॥
কেবল মাত্র দেহে প্রাণ, রেখেছি ধ'রে এখন।
যদি হয় শ্যাম দরশন, আশা ক'রে আছে মন ॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সখি কেন করেছিলাম মান।
এখন কৃষ্ণে নাহি হেরি যায় যে আমারি প্রাণ॥
ক'রে তাঁরি অপমান, না করিলাম আলাপন,
তাঁর হ'য়ে অভিমান, করিয়াছেন গমন॥
কত করিলেন সাধন, না গেল দুর্জ্জয় মান।
শেষে ধরিলেন চরণ, দাসখত লিখে নিলাম॥
তাঁরে দাস ক'রেছিলাম, এখন ভাবি কি করিলাম,
যাইছে জীবন,
এখন ক'রে তিনি অনুরাগ আমারে করিতে ত্যাগ,
করিলেন মথুরায় গমন॥
সখি ফিরে দাও দাসখত, (যাও) আমারে প্রাণে বাঁচাও
এনে সেই নবঘন,
তাঁরে বুঝাইয়ে ব'লো, হ'য়েছে আমার প্রতিফল,
সেবিব তাঁর চরণ, যদি করেন আগমন॥
কভু করিব না আর মান, যদি করেন আমার প্রাণদান,
সেবিব তাঁরি চরণ, দাসী হ'য়ে রব চিরদিন॥

মিশ্র-সিন্ধু—টিমা।

আজি কেন, সখি বল দেখি, মন হয় উচাটন।
দক্ষিণ অঙ্গ সব, হতেছে স্পন্দন॥
আমি যে জানিতাম সখি, শ্যাম আমার প্রাণপাখি,
তারে না দেখিলে আঁখি, হয় তারা জ্যোতিঃহীন।

বলিতে নাহিক পারি, নিদ্রা নাই দিবা শর্ব্বরী।
প্রাণ উঠিতেছে শিহরি, বারি ফে'লে দুনয়ন ॥
হইতেছে আমার মনে, মন দিলেন অন্য জনে।
অন্য নারী পাণিগ্রহণে ভুলিলেন বৃন্দাবন ॥
এতদিন ছিল আশা, হতে পারে কৃষ্ণের আসা।
এখন গেল সে প্রত্যাশা, হলেন তিনি পরেরই ধন ॥
শুনেছি রুক্মিনী সতী, অতিগুণ, রূপবতী।
হরি হলেন তাঁহারই পতি, করিয়ে তাঁহারে হরণ ॥
বলিবারে কত শুনি, আমায় বলিতেন আহ্লাদিনী।
আমারই শক্তি হও তুমি, তব শক্তিতে করি বিচরণ ॥
এখন সে সব কোথায় গেল, কৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত হল।
রাধানাথ না রহিল, বলিবে না আর রাধিকারমণ ॥
যদি চায় মন তাঁরে দেখিবারে, সে খুঁজিয়ে দেখিবে অন্তরে।
ছেড়ে যেতে পারিবেন না অন্তরে, আত্মাতে করিবেন বিশ্রাম ॥

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

ডুব না ডুব না সখি, কালরূপ সাগরে।
তলে তলায়ে যাবে, আসিবে না আর ফিরে ॥
ফেলে দিবে প্রেম ডুরি, রাখিবে বন্ধন করি।
দেহ গেহ পরিহরি, একান্তে ভজিবে তাঁরে ॥
ছিঁড়ে যাবে অষ্টপাশ, কণ্ঠেতে পরিয়ে ফাঁস।
ঘৃণা লজ্জা আর ত্রাস, থাকবে না তব অন্তরে ॥

নিজ সত্ত্বা হারাইয়ে, কালেতে যাবে মিশাইয়ে।
হৃদয়ে তাঁরে ধরিয়ে, ভুলে রবে আত্মপরে॥
থাকবে না অহংজ্ঞান, মিশিবে প্রাণেতে প্রাণ।
ত্যজে সখি কুল মান, থাকবে লয়ে অন্তঃপুরে॥
কালরূপ যেবা হেরে, যাইয়া তাহাতে পড়ে।
অগ্নি আলিঙ্গন করে, পতঙ্গ যেমন মরে॥
মনে করি হেরিব না, মন সখি তা শুনে না।
কেবল মনে হয় বাসনা, রাখি কণ্ঠে হার ক'রে॥

পিলু—যৎ।

সখি কালা ছল ক'রে অবলারে মজাইল।
বাজায়ে বাঁশরী নারীর সর্ব্বস্ব হরিল॥
ভাল না বাসেন কারে, ভাল বাসতে বলেন তাঁরে।
সর্ব্বকালে সকলেরে, আত্মপর না ভাবিল॥
জানি না কি দিয়ে মোরে, রেখেছেন বিধি গড়ে।
চিনিলাম না ভাল ক'রে, তাইত যন্ত্রণা হল॥
রহিলেন হয়ে গোপন, জ্বলিল হৃদে আগুন।
করি আমি প্রাণপণ দর্শন কিন্তু না মিলিল॥
যখন যাই ধরিবারে, থাকেন তিনি গিয়ে অন্তরে।
যত্ন ক'রে রাখি অন্তরে, অন্তর যে না পারিল॥
বল কোথা গেলে পাই, জানি না যে তাঁর ঠাঁই।
সদত ভাবি যে তাই, ভাগ্যে হলেন বিরল॥

এখন কি করি বল, সম্মুখে দেখি যে কাল।
রয়েছেন অন্তরাল, আশা পূর্ণ না হইল ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

জগতে যতেক মহত, সকলই শ্যাম বরণ।
তাইত শ্যামেরে হেরে মজেছিল মন ॥
দেখ ঊর্দ্ধে ত্রিদশালয়, শোভে মেঘ মালা তায়।
গহন কানন চয়, হয় শ্যামল নীলিম ॥
আর দেখ গিরিবর, জগতে সপ্ত সাগর।
বাসুকি বিষধর, করী ভ্রমিছে নিবিড় বন ॥
দেখ দেখি মহাকাল, চর্ব্বণ করে সকল।
মহাশক্তি প্রকাশিল, কালীনাম ক'রে ধারণ।
ত্রেতাতে রাম অবতারে, এলেন শ্যাম বর্ণ ধরে।
বিষ্ণু পূর্ণ অবতারে, লইলেন যে শ্যাম নাম ॥
হেরিয়া যে কালশশী, গেল মন প্রাণ ভাসি।
ভুলিয়ে সে রূপরাশি, কেমনে ধরিব প্রাণ ॥

পুরবী-গৌরী—একতালা।

দেখিলাম জগতেতে কেহ নাই রে আপন।
মিত্র শত্রু হয়, যদি বিধি হয় বাম ॥
যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে, কেলী করেন গোপীসনে
তখন মলয় পবনে, শীতল করিত প্রাণ ॥

যবে শ্যাম গেলেন চলে, অনিল আনে অনলে।
অন্তর বাহির আগুনে, করিল আমায় দহন॥
কত যে মিনতি করে, বলিয়া দিলাম তারে।
বারেক গিয়ে মথুরায়ে, দশা মোর কর্ত্তে জ্ঞাপন॥
আর সখি যমুনারে, বলেছিলাম পায়ে ধ'রে।
শ্যাম গাত্র পরশিয়ে, বলিতে মম বচন॥
মেঘ মালা গগনে হেরি, বলিলাম মিনতি করি।
কি দুঃখে যে আছে প্যারী, সংক্ষেপে কর্ত্তে বর্ণন॥
কোকিল আর পক্ষীচয়ে, উড়ে শ্যামের কাছে গিয়ে।
বলিবারে শ্যামরায়ে, সুমধুর ক'রে গান॥
কেহ সখি না শুনিল, আমার দশা না দেখিল।
কেহ আমার না হইল, মিনতি না করে শ্রবণ॥

ভৈরব—একতালা।

ওহে শ্যাম গোপীনাথ বলে, ডাকিব না তোমারে।
করিলে কপট প্রেম, বুঝি গোপীগণে বধের তরে॥
বনে করে বংশীধ্বনি, লয়ে যাও ব্রজরমণী।
কোন ধনি শুনে ধ্বনি, গৃহেতে থাকিতে পারে॥
মৃগ বংশীধ্বনি শুনে, ধায় ব্যাধ সন্নিধানে।
জানে না যে তাদের প্রাণে, ব্যাধ ফেলিবে মেরে॥
তেমনি হে বৃন্দাবনে, লয়ে গিয়ে গোপীগণে।
ফেলিলে তাদের ভ্রমে, নিলেন কুল মান হরে॥

পাতিয়া হে প্রেম ফাঁস, গোপীর সর্ব্বস্ব নাশ।
ছিঁড়ে তারা অষ্ট পাশ, ভজে হরি এসে তোমারে॥
তাদের তুমি বনে আনিলে বাড়বানল জ্বেলে দিলে।
মরে যেমন মৃগ কুলে, পারে না যেতে বাহিরে॥
প্রেমাগ্নি জ্বেলে দিয়ে, হরে নিলে তাদের হিয়ে।
তোমারে না দেখিয়ে, কভু কি বাঁচিতে পারে॥
গোপীর সর্ব্বস্ব ধন, হও তাদের পরমাত্মন।
নয়ন আর মন প্রাণ, থাকে সদত তোমায় হেরে॥

ভূপালী—কাওয়ালী।

জেনেছি বুঝেছি সখি, শ্যাম রে কেমন।
জগতেতে নাহি তাঁর, পর আর আপন॥
আছেন বটে সর্ব্বদেহে, বদ্ধ নয় কার স্নেহে।
সম ভাব সবে রহে, কোমল নয় কঠিন॥
যে ভালবাসে তাঁরে, কৃপা করেন তিনি তারে।
দেখেন জীব অন্তরে, যে তাঁরে করে ভজন॥
ভজেছিল গোপীগণ, ভেবেছিল তাঁরে আপন।
তিনি যে জগত প্রাণ, সকলেরই হন জীবন॥
আমাদের সাধনা, পূর্ণমাত্রায় হইল না।
মাঝে যে রেখা গেল না, হল না আত্মার মিলন॥
আত্মায় আত্মায় মিলন হলে, কি ক'রে দিবেন ফেলে।
আমরা তাঁহে লীন হলে, ত্যজিতে পার্ত্তেন না কখন॥

মথুরায় চল সখি, ত্যজিব প্রাণ তাঁরে দেখি।
তিনি যে জগত সাক্ষী, হইবে চির-মিলন ॥

কেদারা—ঢিমা।

কি ক'রে বুঝাব সখি, বলরে মনে।
অধৈর্য্য হয়েছে সে যে, না হেরে শ্যামে নয়নে ॥
সদত দেখনা সখি, দিয়াছিল তাঁরে রাখি।
ছিল সে যে সঙ্গের সাথী, ছেড়ে বল বাঁচে কেমনে ॥
রেখে শ্যামে মন্দিরে, ছিল সুখী তাঁকে হেরে।
মথুরায় গেলে পরে, হারায়ে ফেলিল জ্ঞানে ॥
করিতে তাঁর সন্ধান, দেহ হতে করে গমন।
লইল সঙ্গেতে প্রাণ, প্রবৃত্ত হয় প্রস্থানে ॥
অনেক করিয়া তারে, রাখিয়াছি সখি ধরে।
শেষে রাখিতে নাহি পেরে, দিব যেতে তাঁরই স্থানে ॥
আপনারে হারাইয়ে, থাকিবে তাঁরে ধরিয়ে।
দেখিয়ে তাঁরে হৃদয়ে, ছাড়ব না তাঁয় রাত্র দিনে ॥

ভৈরবী—একতালা।

ওহে রাধানাথ, ক'রে অনাথ, ত্যজিলে বৃন্দাবন।
তোমারে না হেরে রাধা, দেখে শূন্য ত্রিভুবন ॥
রাধারে বঞ্চনা করে, সত্বর আসিব ফিরে।
বলে গেলে মথুরায়ে, আসিলে না আর পুনঃ ॥

আশা পথ নিরখিয়ে, আছে সে যে পথ চেয়ে।
তারে তুমি দেখা দিয়ে, বাঁচাও তার জীবন॥
মুখেতে নাহিক হাসি, থাকে আঁখি জলে ভাসি।
বৃন্দাবনে শীঘ্র আসি, দাও তারে দরশন॥
সরোজী দেখ সরোবরে, না হেরিলে দিবাকরে।
না স্পর্শিলে তারে করে, খোলে না আস্ত কখন॥
নিশিতে যে কুমুদিনী, না হেরিলে নিশামণি।
রাখে ঢেকে মুখখানি, প্রস্ফুটিত না হয় কখন॥
সাধিকা প্রধানা রাধা, ভেবেছিল রবে বাঁধা।
ফেলে দিল বিঘ্ন বাধা, তবু থাক হয়ে গোপন॥
বৃন্দাবনে আর পুনঃ, দিলেনাক দরশন।
এখন রাধার গেল প্রাণ, মিথ্যা হল সব সাধন॥

ললিতবিভাস—একতালা।

বল বল ওরে সখি, কি ক'রে প্রাণ রাখি কৃষ্ণ-বিহনে।
সে যে সখি গেছে চলে, বেঁধে রেখে আমায় প্রেমে॥
মনে করি ছিঁড়ে ডোরে, পলাইব দেশান্তরে।
কিন্তু আমায় রাখে ধরে, শ্যাম যে ধরিয়া টানে॥
যমুনার কালিন্দী জল, আর সখি দেখ কোকিল।
শ্যামল তাল তমাল, পড়াইয়া দেয় মনে॥
ফিরাইয়া নিতে প্রেম, মথুরায় কর্‌ব গমন।
কর্‌ব তাঁরে নিবেদন, ধরিয়ে তাঁর চরণে॥

কেন আমার মন লয়ে, গেল সখি পলাইয়ে।
রাখিয়ে আমায় বাঁধিয়ে, কষ্ট দিলে আমার প্রাণে॥
জানিনাক বিধি তারে, কি দিয়া রেখেছেন গড়ে।
কেন নিষ্ঠুর হন আমারে, কিসে অপরাধী চরণে॥
যমুনায় প্রাণ ত্যজিব, কাল বর্ণ হ'য়ে রব।
কৃষ্ণ অঙ্গ আচ্ছাদিব, মিশিব কাল বরণে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

ওরে আপন জানিয়া, সঁপেছিলাম মন।
জানিনা সে পলাইবে, জ্বালিয়া আগুন॥
প্রাণের পুতলি ক'রে, রেখেছিলাম তারে অন্তরে।
সে যে ছুরিকা মেরে, হইল অন্তর্দ্ধান॥
জ্বলিল বিরহানল, নির্ব্বাণ নাহিক হল।
সে যে সখি চলে গেল, অস্থির হইল মন॥
যদি সখি যাই জলে, দ্বিগুণ আগুন জ্বলে।
নির্ব্বাণ করিতে গেলে, সংশয় হয় জীবন॥
সে আগুনের ইন্ধন, হয় এ দেহ মন।
আর সব ইন্দ্রিয়গণ, জ্বলিতেছে রাত্রদিন॥
আগুন জ্বেলে চলে গেল, আর ফিরে না দেখিল।
আর সেত নাহি এল, করিল আমায় বঞ্চন॥
জানিতাম না শত্রু হ'য়ে, লইবে আমার হিয়ে।
মন প্রাণ সদা দহে, যবে তাহে হয় স্মরণ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সখি যে পারে ধ'রে দিতে, আমার মনচোরে
সুধিব তাহার ঋণ, চির দাসীত্ব ক'রে ॥
দূর্ব্বাদল শ্যাম বরণ, হয় যে তাঁহার বর্ণ।
বঙ্কিম তাঁর নয়ন, জগতে ঈক্ষণ করে ॥
ত্রিভঙ্গ ত্রিঠাম অঙ্গ, বিষণ্ণ হেরে অনঙ্গ।
ফুলবাণ দিয়ে ভঙ্গ, লুকাইয়ে থাকে অন্তরে ॥
মদন মোহন রূপ, কে জানে তাঁর স্বরূপ।
স্বরূপ অপরূপ, মাধুরি তাঁর কেবা হেরে ॥
মৃদু মন্দ মুখে হাসি, কেহ বলে কাল শশী।
জীব হৃদয়ে প্রবেশি, থাকেন সদা আলো করে ॥
মাথে শিখি পুচ্ছ চূড়া, পৃষ্ঠে ঝুলে পীতধড়া।
কটিতে পীতাম্বর পরা, কুণ্ডল গণ্ডে শোভা করে ॥
রাঙা যে পদ দু'খানি, তাহে উঠে নূপুর ধ্বনি।
করে সে বাঁশরী ধ্বনি, শুনে নৃত্য সবে করে ॥
ফাঁস দিয়ে প্রেম ডোরে, যদি ধর্ত্তে পার তাঁরে।
না হলে কেবা পারে, রাখতে তাঁরে অন্তরে ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

বিধি যারে বাম, কেহ হয় না আপন।
মিত্র বৈরি হয়, শত্রুতা করে সাধন ॥
দেখ সখি নিজ মন, রাখিলাম ক'রে যতন।
দেহ ছেড়ে সে এখন, করিয়াছে পলায়ন ॥

শ্যাম কি মন্ত্র জানে, উড়াইয়া নিল মনে।
যদি সখি নিত প্রাণে, জ্বালা হত নিবারণ ॥
তন্ত্রমতে ক্রিয়া আছে, জানি না শ্যাম কি করেছে।
উচাটন মনে এসেছে, করে না কেন মারণ ॥
ইন্দ্রজালির প্রধান, মায়ায় মুগ্ধ জীবগণ।
দেখে কেবল স্বপন, হারাইয়া ফেলে জ্ঞান ॥
কতরূপ ধরেন তিনি, রূপে ভুলে ছিলাম আমি।
জগতের চিন্তামণি, হৃদে থাকি ক'রে ধারণ ॥
দোষ তাঁর নাহি দেখি, ভাবিলেই হই সুখী।
দিবা নিশি হৃদে রাখি, হেরি মদন মোহন ॥

তিলককামোদ—ঝাঁপতাল।

তাঁরে আপন জানিয়া, সঁপেছিলাম মন।
আমার ভাগ্যদোষে, হলেন তিনি কঠিন ॥
স'পে তাঁরে মন প্রাণ, ধরিলাম দুই চরণ।
কতই করি রোদন, তবু না ভিজিল মন ॥
একাকি বসে নির্জ্জনেতে, কত যে জানালাম তাঁকে।
দেখিলেন না আমাকে, দিলেনাত দরশন ॥
স্বপনে কি জাগরণে, মগ্ন থাকি গুণগানে।
চিন্তা করি, মনে মনে তবু রহেন হ'য়ে গোপন ॥
সহস্রায় নানা কমলে, মূলাধারে চতুর্দ্দলে।
হৃদপদ্ম রাখি খুলে, যদি করেন আসন ॥

ত্রিপুটিতে শ্বেত পদ্মে, নীল পদ্ম নাভি হ্রদে।
কুসুম হৃদয় মাঝে, কণ্ঠেতে ধূম বরণ॥
সিন্দুর বর্ণ যোনি মূলে, সাজাইয়ে নানা ফুলে।
ধরিব বারেক এলে, রাখিয়াছি ক'রে পণ॥
প্রতীক্ষা ক'রে আগমন, রেখেছি দ্বারে নয়ন।
করি শ্রবণ মনন, ক'রে থাকি নিদিধ্যাসন॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

আমার মন সখি আমার হল না।
শ্যামের সঙ্গে গিয়ে, আর ফিরে এলনা॥
ক'রে কৃষ্ণে আকর্ষণ, আনবে বলে বৃন্দাবন।
ক'রে তাঁর সঙ্গে গমন, সেত আর এল না॥
মদন মোহন রূপ হেরে, আঁখি আমার ঝাঁপ দিলে।
না পেরে আস্‌তে সাঁতারে, উঠ্‌তে আর পাল্লে না॥
আঁখিরে বিপন্ন হেরে, ডুবে মন রূপ সাগরে।
মগ্ন হ'য়ে তলে পড়ে, আড়ায় উঠে এল না॥
করিতে তাঁর সন্ধান, পাঠাইব নিজ প্রাণ।
সে যদি হয় মগন, কোন জ্বালা আর থাকবে না॥
শ্যামের সঙ্গে দেখা হলে, আমার কথা যদি বলে।
ব'ল রাধা মন প্রাণ দিলে, ফিরে তারেত দিলে না॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

প্রেমে গলে পাষাণ মন, করি শ্রবণ।
আমার ভাগ্যে শ্যামের মন হইল কঠিনতম॥
যখন কৃষ্ণ চলে গেল, বিষাদে উঠে গরল।
হৃদয় জ্বলে উঠিল, গেল না কেবল প্রাণ॥
যখন রহিলাম কাঁদিতে, ফিরালে না আঁখি দেখিতে।
সান্ত্বনা না দিলে মুখে, বিলাপ না করে শ্রবণ॥
রমণী সুলভ মন, করিলাম তাহে প্রেম।
জানিতাম না এত কঠিন, গড়েছে বিধি দিয়ে পাষাণ॥
ফিরায়ে লইব প্রেম, করেছিলাম আমি মন।
কিন্তু মোর কোমল প্রাণ ভাবিলে হয় বিদীর্ণ॥
এখন ভাবি গেছে গেছে, মন প্রেম নিয়ে গেছে।
কেন প্রাণ পড়ে আছে, পাইনা তার সন্ধান॥
হয়েছে আমার জ্ঞান, কৃষ্ণ যে পরমাত্মন।
দিলে মন প্রাণ প্রেম, হইবে চির মিলন॥
বৃন্দাবনে আর পুনঃ, দিলেনাক দরশন।
এখন রাধার গেল প্রাণ, মিথ্যা হল সব সাধন॥

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন বিধি, আমায় গড়েছিল নারী, বুঝিতে না পারি।
তাইত দিবা নিশি, বিরহেতে পুড়ি॥

যদি পুরুষ হতাম, গোচারণে গোষ্ঠে যেতাম।
নানা রঙ্গে খেলিতাম, পারতেন না কর্ত্তে চাতুরি॥
তখন হতাম সখা, সদা পাইতাম দেখা।
কহিতাম প্রাণের কথা, মনসাধ যেত পূরি॥
পুরুষ হইলে পরে, লয়ে যেতেন সঙ্গে ক'রে।
নারী বলে ফেলে দূরে, চলে গেলেন আমায় ছাড়ি॥
অষ্টাঙ্গ যোগে বসিব, এই বর মেগে লব।
নারী হয়ে না আসিব, মরব না অনলে পুড়ি॥
প্রেম কভু না করিব, মন কারে নাহি দিব।
আপনায় আপনি রব, পড়বে না চক্ষেতে ঝরি॥
সখি শ্যামের কাছে গিয়ে, বলো তাঁরে বুঝাইয়ে।
প্রেম মন ফিরে দিয়ে, লবে সব ভিক্ষা করি॥
থাকে না যে আর প্রাণ, সত্বর কর গমন।
ফিরায়ে লইবে প্রেম, শ্যাম আর নাই আমারি॥

মালশ্রী—কাওয়ালী।

এবার যেন নাহি হয় নারী জনম।
বিধাতার কাছে বর করিব গ্রহণ॥
এবার আমি মেগে লব, পবন হ'য়ে মর্ত্তে আসিব।
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশিব, শীতল হইবে প্রাণ॥
কৃষ্ণ অঙ্গে প্রবেশিয়ে, শিরে শিরে যাব বহিয়ে।
অন্তরেতে প্রবেশিয়ে, রব আমি সর্ব্বক্ষণ॥

প্রাণ অপান সমান, ব্যান উদান,
লয়ে দশম নাম, দেহে করিব ভ্রমণ ॥
নাসারন্ধ্রে প্রবেশিব, বদন সদা চুম্বিব।
হৃদয়ে হৃদয় দিব, হ'য়ে যাব এক প্রাণ ॥
তখন আমারো পরে, জীবন নির্ভর ক'রে।
থাকিবেন সদা ধ'রে, আমায় ছেড়ে না রবে প্রাণ ॥
করিয়া তপশ্চারণ, ত্যজিব আমার প্রাণ।
থাকিব হ'য়ে প্রভঞ্জন, রব তবে প্রাণে প্রাণ ॥

মিশ্র গৌরী—যৎ।

সখি সেত বিরহ জ্বালা কভু জানে না।
নারীর যে মর্ম্ম ব্যথা, সেত কভু বুঝে না ॥
বেদনা যে নাহি জানে, জ্বালা বুঝিবে কেমনে।
পোড়ে না বিরহাগুনে, তার প্রাণে কভু বাজে না ॥
শীতল সলিলে বল, যে বা থাকে চিরকাল।
ভানুর তাপ বল, সে যে কভু পায় না ॥
শশাঙ্কের জ্যোৎস্নাতে, যে পায় সদা থাকিতে।
অমানিশির তিমিরেতে, কি দুঃখ সে জানে না ॥
ধনের অভাব নাহি যার, নির্ধনীর দুঃখ ভার।
মনে কি কভু যায় তার, দুঃখীর দুঃখ কভু বুঝে না ॥
কৃষ্ণ থেকে বৃন্দাবনে, মজালেন গোপীগণে।
ফেলে দিয়া বিরহাগুনে, আর তাদের দেখিলেন না ॥

সহিতে আর নাহি পারি, অদর্শনে পুড়ে মরি।
অন্তরে স্মরিয়া হরি, ত্যজিব প্রাণ যমুনায়॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ওগো সখি একি ব্যাধি, হইল আমার।
জলে স্থলে সর্ব্বত্রে, মূরতি হেরি কালার॥
অন্তরেতে জাগরণে, নিদ্রায় দেখি স্বপনে।
সুষুপ্তির পরক্ষণে, হৃদয়ে হন উদয়॥
যাইয়া যমুনা জলে, সলিলেতে মগ্ন হলে।
দেখিয়ে তার ভিতরে, কর ধরিবারে যায়॥
যবে তাঁর অন্বেষণে, ধেয়ে যাই বনে।
বৃক্ষমূলে নিধুবনে, দেখি যেন অন্তরায়॥
যবে গাঁথি বন ফুলে, মালা সখি রাখি তুলে।
কালা এসে আমায় বলে, পরাইতে গলে তার॥
ভুলে তারে যাইবারে, পারি না বহু চেষ্টা ক'রে।
প্রাণ রাখিব কি ক'রে, উপায় না দেখি তার॥

মনোহর স্নাই—কীর্ত্তন।

আজ কেন গো রাই, প'ড়ে ধরায়, কেবল করে হায় হায়
সুধাইলে কারে, কিছু নাহি কয়।
মুখে শুধু বলে, মনাগুনে প্রাণ জ্বলে যায়॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, স্পন্দন নাহি রয়।
অঙ্গ স্থির হ'য়ে যায়, শ্বাস আর নাহি বয়॥

কখন কম্পিত হ'য়ে, ধরাতে বসে উঠিয়ে।
চারি দিকে দে'খে চেয়ে, স্তম্ভিত হইয়া রয়॥
পুলকে যায় গাত্র ভ'রে, নিয়ত নয়ন ঝরে।
মাঝে মাঝে হস্ত প্রসারে, যেন কাহারে ধরিতে যায়॥
কখন পাগলিনী বেশে, হা হা ক'রে উঠে হেসে।
ধরিয়ে আপন কেশে, ছিন্ন করিবারে যায়॥
কখন ঘর্ম্মেতে অঙ্গ, বহে যেন তরঙ্গ।
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ, পুনঃ ধূলিতে লুটায়॥
উত্তাপে গাত্র জ্বলে, নির্ব্বাণ না হয় জলে।
বলে যে বিরহানলে, মন প্রাণ পুড়ে যায়॥
কভু বলে ওরে আলি, দে'খনা আসিছে অলি।
আগুন দিতেছে ঢালি, পোড়ায় মম হৃদয়॥
দেখ সখি শুক সারি, কণ্ঠেতে দিতেছে ছুরি।
সপ্তমেতে তান ধরি, কেবল কৃষ্ণ গুণ গায়॥
বলে, কোকিল পঞ্চম স্বরে, ডেকে আনে পঞ্চশরে।
আমায় সখি বিদ্ধ করে, আর প্রাণ নাহি রয়॥
এই বলে করে ক্রন্দন, থাকে লয়ে ধরাসন।
থাকে না তার জীবন, কৃষ্ণ বিনা বুঝি যায়॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

সখি, এবার আমি বাণপ্রস্থে যাইব।
সেথা গিয়ে আমি গিরি গহ্বরে বসিব॥

করিব তপশ্চারণ, ক'রে আমি সিদ্ধাসন।
থেকে আমি অনশন, সাধনায় মন দিব ॥
অষ্টাঙ্গ যোগ করিয়ে, ধ্যানেতে রব বসিয়ে।
মূর্ত্তি রেখে হৃদয়ে, সদা অন্তরে দেখিব ॥
যদি যাই সিদ্ধ হ'য়ে, বর লইব মাগিয়ে।
কভু আর নারী হ'য়ে, মর্ত্তেতে আর না জন্মিব ॥
তাহ'লে বিরহাগুন, পারবে না কর্ত্তে দহন।
বিচ্ছেদে আমারই প্রাণ, কখন আর না জ্বলিব ॥
এই বর লব চেয়ে, যেন যাই কৃষ্ণে মিলিয়ে।
আত্মায় আত্মা এক হ'য়ে, তাঁর সনে সদা রব ॥
পারবে না আর ফেলে দিতে, পারবেন না আর ত্যজিতে
প্রকৃতি আর পুরুষেতে, একত্র মিলে রব ॥

বসন্তবাহার—কাওয়ালী।

অধৈর্য্য হইল রাই, বসন্তেরি আগমনে,
সকলই প্রফুল্ল হল, রাই পোড়ে ধরাসনে ॥
বহিলে মলয় পবন, বলে কে দিল গায়ে আগুন,
আমি যে হ'তেছি দহন, শ্যামে না হেরে নয়ন ॥
যখন হয় জ্ঞান, গগনে হেরে নয়নে ॥
ক'রে তারে সম্বোধন, বলে আন গিয়া শ্যামধনে ॥
তোমারি যে বরণ, হয় আমার শ্যামেরই সম,
তুমি বুঝি ক'রে গোপন, লুকায়েছ তোমারি সনে ॥

বলে ওহে পিকবর, যাও যথা নটবর,
কুহুকুহু শব্দ কর, যদি শ্যামের পড়ে মনে॥
ডেকে বলে ওরে অলি, যাও যথা বনমালী,
সেথা গুন্ গুন্ করি, আমার দশা বল কাণে কাণে॥
বলে ওহে শুকশারী, যাও যথা আছেন হরি,
গিয়ে ব'লো তোমার প্যারী, ত্যজিবে প্রাণ তোমার কারণে॥
ওরে মলয় পবন, যাও যথা আছেন শ্যাম,
জ্বলে আমারি মনপ্রাণ, তাঁহারি বিরহ আগুনে॥
রাধা হারাইয়ে জ্ঞান ক'রে পশুপক্ষীর সম্বোধন,
বলে এনে দাও শ্যাম ধন, নতুবা মরিব প্রাণে॥

বসন্ত বাহার—ঢিমা।

ধীর সমীরে যমুনারি তীরে, বাজিল মোহন বাঁশী।
ব্রজনারীগণ শুনে মধুর তান, উতরে পুলিনে আসি॥
ত্যজিয়া গৃহের কর্ম্ম, ত্যজে কুল শীল ধর্ম্ম।
পড়িছে গাত্রেতে ঘর্ম্ম, কবরী পড়িছে খসি॥
লোকলাজ পরিহরি স্বামি পুত্রেরে পাশরি।
দেখিতে প্রাণের হরি, সারি সারি দাঁড়ায় আসি॥
যাইয়া কদম্বমূলে, কুসুম হার দেয় গলে।
নাচে ঘেরে হরিবলে, প্রেমে হ'য়ে প্রয়াসী॥
যমুনা পেয়ে পবন, উথলি ধরে চরণ।
সার্থক করে জীবন, সে রাঙ্গা পদ পরশি॥

হেরে সে বংশীবদনে, জলাঞ্জলি দেয় মানে।
উল্লাসিত হ'য়ে প্রাণে, আলিঙ্গন করে আসি॥
কৃষ্ণে পরমাত্মা জ্ঞান, করে ব্রজবালাগণ।
কৃষ্ণ যে তাহাদের প্রাণ হৃদাকাশে পূর্ণশশী॥

ভৈরব—চৌতাল।

কোথা হে মধুসূদন, পুরুষ প্রধান, জীবের জীবন।
দীন জনে, ডাকে তোমারে, হইলে বিপদে মগন॥
ডাকিলে তোমায় কাতরে, থাকিতে পার না দূরে।
উদ্ধার কর তারে, ক'রে কর প্রসারণ॥
বিপদভঞ্জন নাম ধর, বিপদ না থাকে কার।
প্রাণ হইলে কাতর, দাও তারে দরশন॥
ভক্ত করিলে ক্রন্দন, করুণস্বরে করিলে আহ্বান।
করিয়া তাহা শ্রবণ, রাখ না তার ব্যাসন॥
তুমি হও ভক্তের ধন, ভক্ত করিলে সাধন।
দিলে তোমায় মন প্রাণ, পূরাও তার মনস্কাম॥
গুণাতীত গুণাশ্রয়, বলে তোমায় দয়াময়।
আমারে দাও আশ্রয়, চরণেতে দাও স্থান॥
পড়েছি ঘোর সঙ্কটে, না পেলে তোমায় নিকটে।
নিবেদন কর পুটে, থাকে যেন তব প্রেম॥

———

পুরবী—আড়া।

ওগো রোহিণী কেন নীলমণি, হল আজি অচেতন।
রাহু যেন মর্ত্তে আসি, গ্রাসি, গ্রাসিল চাঁদবদন॥
হেরিয়া মুখ মলিন, দহিছে আমারই প্রাণ।
হৃদয়ে জ্বলে আগুন, বুঝি যায় মম প্রাণ॥
কি করি এখন বল, অঙ্গে যে নাহিক বল।
শোকে হই বিহ্বল, অন্ধকার দেখে নয়ন॥
উত্তপ্ত হলেম শোকে, আন বৈদ্যগণ ডেকে।
না হলে এ সঙ্কটে, কে আছে বাঁচায় জীবন॥
বৃন্দাবনবাসী যত, আসিতেছে অবিরত।
সকলে করিছে শোক, হেরে চাঁদবদন॥
এলেন দেখ বৈদ্যনাথ, ধরি গিয়ে তাঁর হাত।
জানি না যে বিধাতঃ, কি ললাটে লিখেছেন॥
বৈদ্যরাজ ধরি চরণ, যাদুমণির দাও প্রাণ।
কর তারে চেতন, পাই এ দেহেতে প্রাণ॥

বাহার—একতালা।

সখি সুখ আশে, শ্যাম পাশে, ধেয়ে গেল মন।
নিজ সত্ত্বা না রাখিল, ফিরিল না আর পুনঃ॥
তন্ময় হইয়া গিয়ে, থাকে কেবল কৃষ্ণ লয়ে।
কখন বা কৃষ্ণ হ'য়ে, কাল রূপ করে ধারণ॥

যে দিকে ফিরাই আঁখি, কালরূপ সর্ব্বে দেখি।
দেখে আমি হই সুখী, থাকেনাক অহংজ্ঞান ॥
অনিল আর অনলে, কালিন্দী যমুনা জলে।
আর যে কদম্ব মূলে, শুনি যে বাঁশরির গান ॥
কভু মনে ভাবি তাই, কৃষ্ণ হয়ে রয়ে যাই।
গৌরবর্ণা নহে রাই, হ'য়ে রই কাল বরণ ॥
হেরে কালায় বৃন্দাবনে, জুড়াতাম শুধু নয়নে।
এখন সখি মন প্রাণে, দেখি তাঁরে সর্ব্বক্ষণ ॥

রামকেলী—সুরথকাওয়ালী।

ওরে আঁখি যুগল মূরতি রাধাকৃষ্ণ নেহার।
যদি চাও পার হতে, এ ভব-সাগর ॥
অর্দ্ধে দেখ পীত ধড়া, অর্দ্ধে নীলাম্বরী পরা।
অর্দ্ধাঙ্গে ঝোলে বনমালা, অর্দ্ধে মণিময় হার ॥
আধে শিখিপুচ্ছ চূড়া, আধে পৃষ্ঠে বেণী ধরা।
চন্দন ললাট ভরা, আধে শোভিছে সিন্দূর ॥
আধে বঙ্কিম নয়ন, আধে কর্ণিকা সম।
কুণ্ডল কর্ণে লম্বমান, আধে কর্ণ অলঙ্কার ॥
অর্দ্ধ দূর্ব্বাদল শ্যাম, অর্দ্ধ সোণার বরণ।
কিবা শোভা উভে মিলন, মেঘে সৌদামিনী স্থির ॥
এক করে বংশী ধ'রে, অপরে বলয় শোভা করে।
উভপদ শোভে নূপুরে, উঠে ধ্বনি মনোহর ॥

প্রবেশিলে ধ্বনি অন্তর, ভুলাইয়ে দেয় সংসার ॥
জীব তুমি খুলে নয়ন, যুগল কর দরশন ।
থাকবে না সংসার ভ্রম, ঘুচে যাবে অন্ধকার ॥

খটভৈরবী—ঝাঁপতাল।

শ্যাম, শ্যামা একজন, কর না ভেদজ্ঞান ।
অজ্ঞানে ভেদ জ্ঞান, করে তাঁরে ভিন্ন ভিন্ন ॥
এক ভিন্ন নাই দ্বিতীয়, জগত হয় ব্রহ্মময় ।
সংশয় কর না তায়, অবিদ্যায় জন্মায় ভ্রম ॥
কেবল জানিবে তাঁরে, আসেন কত রূপ ধরে ।
প্রয়োজন সাধিবারে, নাম রূপ হয় ধারণ ॥
ক্ষুদ্র আর বৃহৎ, প্রয়োজন দুইমত ।
হইলে তাহা সাধিত, হন তখন অন্তর্ধান ॥
ভক্তের উদ্ধার তরে, আসেন তিনি রূপ ধরে ।
বাসনা তাঁর সিদ্ধ করে, রূপের হয় পরিবর্ত্তন ॥
উদ্ধারিতে রাধারে, দাঁড়ালেন অসি ধরে ।
আয়ানে ছলনা করে, হন মদন মোহন ॥
হিরণ্যাক্ষে নাশিবারে, এলেন বরাহ মূর্ত্তি ধরে ।
হিরণ্যকশিপু বধিবারে, নরসিংহরূপ ধারণ ॥
কুম্ভকর্ণ আর রাবণে, নাশিতে তাদের প্রাণে ।
বানর লয়ে সংগ্রামে, ধরেন তবে রাম নাম ॥

ভূভার হরিবার তরে, এলেন কৃষ্ণ নাম ধরে।
কুরুক্ষেত্র রণ করে, বধেন ক্ষত্রিয় প্রাণ ॥
কভু নারী রূপ ধরে, কখন পুরুষাকারে।
জগতেতে কার্য্য ক'রে, উদ্দেশ্য করেন সাধন ॥

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

আহা কিবা অপূর্ব্ব যুগল মিলন।
হরগৌরী একাঙ্গ হয়ে, একাসনে আসীন ॥
আধেতে রজত নিভা, আধে স্বর্ণ কান্তি আভা।
জগজন মনোলোভা, হেরনারে নয়ন ॥
আধে জটাজূটে ফণী, আধে ঝোলে লম্বিত বেণী।
ফণী শিরে দেখ ফণী, কেশপাশে শোভে রতন ॥
আধে সিন্দূর বিন্দু, আধেতে বিমল ইন্দু।
খেলে নির্ম্মল সিন্ধু, নির্গম হয় আগুন ॥
আধে ভস্ম লেপন, আধে চর্চ্চিত চন্দন।
আধে ঢুলু ঢুলু নয়ন, আধে বাল মৃগ সম ॥
ত্রিনয়ন উভে ভালে, যেন দিনমণি জ্বলে।
অগ্নি তার অন্তরালে, দিতেছে সদা কিরণ ॥
কাল কূটে কণ্ঠনীল, আধে রত্ন হারোজ্জ্বল।
আধে পরা বস্ত্রলাল, আধে বাঘাম্বর ধারণ ॥
আধ স্কন্ধে ভিক্ষাঝুলি, আধে অন্নের পূর্ণ থালি।
অন্ন পেয়ে জীব সকলি, দেয় অন্নপূর্ণা নাম ॥

এক হস্তে শিঙা ধরা, আধ পদে নূপুর পরা।
যুগল মূর্ত্তিতে ধরা, করিছেন পালন॥

ভৈরব—একতালা।

কাল হইলে কাল, ঘটালে জঞ্জাল।
জগতে সব হেরি, রহিয়াছে কাল॥
মহৎবিশ্বে যাহা আছে, যেন কাল রং মেখেছে।
নীলিম শ্যামল যাহা আছে, তাদের গণে যে কাল॥
নীলিম আকাশ কাল, আর কাল সাগর জল।
ভূধর অটবী সকল, থাকে তারা ধরে কাল॥
যমুনার জল কাল, আর কাল হয় কোকিল।
ক্ষেত্রেতে শস্য শ্যামল, কালেতে জগত আলো॥
হয় যবে প্রলয় কাল, সকলই দেখায় কাল।
থাকে না তখন আলো, কাল গ্রাসে যে আলো॥
কাল উৎপত্তি করে, স্থিতি আর সংহারে।
হয় লয় জেন কালে, অনাদি হয় যে কাল॥
কালে কাল হারাইয়ে, পড়ি বুঝি কাল কবলে।
কালে যদি পাই কালে, কাল হবে না পরকাল॥

টোরী ভৈরবী—কাওয়ালী—কীর্ত্তন।

গোষ্ঠে যাবার বেলা হল, উঠ উঠরে নীলমণি।
আমি রেখেছি ধরে করে, ক্ষীর, সর, নবনী॥

গগনে উঠিছে ভানু, ব্রজের বৎস ধেনু।
শুনিতে তোমারই বেণু, চেয়ে আছে হেরিতে ও মুখখানি ॥
ব্রজেতে তোর যত সখা, ক্রমেতে দিলরে দেখা।
লয়ে যেতে গোষ্ঠে, তোরে যাদুমণি ॥
পর পর ধড়া, শিখি পুচ্ছ চূড়া,
মন মুগ্ধ করা, ওরে নীলমণি ॥
ওরে বাপ ধন, অমূল্য রতন তুমি যে ফণীর মণি।
আমার হৃদয়, হেরিতে তোমায়, সতত চঞ্চল যে নীলমণি ॥
সতত মন আকুল, পাছে ঘটে অমঙ্গল, সতত ব্যাকুল।
তুমি যে আমার পরাণী ॥
তুমি গোষ্ঠে গেলে পরে, থাকি আমি পথ চেয়ে।
পাছে কেহ অনিষ্ট করে, পুনঃ প্রমাদ সতত গণি ॥
ছিটা ফোঁটা পায়ে দিব, দেবতায় তোমায় সঁপিব।
তবে নিশ্চিন্ত হইব, রক্ষা করিবেন কাত্যায়নী ॥
কংশ পাছে ভুল করে, তোমারে প্রাণেতে মারে।
এই আশঙ্কা মনে করে, ভাবি আমি দিবস রজনী ॥
গোষ্ঠ হতে এলে পরে, লই তোমায় বক্ষে ধরে।
শান্ত হই চুম্বন করে, তোমার ওই মুখ থানি ॥
বনফুলে মালা গাঁথি, সাজাইবার জন্যে রাখি।
তুই যে রে নয়নের পাখী, না দেখিলে সরে না মুখে বাণী ॥
উঠেছে দেখ দিনমণি, গা তোলরে যাদুমণি।
তুমি আমার হৃদয়ের মণি, হও জগতের চিন্তামণি ॥

ভীমপলশ্রী—আড়া—কীর্ত্তন।

হরি নামের ঢেউ উঠেছে নদিয়ায়, দেখবি আয় আয় আয়।
যত সব নর নারী, গৃহ ছাড়ি, দ্রুতবেগে ধেয়ে যায়॥
প্রেম-গদ্গদ হ'য়ে, ধন জন ছেড়ে দিয়ে।
হরি নামের ধ্বজা লয়ে, জগতজনে মাতায়॥
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম, গলালে সবার মন।
দেখেনাক পরিজন, ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে যায়॥
যত সব পাষণ্ড ছিল, এক ঢেউয়ে গ'লে গেল।
ভক্ত সঙ্গে মিশে গেল, খুঁজে নাহি পাওয়া যায়॥
জগাই মাধাই দুই ভাই, কেবা যায় তাদের ঠাঁই
মদ্যপানে মত্ত সদাই, তারাও ভক্ত হয়ে যায়॥
শীঘ্র ক'রে আয়রে চলে, হরি নাম নেনা তুলে।
তন্ত্র, মন্ত্র গিয়ে ভুলে, হরিনাম গুণ গায়॥
গৌরাঙ্গ বসে আছে, সকলেরে ডাকিতেছে।
আর সবে বলিতেছে, সংকীর্ত্তনে মেতে যাও॥
সুধামাখা হরিনাম, সকলে খুলেরে প্রাণ।
উদর ভরে কররে পান, রোগ শোক দূরে যায়॥
কর না কেহ হেলা, সন্ধ্যা হল গেল বেলা।
জপ নাম এই বেলা, যারা করে তরে যায়॥
শমনে থাকে না ভয়, হরিনামের জয় হয়।
যখন মরণ হয়, বিষ্ণু দূতে তুলে লয়॥



সঙ্গীত-সুধাকর

(আধ্যাত্মিক গীতাবলী)

-*-

চতুর্থ খণ্ড।

কীর্ত্তন।

কীর্ত্তন।

দেখ আসি, নগরবাসী, নবীন সন্ন্যাসী, গৌরবরণ।
কাটোয়া নগরীতে, ভাগীরথী তীরেতে জীবেরে
প্রেম বিলাইতে করেন মস্তক মুণ্ডন॥
কিবা রূপ, কি লাবণ্য, মর্ত্তে হয় চন্দ্র ভ্রম।
হেরিলে কাঁদে পরাণ, চক্ষে বারি বরিষণ॥
কেশব ভারতীরে, গুরুপদেতে বরিয়ে।
তাঁর কাছে দীক্ষা লয়ে, দণ্ড করেন ধারণ॥
ত্য'জে নিজ পরিজন, মাতা, স্ত্রী পূর্ণ যৌবন।
জগতে বিলাতে প্রেম, ছিন্ন করেন মায়া বন্ধন॥
গয়া ধামেতে গিয়ে, বিষ্ণু পদে পিণ্ড দিয়ে।
ভাবেতে উন্মত্ত হ'য়ে, গৃহ করেন বিসর্জ্জন॥
জীবেরে অজ্ঞান হেরে, তাহার মুক্তির তরে।
ভক্তি প্রেম দেন তারে, তার উদ্ধার কারণ॥
রাধাকৃষ্ণ একাধারে, ধরেন নিজ আকারে।
বাহ্য রাধা কৃষ্ণ অন্তরে, প্রকৃতি পুরুষ মিলন॥
সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে সঙ্গে, কেলি করেন কত রঙ্গে।
প্রেমে মাতাইয়ে বঙ্গে, গেলেন পুরুষোত্তম॥
ভাব বিহ্বল হ'য়ে, সাগরেতে ঝাঁপ দিয়ে।
পড়েন কৃষ্ণে ধরিবারে, হারালেন তাহে জীবন॥

কীর্ত্তন।

গৌরাঙ্গ ভিক্ষার ঝুলি, আর হরি নাম লয়ে।
দ্বারে দ্বারে বেড়ালেন, জীবে নাম বিলাইয়ে॥
বলেন 'উঠ উঠ জীব, দেখ না আপন শিব।"
ডাকেন ক'রে উচ্চরব, বিনামূল্যে নাম দিয়ে॥
হরিনাম ধ'রে করে, জীবের উদ্ধার তরে।
কেহ নিল আদর করে, কেহ বা দেয় ফিরায়ে॥
না দেখে মান আপমান, সর্ব্ব জনে দেখে সম।
চণ্ডালে করেন আলিঙ্গন, বেড়ান হরি নাম গেয়ে॥
মাতিল ভারতবাসী, জুটিল সকলে আসি।
হরি নাম দিবানিশি, করে আনন্দে মাতিয়ে॥
না ভেবে মান অপমান, সমদৃষ্টি হিন্দু যবন।
সবে দেন হরি নাম, লন পাপীরে উদ্ধারিয়ে॥
জীবের হৃদয় লয়ে, দিলেন বীজ ছড়াইয়ে।
সময়েতে বৃক্ষ হ'য়ে, অমর করে ফল দিয়ে॥

কীর্ত্তন।

আমার গৌর নাচে, নিতাই নাচে, নাচে দু ভাইরে।
প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে, নেচে নেচে বেড়ায় রে॥
হয়ে প্রেমে বিহ্বল, হরি বোল হরি বোলেরি রোল তুলিয়া রে।
প্রেমে হয়ে উন্মত্ত ক'রে তারা নৃত্য যেন মত্ত মাতঙ্গ রে।
তারা কাঁদে, নয়ন জলে ভেসে, যায় জীবেরে কাঁদায়ে রে।
আমার গৌর গিয়ে মাথা মুড়ায়ে, ঝুলি লয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় রে।

আমার গৌরকান্তি হয় ভ্রান্তি, চাঁদ এসে বেড়ায় রে।
ঘরে ঘরে হরি হরি বলে, জগৎ মাতায় রে।
তারা প্রেম বিলায়, সবে মাতায়, নাচায় করতালি দিয়ে রে।
বাজায় খোল দিয়ে হরিবোল, প্রেম বিলায় রে।
তার কাছে যে যায়, তারে সে মজায়, সে যে আর ফিরে না রে।
আমার গৌর ছাড়ে গৃহ, ছাড়ে স্নেহ মায়া বন্ধন কাটে রে।
তোরা সব আয়, প্রেম লয়ে যায়, হরি বোলে তুই বাহু তুলে রে।
গৌর সঙ্গে সবে নাচরে, গড়াগড়ি দেয় মাটিতে লুটায়,
জ্ঞান হারায় রে।
হরিনাম শ্রবণে, সে পায় জ্ঞানে, উঠে হরি হরি বলে নাচে রে॥

কীর্ত্তন।

ব'লে হরি নৃত্য করি কে যায় নদের পথে।
নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত, রয়েছেন তাঁর সাথে॥
হরিনামে মত্ত হ'য়ে দিতেছে সবে মাতাইয়ে।
সবে বেড়ায় নাচিয়ে, নাম প্রচার সর্ব্বত্রেতে॥
ঘাম ছোটে দেহ হতে, লক্ষ্য ত নাহিক তাতে।
করতালি দিতে দিতে, ছুটে যান রাজ পথে॥
সিঙ্গা মৃদঙ্গ বাজিল, করতাল তাহে মিলিল।
উচ্চ হরিবোল রোল, পাষাণ গলিল তাতে॥
সবাই বলে পাগল হল, গৌরাঙ্গ মেতে উঠিল।
হরি বিনা নাহি রোল, ঘোরে ধরাধরি হাতে॥

কেহ ভাবে গলে যায়, ধুলাতে কেহ লুটায়।
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়ে রয়, হরিনাম দেয় কাণেতে ॥
তখন সে উঠে পড়ে, হরি বলে নৃত্য করে।
আলিঙ্গিয়ে পরস্পরে, থাকে হরি বলে নাচিতে ॥
হরিনাম কর সার, যদি হবে ভবে পার।
তিনি হন কর্ণধার, লয়ে যাবেন পারেতে ॥

কীর্ত্তন।

উঠিল তরঙ্গ, দেখ রঙ্গ, গৌরাঙ্গ ভেসে যায়।
অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তায় ॥
উঠেছে ভীষণ রোল, কেবল বলে হরিবোল।
দরিদ্র আর ধনী সকল; এক সঙ্গে চলে যায় ॥
ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল, পরস্পরে দেয় কোল।
কেবল বলে হরিবোল, নেচে নেচে জ্ঞান হারায় ॥
না করে জাতি বিচার, একত্রে করে আহার।
ভেদাভেদ নাই কাহার, সকলে পাগল হয় ॥
খাদ্য দ্রব্য লয়ে হাতে, কে কাহার দেয় মুখে।
আলিঙ্গনে করে সুখ, হরিনামে জ্ঞান হারায় ॥
প্রেম মদিরা ক'রে পান, ভুলে যায় অহংজ্ঞান।
করে কেবল নৃত্য গান, হরিনামামৃত খায় ॥
ছাড়িয়া বিষয় বাসনা, কেবল কর হরি ভজনা।
ভেদাভেদ তায় থাকে না, ভক্তিরসে গলে যায় ॥

হরি বল, হরি বল, ক'রে লও পথ সম্বল।
নাইক তার কালাকাল, দিবানিশি ভাব তাঁয়॥

কীর্ত্তন।

হরি বল হরি বল হরি বল রে ভাই।
এস সবে মিলি, হরি বলে হরিনাম গাই।
ঊর্দ্ধে সবে বাহু তুলে হরিবোল হরিবোল বলে।
আপনায় গিয়ে ভুলে, চলরে হরির ঠাঁই।
মাথায় বেঁধে নামাবলী, নাচ হরি হরি বলি।
হাতে ল'য়ে মালার ঝুলি, হরির কাছে যাই।
তিলক মাটি হাতে লয়ে, থাক তিলক পরিয়ে।
হরিনাম ছাপ দিয়ে, রাখ সর্ব্ব ঠাঁই।
তুলসীর মালা কণ্ঠে পর, বহির্ব্বাস কটিতে ধর।
তুলসীর মালা করে কর, জপরে সদাই।
তুলসী তলে সবে গিয়ে, সাষ্টাঙ্গে তাঁয় প্রণমিয়ে।
তুলসী পাতা কাণে লয়ে, তুলসী তলে বেড়াই।
মৃদঙ্গের রোল তুলে, চল সব হরি ব'লে।
তায় খঞ্জনি বাজাইয়ে, মাতিবে সবাই।
নগর সংকীর্ত্তন কর, রাম সিঙ্গা করে কর।
হরিনামে ধ্বজা ধর, দেখুক সবাই।
ধ'রে সুমধুর তান, কর হরি সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া সব জীবগণ, উদ্ধার হক সবাই।

কীৰ্ত্তন।

ওগো নন্দরাণী, কি শুনি।
অবতীর্ণ তব গৃহে জগতের চিন্তামণি॥

তুমি অতি পুণ্যবতী, পুণ্যফলে পেলে বিশ্বের অমূল্য মণি
গগনে অমরগণে, বিমানে রথ আরোহণে।
আসিতেছেন বৃন্দাবনে, হেরিতে ও নীলমণি।
দেখ ঐ ব্রহ্মপুরে, আসিতেছেন রথোপরে।
আসিতেছেন যে সত্বরে, দেখ গো কমলযোনি।
বৃষে বাহন করে, ত্রিশূল লইয়া করে।
বিরূপাক্ষ শশিশেখরে, আসেন সহ ভবানী।
যতিগণ পেয়ে ধ্যানে, আসিতেছেন বৃন্দাবনে।
হেরিতে শিশু নয়নে, আসেন সব ঋষি মুনি।
রাখিতে বালক নাম, পাইয়া যে শুভক্ষণ।
করিয়াছেন আগমন, দেখ না ঐ গর্গমুনি।
গোকুলের গোপকুল, আনন্দে হ'য়ে বিহ্বল।
সকলে হয়ে ব্যাকুল, আসেন শিশুর জন্ম শুনি।
শশাঙ্ক গগনে ভেসে, তারাগণ সহ আসে।
আর দেখিবার আশে, প্রকাশিছে দিনমণি।
আজি কি আনন্দ দিন, আনন্দিত জীবগণ।
হরষিত বৃন্দাবন, নৃত্য করিতেছে গোপিনী।
দেখনা যমুনা আসে, আনন্দ স্রোতেতে ভাসে।
দেখিবার আয়াসে, আসিতেছে যে ঐ তটিনী।
আর যত বিহঙ্গমে, গাহিতেছে মধুর তান।

মুগ্ধ করে বৃন্দাবন, নৃত্য করিতেছে শিখিনী।
যতেক পাদপকুল, লয়ে সবে ফল ফুল।
আসিছে হ'য়ে ব্যাকুল, পূজিতে চরণ দু'খানি।
শিশুর রক্ষার তরে, ছিটা ফোঁটা দাও তারে।
সমর্পিয়ে করে করে, রক্ষা করিবেন কাত্যায়নী।
আজিকার আনন্দ দিন, দিয়ে নন্দ উৎসব নাম।
ভারতের চিরদিন, আনন্দিত হবে সর্ব্বপ্রাণী।

কীর্ত্তন।

বাজিল বাঁশী, উদয় হল সখী, শ্রীবৃন্দাবনে (উদয় হ'ল কাল শশী)।
ঐ বাজিল বাঁশী শুন সখি, যমুনা পুলিনে নিধুবনে॥
মেঘের গর্জ্জন, বাঁশীর গান, উভে মিলি অস্থির করে গোপিকার মন।
তিমির ঘেরিল বিপিন, কেমনে করিব গমন॥
ভীত হয় যে প্রাণ, কিন্তু অস্থির হতেছে চরণ করিতে গমন।
আমারই যে আঁখি, ইচ্ছা হয় সদা শ্যামেরে দেখি,
দেখিয়ে হইয়ে সুখী, করিব মুখ সুধাপান।
যেমন চাতকী হেরি নবঘন, করিতে তার সুধাপান উঠে গগনে,
চক্রবাক হেরে সুধাংশু, গগনে ধায় সুধা পানে॥
তেমতি আমার প্রাণ, হেরিতে শ্যাম নবঘন,
মুখামৃত করিতে পান, অভিলাষী হয় মনে॥
শ্যামরূপ নবঘন, পীতাম্বর বিদ্যুৎ সমান,
বারিসুধা বর্ষণ, করে সেই নবঘনে॥

আজ রাসরাজ করিবেন রাস, লয়ে সব গোপীগণে ;
শীঘ্র চল চল সখী, আঁখি তৃপ্ত করে দেখি,
যেমন চক্রবাকী, করে বিধু দরশন ॥
এই বলে গোপী সবে, যায় বনেতে ধেয়ে,
সেই শ্রীকৃষ্ণেরে লয়ে, কেলি করিতে গোপনে ॥
অনন্ত প্রেমের খেলা কে বুঝিবে তাঁর লীলা,
উঠিছে প্রেমের বেলা, ডুবিছে তাহে গোপীগণ ॥

কীর্ত্তন।

দাঁড়াও শ্যাম, দাঁড়াও আসি হৃদয় বৃন্দাবনে।
রাধায় লয়ে বামে ।
মদনমোহনরূপ, হেরিব নয়নে ,
হেরিব প্রকৃতি পুরুষ, একত্র মিলনে ।
বাঁশী ধরি দাঁড়াইবে, সপ্ততারে গান করিবে ।
জীবেরে মাতাইবে, সুমধুর তানে ।
তিনগ্রাম সপ্তস্বরে, গমক দিয়ে তার উপরে ।
মধুপেরই ঝঙ্কারে, মাতাও তুমি জীবগণে ।
হয়ে হে জগতে জগৎ যন্ত্রী, বাজাও হৃদয় তন্ত্রী ।
দিতেছ তাহে গ্রন্থি, মুগ্ধ কর মন প্রাণে ।
হৃদয় রাস মঞ্চবে, আনন্দে কেলি করিবে ।
অহংজ্ঞান ভুলাইবে মাতাবে আলিঙ্গনে ।

জীবভাব দূরে যাবে, তোমারে হৃদয়ে পাবে।
আত্মা দরশন হবে, আনন্দ ভাসিবে মনে।
পেলে তব আলিঙ্গন, থাকে না তার বাহ্যজ্ঞান।
উড়ে যায় যে তার অজ্ঞান, ভাসে সে যে আত্মজ্ঞানে॥

কীর্ত্তন।

একবার দাঁড়াও হে হরি, রাধায় বামে করি।
নয়ন ভরে হেরি, জুড়াই হে জীবন॥
দেখিব পুরুষ প্রকৃতি, হয়েছে মিলন॥
সে রূপ হৃদয়ে ভেবে, পার হ'য়ে যাব ভবে।
বলহে বল কবে, কর্‌ব রূপ দরশন॥
তোমার বৈষ্ণবী শক্তি, হন যে রাধাসতী।
হইয়ে তাঁন প্রকৃতি, জগত করেন সৃজন॥
তুমি পুরুষ বেশে, প্রকৃতির পাশে বসে।
করিতেছ যে ঈক্ষণ॥
রাধা লক্ষ্মীরূপে, আছেন তব বুকে।
শেষে তব স্বরূপে, হইবেন লীন॥
হবে পুরুষ প্রকৃতি মিলন।
হেরিবে নয়ন, রূপ নবঘন সার্থক হবে জীবন॥
আনন্দে ভাসিবে মন
এই আমার লক্ষ্য, পাইব সালোক্য।
যুগলে ক'রে ঐক্য, ত্যজিব পরাণ॥

।

বঁধু হে ত্বরা এস হে।
আমি অধৈর্য্য হয়েছি, না হেরি তোমারে হে।
তোমারই লাগিয়া, শর্ব্বরী জাগিয়া
বসিয়া রহেছি হে।
তোমারই লাগিয়া, কুঞ্জ সাজাইয়া
ফুলহার গাঁথিয়া রেখেছি হে।
এখন কুসুমেরই হার, ধরে ফণির আকার
আমায় দংশিছে হে।
কবরী ভূষণ যতেক কুসুম, এখন শুকাইল হে
নিশি ভোর হল, বঁধু না আসিল
কেমনে বাঁচিব হে।
বুঝিতে না পারি, তোমারই চাতুরী
বুঝি কোন নারী, তোমায় পেয়েছে হে।
সে ত ছাড়িল না, তুমিত এলে না,
লোক গঞ্জনা সার হল হে।
আমার জীবন, জীবনে জীবন মিশায়ে দিব হে।
আমারই এ দেহে, বারেক দেখিও,
পুনরায় যেন, তোমায় পাই হে।

কীর্ত্তন।

ওই যে বঁধু এল (কুসুমেরই হার যবে শুকাইল হে)
কোকিল ডাকিল, নিশা পোহাইল, প্রভাত পবন বহিল হে।

তোমার বদন, রতির শ্রম, দেখা যে দিয়েছে হে।
চন্দন উঠে গেল, সিন্দূর বিন্দু এল, ঢুলু ঢুলু নয়ন যুগল হে।
এস না আর কুঞ্জে, সে নারীরে ভুঞ্জে, সুখে তুমি থাক হে।
আমি দুখে ভেসে যাই, তাতে ক্ষতি নাই
তুমি সুখী হলে, আমি সুখী হই হে।
দেখ ওই নিশানাথ, কুমুদিনী রত, এখন অস্তাচলে গেল হে।
এখন তুমি যাও যাও, যথা গিয়ে সুখী হও।
আমি চাহিনা তোমায় হে।
দেখাইতে প্রেম, এসেছ এখন, নিশিভোর করে হে॥

কীর্ত্তন।

রাধিকারমণ, হেরি রাধার মান (ক'রে সম্বোধন, কহেন বচন॥)
কেন ক'রে রাধা অভিমান, করিতেছ আমায় বর্জ্জন।
দৃঢ় হইয়া মনে যেন, আমি জানি না যে তোমা ভিন্ন।
তোমারই যে সাধন, করেছ আমায় বন্ধন।
করিয়া তাহা ছেদন, করিতে না পারি গমন।
যেবা দিয়ে মন প্রাণ, করে আমায় ভজন।
সে পায় মম দরশন, নাহি তাহে পর ও আপন।
মিছে আমায় দাও দোষ, প্রকাশিছ তব আক্রোশ।
হয়েছ ঈর্ষারই বশ, পাবে না তায় দরশন।
আমাতে যাহার মতি, যে দেয় আমারে রতি।
তুষ্ট হ'য়ে তার প্রতি, করি তারে আলিঙ্গন।

যাই আমি সর্ব্বস্থান, কিবা রাত্র কিবা দিন।
যে আমারে দেয় মন, সদা থাকি বিদ্যমান।
নাহি আমার কালাকাল, কিবা সন্ধ্যা কি সকাল।
থাকি আমি সর্ব্বকাল, বিচার নাই ক্ষণাক্ষণ।
ক'র না রাই আর মান, ক'র না আমায় বর্জ্জন।
রাখিলে মনে অভিমান, পায় না আমার দরশন॥

কীর্ত্তন।

ওগো সখি কেন দেখি, আজি ঝরে ড়ুনয়ন।
দক্ষিণ আঁখি মোর, হতেছে স্পন্দন॥
কোথা হতে বায়ু আসে, নবঘন যায় ভেসে।
হৃদয় কাঁপিছে ত্রাসে, অশনি যে শিরে পতন॥
চাতকিনী চেয়ে থাকে, নবঘনে নাহি দে'খে।
বজ্রাঘাত হয় বুকে, হারায়ে ফেলে জীবন॥
সুধাংশুর সুধার আশে, চক্রবাক উঠে আকাশে।
যদি নবঘন এসে, করে তায় আচ্ছাদন॥
বাঁচে কি তখন প্রাণে, বঞ্চিত হয়ে সুধাপানে।
ক্ষুব্ধ সে হইয়া মনে, ত্যজিয়ে ফেলে পরাণ॥
দেখনা অক্রুর আসি, গ্রাসিছে যে কালশশী।
রাহু গগনের শশী, গ্রাসিয়ে ফেলে যেমন॥
চাঁদের মুক্তির জন্য, কত শত করে দান।
আমি দিব নিজ প্রাণ, যদি রাহু করে গমন॥

সে যে সখি নাহি গেল, কৃষ্ণচন্দ্রে সে গ্রাসিল।
সব অন্ধকার হল, জ্যোতি হারাল নয়ন।
এখন সখি কি করিব, কি ক'রে ছাড়িয়া দিব।
আমি সখি প্রাণ দিব, পারবে না কর্‌তে গমন॥
যাও সখি অক্রূর পাশ, গিয়ে তারে বলে এস।
না করে কৃষ্ণের আশ, না বধে গোপীর প্রাণ

ললিত—একতালা।

কোথা যাও হে অক্রূর সনে ব্রজের জীবন।
তোমার বিরহে বাঁচিবে না, ব্রজবাসিগণ॥
হেরে তোমায় রথোপরি, ব্রজের যতেক নারী।
পড়ে আছে পথোপরি, দিবে না তোমায় করিতে গমন॥
যদি রথ চালাইবে, নারীহত্যার পাপ হবে।
সে পাপ তোমায় অর্শিবে, খাইবে তাদেরই প্রাণ॥
শব হেরি যাত্রা করিলে, যাত্রায় সুফল ফলে।
তাই যাবে বুঝি কংশালয়ে, মৃতদেহ করি দরশন॥
ব্রজের যত গোপীগণ, দিলে জীবন যৌবন।
আর তাদের মন প্রাণ, করেছিলে তুমি হরণ॥
আর ব্রজের যত নারী, গৃহসংসার পরিহরি।
নিজ পতি, সুতে পাশরি, করেছিল তোমায় ভজন॥
এখন বধিয়ে তাঁদের প্রাণ, করিতেছ পলায়ন।
তব সম্মুখে গোপীগণ, এখনি ত্যজিবে জীবন॥

এই কি তোমার ধর্ম্ম, না বুঝি তোমারই কর্ম্ম।
আহত করিয়া মর্ম্ম, ত্যজিতেছ বৃন্দাবন ॥
এখন শ্যাম কোথা যাবে, তোমায় যেতে নাহি দিবে।
রথ চক্রে পড়ে রবে, কি করে করিবে গমন ॥
যেও না যেও না হরি, ব্রজাঙ্গনায় পরিহরি।
যেও না তাদের প্রাণে মারি, তুমি হও হে তাদের প্রাণধন
নয়নজলে ভাসাইব, রাজমার্গে কর্দ্দম করিব।
রথচক্র বসাইব, কি করে করিবে রথচালন ॥
শুন শুন শ্যাম শুন, ত্যজনাক বৃন্দাবন।
ত্যজিলে হইবে শ্মশান, যাবে ব্রজবাসীর প্রাণ ॥

কীর্ত্তন।

শ্যাম যাইবে কোথায়।
যেতে দিব না, যেতে দিব না হে।
বঁধু যেতে দিব না হে মথুরায়।
যদি তোমার ছিল মনে, ত্যজিবে হে গোপীগণে।
কেন বাঁধিলে যে তাদের প্রেমে, ডুবাইয়ে দিলে তায়।
রাখিয়ে তোমায় সম্মুখে, দেখিয়ে তোমারে বুকে।
যাইয়ে তটিনী তটে, ডুবিব হে যমুনায়।
যাবে তুমি রথোপরি, আমরা রব পথে পড়ি।
চালাবে চক্র কি করি, বধে গোপীকায়।
অক্রূর এসেছে শুনে, জ্বেলেছি কুন্ড আগুনে।
ঝাঁপ দিব সখিগণে, পরাণ ত্যজিব তায় ॥

জানি হে কৃষ্ণ তুমি, হও তুমি অন্তর্য্যামী।
কি করে যে মোদের পরাণী, তাহা তুমি জেনে লও।
দিয়ে তোমায় মন প্রাণ, বঁধু ত্যজেছি হে পরিজন।
এখন তুমি লও প্রাণ, আপত্তি নাহিক তায়।
শব মুখ দেখে যাবে, তোমার সুযাত্রা হবে।
ভাবিতে আর নাহি হবে, গিয়ে তুমি মথুরায়।
সেথানে সঙ্গিনী পাবে, গোপবালা না রহিবে।
তারা ভাগ্যবতী হবে, ভজিবে তোমায়।
আবার তাদের প্রাণে মেরে, যাবে তুমি স্থানান্তরে।
বেড়াও তুমি এই করে, প্রবৃত্ত হও ব্যবসায়।
ভূভার হরিবার তরে, এসেছ বিগ্রহ ধ'রে।
ব্রজগোপীগণে প্রাণে মেরে, কীর্ত্তি রাখ হে ধরায়।
নারীগণে বধ করিবে, বল কি পৌরুষ হবে।
জগতেতে নাম রহিবে, বৃন্দাবন ডুবাবে যমুনায়।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ওরে অক্রূর কেন এলে বৃন্দাবনে।
হরিয়া লইতে বুঝি, ব্রজের প্রাণধনে॥
কৃষ্ণ যে ব্রজের প্রাণ, কৃষ্ণ যে গোপীজীবন।
কৃষ্ণ বিনে গোপীগণ, নিশ্চয় মরিবে প্রাণে॥
কে দিল তোমায় অক্রূর নাম, তুমি যে হও ক্রূর প্রধান।
দয়া শূন্য তোমার মন, বধিতে রমণীগণে॥

আমাদের যে প্রাণ মন, নারীর আর যে আছে কিছু ধন।
সকলই করেছি অর্পণ, গোবিন্দেরই চরণে॥
ত্যজিয়া আপন পতি, ভজেছিলাম আমরা শ্রীপতি।
কৃষ্ণ আমাদের গতি ভক্তি, তাঁরে বই আর অন্যে জানিনে॥
যদি কৃষ্ণে লয়ে যাবে, ব্রজবাসীদের প্রাণে বধিবে।
মৃতদেহ পড়ে থাকিবে, যাত্রা হবে শব দরশনে।
নন্দ আর যশোদা রাণী, হবে মণিহারা ফণী।
ছাড়িয়া সে নীলমণি নিশ্চয় মরিবে প্রাণে॥
আমাদের দেখ যে কায়া, ইহা হয় কৃষ্ণের ছায়া,
গোপী সব তাঁরই জায়া, ভজে তাঁরে মনে মনে॥
আর যত গোপকুল, বিষম হইবে আকুল।
হয়ে প্রাণেতে ব্যাকুল, যাইবে কৃষ্ণেরই সনে॥
ব্রজের রাখাল সখা, কৃষ্ণের না পাইল দেখা।
পক্ষী যেমন হারাইয়ে পাখা, হারায় প্রাণ পতনে॥
গাভী আর বৎসগণে, না হেরে কানাই নয়নে।
কাটাইয়ে দিন রোদনে স্পর্শ করিবে না তৃণে॥
আর যত বিহঙ্গম, করিবে না আর গান।
না করিবে আলাপন, শ্যামে না হেরে নয়নে॥
আমরা মিনতি করি, লয়ে যেওনা প্রাণ হরি।
তাহলে আমরা প্রাণহরি, মিলিব সে পরমাত্মনে॥

কীর্ত্তন।

একি সর্ব্বনাশ, হল অকস্মাৎ অশনিপাত বৃন্দাবনে ॥
কুজ্ঝটিকা এসে, প্রবল বাতাসে উড়াইয়া শেষে নিল নবঘনে।
ব্রজগোপীগণ, চাতকিনী সম।
না হেরে নবঘন, বাঁচিবে না প্রাণে।
হৃদয় আকাশে, বেঁধে শ্যামে পাশে।
রেখে মনকোষে, পোষেছিল যতনে।
সব ছিন্ন ক'রে, তাদের মন লয়ে।
গিয়ে মথুরায়ে, বসিবেন সিংহাসনে।
ব্রজের যত রমণী, হারায়ে চিন্তামণি।
হ'য়ে মণিহারা ফণী, জ্বলিবে মনাগুনে।
চল সখি সবে মিলে, যাই যমুনা কূলে।
নির্ব্বাণ করি অনলে, ত্যজে জীবন জীবনে।
কিবা আর প্রয়োজন, রাখিবে এ জীবন।
যদি সে জীবনধন, ত্যজেন ব্রজবাসিগণে।
না বুঝিল ব্রজনারী, নয়নে না শ্যামে হেরি।
কুলমান পরিহরি, চলিবেন শ্যামসনে।
কেমনে রাখিব প্রাণ, হারায়ে সে প্রাণধন।
ত্যজিব এ জীবন, প্রবেশিয়ে আগুনে ॥

কীর্ত্তন।

ওগো সখি একি দেখি রাধা লয়েছে ধরাসন।
কৃষ্ণেরই বিরহে অচৈতন্য হ'য়ে, করিতেছে ক্রন্দন ॥

সে যে হারায়েছে জ্ঞান, হয়েছে সংজ্ঞাহীন ।
দিবানিশি তার ঝরে যে নয়ন ॥
যদি হয় তার জ্ঞান, ফিরায়ে নয়ন, খুঁজে কেবল সেই নবঘন ।
কখন হাসিছে, কভু কাঁদিতেছে, বলিতেছে কোথা গেল আমার
প্রাণধন ।
কৃষ্ণ যে আমার প্রাণ ব্রজের জীবন, সে বিনে কি থাকে প্রাণ ।
কোকিল দেখিয়ে, তারে সম্বোধিয়ে, বলে তারে কোথা গেল
আমার কালবরণ ।
বহিছে নিশ্বাস, তাহে নাহি বিশ্বাস, রাধার থাকিবে যে প্রাণ ।
গাত্রেরই উত্তাপ, অন্তরে ত্রিতাপ, দহে আগুন যেমন ।
বলে সখি শীঘ্র করি, যাও যথা আছেন হরি, এনে বাঁচাও
আমার প্রাণ ।
উপায় নাহি দেখি, বল কি করি সখি, বাঁচাতে রাধারই জীবন ॥
চল চল সবে মিলি, যাই যথা আছেন বনমালী ।
সকলেতে গিয়া বলি, তোমা বিনা রাধার হয়েছে অন্তিম ।
যদি বাঁচাইতে চাও, শীঘ্র বৃন্দাবনে যাও, রাধার প্রাণ বাঁচাও
দিয়ে একবার দরশন ॥

ভৈরবী—ঢিমা ।

বল হে উদ্ধব বল, শ্যাম আছেন কেমন ।
তিনি যে ছিলেন, উদ্ধব, ব্রজের জীবন ॥
ব্রজবাসীরই মন, ব্রজবাসীর জীবন ।
করিয়ে কৃষ্ণ হরণ, গেছেন ত্যজিয়ে বৃন্দাবন ॥

ত্বরায় আসিবেন বলে, গেছেন মথুরায় চলে ।
শ্যাম আর না আসিলে, যাবে ব্রজবাসীর প্রাণ ॥
উদ্ধব, এখন দেখ নয়নে, পড়ে আছে গোপগোপীগণে ।
হারাইয়ে জীবন ধনে, হয়েছে তারা সংজ্ঞাহীন ॥
সে মধুর বৃন্দাবন, হল যে এখন শ্মশান ।
দেখ গোকুলগণ, করিছে কেবল রোদন ॥
তাঁর যত সখা ছিল, গোষ্ঠে আর নাহি গেল ।
কৃষ্ণ বিনে হল আকুল, ঝরে তাদের দুনয়ন ॥
গাভী আর বৎসগণ, ছোঁয়না আর তারা তৃণ ।
চেয়ে আছে পথ পান, না পেয়ে তাঁর দরশন ॥
আরও ব্রজবাসিগণ, পড়ে আছে মৃতপ্রাণ ।
করে না তারা রন্ধন, ছোঁয় না আর অন্ন পান ॥
উদ্ধব, যাও হে নয়নে হেরে, বল গিয়ে সে নিষ্ঠুরে ।
তাঁর বিরহে সবে মরে, ত্যজিবে সবে পরাণ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমা ।

উদ্ধব হে, এনে দাও হরি, আমার প্রাণধনে ।
সে বিনে কেমনে, আমি বাঁচিব হে প্রাণে ॥
সে যে আমার নীলমণি, সে যে ফণীর মণি ।
তারে ছেড়ে যশোদা রাণী, নিশ্চয় মরিবে প্রাণে ॥
যখন কৃষ্ণ জন্মাইল, কত সাধ মনে হল ।
আজি সে সব ফুরাইল, ছাড়ি গেল বৃন্দাবনে ॥

কত সাজে সাজাইত, গোষ্ঠে কৃষ্ণ পাঠাইত।
যবে সে ফিরে আসিত, তুষিত তারে স্তন পানে॥
প্রাণের পুতলি করে, এসেছিলাম রক্ষা ক'রে।
সদা কংশে শঙ্কা ক'রে, রাখিতাম অতি যতনে॥
এখন যে বধিয়া প্রাণ, ছেড়ে গেলেন বৃন্দাবন।
কি করে ছেড়ে প্রাণধন, রাখিব তাপিত প্রাণে॥
তিনি হতে পারেন পরমাত্মন, কিন্তু জানি আমাদের সন্তান।
স্নেহে করিয়াছি যে পালন, ডুবে আছি বাৎসল্য প্রেমে॥
ওহে উদ্ধব কৃষ্ণে বলো, জানিয়াছি আমি সকল।
ক্ষণেকের না হয় ভুল, সদত হেরি তাঁরে নয়নে॥
যদি বাঁচাতে চায়, আসিতে বলিবে ত্বরায়।
এ দেহে প্রাণ নাহি রয়, যাইবে কৃষ্ণ বিহনে।

ভৈরবী—একতালা।

উদ্ধব বলো গিয়ে রাধার যায় যে প্রাণ।
বলিতে আর নাহি পারি রাধিকারমণ॥
ব্রজের যত গোপীগণ, রাধিকা ছিল তার প্রধান।
সে যে ছিল কৃষ্ণপ্রাণ, তাই বুঝি বধিলেন তারই জীবন॥
আর যেন গোপীগণে, পতিত্বে বরেছিল মনে।
তাই বুঝি, তাদের প্রাণে, জ্বেলে গেলেন বিরহ আগুন।
তাদের মন চুরি করে, পালালেন মথুরায়ে।
তাঁরে বলো দিতে ফিরে, তাহাদের মন প্রাণ।

কৃষ্ণ বিনা, বৃন্দাবনে, আসে না মলয় পবনে।
আর বসন্তেরি আগমনে, ডাকে না কোকিলগণ।
এখন প্রমোদ বন, হয়েছে শ্মশান সম।
সেথা না আসে আর ফুলবাণ, ঝঙ্কারে না অলিগণ।
ফুটে না কদম্ব ফুল, বসে না তায় অলিকুল।
দেখ গিয়ে যমুনা কূল, যমুনা করিছে রোদন।
লইয়া মনেরে ফিরি, রাখ্‌ব হৃদে বদ্ধ করি।
কিন্তু দেখি তাঁর চাতুরি, আছেন তিনি মন সন।
ত্যজিয়ে লজ্জা ভয়ে, সব দিয়েছিলাম তাহে।
গোপীর মন প্রাণ লয়ে, করিলেন পলায়ন।
ভাবিয়া তাঁরে আপন, করেছিলাম তাঁরে আলিঙ্গন।
এখন বুঝিয়াছে মন, তিনি কাহার নন কখন।
তাঁহার নাই কোন গুণ, তবু মজেছিল মন।
করি এই প্রার্থনা এখন, যেন পাই সদা তাঁর দরশন॥

ললিত—একতালা।

নন্দ বলে আয়রে গোপাল, আয়রে একবার বৃন্দাবনে।
কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেল, তোমায় না হেরে নয়নে॥
তুমি আমার প্রাণ-ধন, আত্মারই হও আত্মন,
থাকে কি আমারি প্রাণ, তোমারি বিহনে॥
ধরিয়ে তোমারে কোলে, চুম্বন করি তোমারি মুখকমলে।
কি আনন্দ হ'ত মনে প্রকাশ না হয় বচনে॥

তোমার জন্যে এনে ভারে, দুগ্ধ ক্ষীর ননী সরে,
তুমি তাহা খেলে পরে, আনন্দিত হতাম মনে॥
যবে ব্রজে খেলা করিতে, আমি যাইতাম দেখিতে,
কংশ দুষ্ট এসে পাছে, বধে তোমারে প্রাণে॥
চক্ষে চক্ষে, তোমায় রাখিতাম, একলা ছেড়ে নাহি দিতাম,
সতত অমঙ্গল ভাবিতাম, আশঙ্কা বড়ই ছিল মনে॥
যখন রাখাল সনে, গোষ্ঠে যেতে গোচারণে,
চেয়ে থাকিতাম পথ পানে, উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মনে মনে॥
এখন তুমি কোথা গেলে, মথুরায় রাজা হ'লে,
এ দুঃখী পিতারে গেলে ফেলে, দেখ্‌লে না আর মুখপানে॥
এখন একবার এসে কোলে, ডাক বাবা বাবা ব'লে,
ওরে বাবা তা'না হ'লে বাঁচিব না আর আমি প্রাণে॥
পাছে পিতৃহত্যার পাপ হয়, তাই মনে ভয় হয়,
পাছে পাপ তোরে স্পর্শায়, তাই ভয় হয় মনে মনে॥
ডাকেনাক শুক সারী, মৌন হ'য়ে দিবা শর্ব্বরী।
কৃষ্ণে তারা নাহি হেরি, মাতেনা কখন গানে॥
বন আর উপবন, আর যত গোপগণ।
না ক'রে কৃষ্ণে দরশন, রহে বিষণ্ণ বদনে॥
কৃষ্ণের বিরহাগুন, দগ্ধ করে বৃন্দাবন।
সবে হল মৃত প্রাণ, ভূমেতে রহে শয়নে॥

ললিত বিভাস—একতালা।

কাঁদে নন্দরাণী, বলে কোথায়রে আমার নীলমণি,
হাতে ধরে রেখেছিরে, ক্ষীর সর নবনী ॥
বেলা হ'লরে গোপাল, যায় না যে গোপাল,
আর ব্রজের রাখাল, গোষ্ঠেতে যায় না যাদুমণি ॥
গগনে উঠিল ভানু, ব্রজের সব বৎস ধেনু,
না শুনে তোমারি বেণু কেবল করে আর্ত্ত ধ্বনি ॥
না শুনে সে মধুরস্বর, হয়েছে সবে কাতর,
ফেলে বারি নিরন্তর, না সরে মুখেতে বাণী ॥
দশমাস দশদিন, গর্ভে ক'রেছিলাম ধারণ।
স্তনদুগ্ধে করি পালন, বালক হইলে তুমি যখনি ॥
করিলে ননীচুরি, রাখিলাম বন্ধন করি।
তুমি মুখব্যাদান করি, ত্রিভুবন দেখালে অমনি ॥
যখন গোষ্ঠেতে যাইতে আঁখি থাকিত চেয়ে পথে।
ঘরে তুমি যবে ফিরে আসিতে, কোলে লইতাম যে নীলমণি ॥
বদন চুম্বন ক'রে, কি আনন্দ পেতাম অন্তরে।
বলিতাম না আর কাহারে, থাকিতাম হ'য়ে মনস্বিনী ॥
কালিয় দমন করিতে, ঝাঁপ দিলে যমুনাতে।
আকুল হইয়া প্রাণেতে, ধেয়ে গেলাম আমি তখনি ॥
কাঁদিতে লাগিলাম কত, করিলে আমায় আশ্বাসিত।
ভয় নাই, হ'য়ো না ভীত, ভয় নাহি গো জননী ॥
কদম্বেরি ফুল, বাসিতে বড়ই ভাল।
আনিতাম ক'রে যোগাড়, দিতাম তোমায় নীলমণি ॥

যবে গোষ্ঠে যেতে, রাখাল সনে, ছিটাফোঁটা দিতাম বদনে।
কত মন্ত্র পাঠ ক'রে, বলিতাম রক্ষা কর মা কাত্যায়নী ॥
গোষ্ঠে থেকে এলে পরে, লইতাম কোলে ক'রে।
কি সুখী হইতাম, চুম্বন ক'রে, খাওয়াইতাম ক্ষীর সর নবনী ॥
করে ধ'রে গোবর্দ্ধন, বাঁচালে গোকুল প্রাণ।
কে আর আছে এখন বাঁচাতে, তাদের ওরে নীলমণি ॥
কংস ছলনা ক'রে, ফেলিতে তোমারে মেরে।
পাঠাইল পুতনারে, তারে বধিলে যাদুমণি ॥
কত খেলা ব্রজে খেলিলে, মায়াতে মায়েরে ফেলিলে।
এখন মাতৃহত্যা করিলে, মায়েরে ত্যজিলে গুণমণি ॥
এখন একবার এস কোলে, ডাক একবার মা মা বলে।
মায়ের প্রাণ তা না হলে, নিশ্চয় যাইবে যাদুমণি ॥
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলাম, অমূল্য ধন খোয়াইলাম।
এখন আমি হইলাম, ব্রজের কাঙ্গালিনী ॥

কীর্ত্তন।

হরি বুঝিতে না পারি তোমারই চাতুরি
কেবা বুঝিবারে পারে।
অনন্ত তোমারই লীলা, কত খেলা কর সংসারে।
আনিয়ে জীবেরে ভবে, ডুবাইয়ে দাও ভাবে।
অনিত্যরে নিত্য ভেবে, আগ্রহ হইয়া ধরে।
সম্মোহিনী বিদ্যাবলে, বদ্ধ কর জীব সকলে।

তব ইঙ্গিতে কার্য্য করে, পুরুষাকার ফেলে দূরে।
যা করাও তাই করে, ভাল মন্দ না বিচারে।
যায় সে যে কর্ম্ম ক'রে, অজ্ঞান হ'য়ে সকল ক'রে।
মায়িকের হও প্রধান, দিয়ে মায়া আচ্ছাদন।
জাগ্রতে দেখাও স্বপন, সত্য বলে মিথ্যা ধরে।
করে জীবে ভোজ বাজি, আসে কত সং সাজি।
হইতেছে ভেল্কিবাজি, 'ম্যাজিক' তাহে ঝক মারে।
'মেস্‌মেরিজেম' আরো করে, তাহে জীবের জ্ঞান হরে।
রেখেছ যে কৌশল করে, তারে হারাইতে কেবা পারে।
লোকে জিজ্ঞাসা করে, এ ঘটনা হল কি প্রকারে।
কারণ সন্ধান করে, ব'লে কে দেয় তারে॥

বেহাগ—একতালা।

হরি চল চল, বৃন্দাবন,
তোমার গরবিণী রাই লয়েছে ধরাসন॥
যবে তার সংজ্ঞা হয় মুখে বলে হায় হায়।
বলে প্রাণনাথ কোথায়, করিলে গমন॥
অজ্ঞান হইয়ে রয়, হইলে জ্ঞানের উদয়,
নিধুবনে ধেয়ে যায়, করিতে তোমায় সন্ধান॥
তাহারি ক্রন্দন হেরি, মৃগ ভয় পরিহরি,
তারে জিজ্ঞাসিলে প্যারী, বলে হরি করি নাই দরশন॥

আদরিণী সে কথা শুনে, পড়ে যায় ধরাসনে,
হারাইয়ে ফেলে জ্ঞানে, ভাসে তার দুনয়ন ॥
হইয়ে প্রাণে ব্যাকুল, যায় কদম্বেরি মূল,
নাহি থাকে গাত্রে দুকূল, কদম্বে করে আলিঙ্গন ॥
নাহি করে আর আলাপ, বকে কেবল প্রলাপ,
দেখিলে গায়ের উত্তাপ, বুঝিবে তার মনাগুন ॥
এই আমার.কৃষ্ণ ছিল, এখন কৃষ্ণ কোথায় গেল,
ওরে বৃক্ষ আমায় বল, সেথা আমি করিব গমন ॥
হারাইয়ে অহংজ্ঞান, প্রবেশে মহা অরণ্য,
পাদপে করে হে প্রশ্ন, দিতে তোমারই সন্ধান ॥
কভু উন্মাদিনী হ'য়ে, যমুনায় যায় ধেয়ে
সেথা তোমায় নাহি পেয়ে, ত্যজিতে যায় জীবন ॥
গগনে হেরিয়া ঘন, বলে ঐ সখি আমার নবঘন,
এসেছেন নীলবরণ বাঁচাতে আমার প্রাণ ॥
না দেখি তব আগমন, সম্বোধিয়ে নবঘন,
বলে তোমরা সংবাদ আন, কোথায় আছে নীলবরণ ॥
শিখী নাই পুচ্ছ ধরে, কোকিল নাহি গান করে,
ভ্রমর নাহি ঝঙ্কারে, সকলেই বিমর্ষ মন ॥
দেখেছ যে বৃন্দাবন, এখন যে সে হয় শ্মশান,
ঘরে ঘরে উঠে ক্রন্দন, সকলেই করিছে রোদন।
তোমার যে শুকসারী, আহার নিদ্রা পরিহরি,
কেবল বলে হরি হরি, কোথায় করিলে গমন ॥
বিহঙ্গ না করে গান, মধুপ আর মধুপান,

না বহে মলয় পবন, বিষ করে সে বর্ষণ ॥
বসন্ত না আসে বনে, বৃক্ষ ফল মূল বিহনে,
এ সব অধোবদনে, যেন করিছে রোদন ॥
চল হরি শীঘ্র করি, নতুবা মরিবে প্যারী,
মুখে বলে হরি হরি, সে ত্যজিবে পরাণ ॥
আরও সব গোপীগণ, সকলে ত্যজিবে প্রাণ,
যত সব রাখালগণ, গোষ্ঠে না ল'য়ে যায় ধেনুগণ ॥
সকলেই করে ক্রন্দন, চেয়ে আছে তব আগমন,
দেখিবে সব মৃতের বদন, তারা ক'র্‌তে না পারে
তোমায় দরশন ॥
যদি শীঘ্র না যাইবে, স্ত্রী হত্যার পাতকী হবে,
পাপ ভার বহিতে হবে, তোমায় চিরদিন ॥

কালী—কীর্ত্তন।

দাঁড়াও মা, দাঁড়াও গো, আমার হৃদয় কন্দরে,
তোমার জ্যোতি, আসিবে আমার অন্তরে ॥
তিমিরাবৃত ছিল অন্তর, তাহাতে হইবে আলো,
ঘুচে যাবে অন্ধকার, মন থাকিবে না আঁধারে ॥
অন্তর পবিত্র হবে, শোক তাপ না রহিবে,
আনন্দে মন ভাসিবে, আলো দিবে জ্ঞান দিবাকরে ॥

তোমারই মহিমা, নাহি তারই সীমা, কি দিব তার উপমা
নির্ণয়ই বা কে করে ;
প্রবৃত্তি হইবে ক্ষয়, নিবৃত্তি পাইবে আশ্রয়, হবে আমার
জ্ঞানোদয়, অজ্ঞান যাইবে অন্তরে ॥
প্রেমানন্দে ভরে যাব, মনেতে শান্তি পাইব।
আনন্দেতে ভেসে যাব, চলে যাব ভব পারে ॥
করেতে ধরিয়া অসি, ফেলিবে প্রবৃত্তে নাশি,
জ্ঞান আলো হৃদে প্রবেশি, উজ্জ্বল করিবে অন্তরে ॥
প্রবৃত্ত হইয়ে রণে, নাশিলে অসুরগণে,
আশ্বাসিয়ে পুণ্যবানে, বরাভয় ধরে করে ॥
আমায় গো মা কৃপা করে, থাক অন্তরে স্থির হয়ে,
তব জ্যোতি হৃদে ধরে, চলে যাব মা ব্রহ্মপুরে ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

দাঁড়াও হে শ্যাম, নটবর বেশে কদম্বেরি মূলে হে।
রাধায় ল'য়ে বামে দাঁড়াও, তৃপ্তকরি এ নয়নযুগল হে ॥
ওহে তোমার যে বাঁশী, সে যে হয় যে ফাঁসি,
গোপীকার গলে হে ॥
তোমারই ত্রিঠাম, রূপ মদনমোহন, নিরখি নয়ন
যায় সকলি ভুলে হে ॥
তোমারই যে ধড়া, শিখিপুচ্ছ চূড়া, মনমুগ্ধ করা হে ॥
যে দেখে তোমারে, আপনারে যায় ভুলে হে ॥

তোমার ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, ও বাঁকা নয়নে,
যারে দেখ, সেকি আর বাঁচে প্রাণে হে ॥
সে যে ডুবে যায় তোমার প্রেমে হে ॥
অহং জ্ঞান ভুলে যায়, তোমাতে সে যে মিশায়,
সে যে প্রেম বারিতে গলে হে ॥
তুমি আত্মার আত্মন, তুমি পরমধন কৃষ্ণ হে ॥
সঁপিলে তোমারে প্রাণ, থাকে কি আর অভিমান,
সংসার বাসনা সে যে যায় ভুলে হে ॥
নূপুরের ধ্বনি, শোনে যে রমণী,
তার কি আর লজ্জা ভয় থাকে হে ॥
পীতাম্বর পরিধান, তোমার বাঁকা নয়ন,
যারে কর দরশন, তার কি থাকে সরম ভরম হে ॥
সে যে জলাঞ্জলি দেয় কুল শীলে হে ॥
তোমাতে যে মজে, ও পদ পঙ্কজে,
ভৃঙ্গ হয়ে করে মধু পান হে ॥
তুমি জগত জীবন, গোপীকার প্রাণধন,
দাও একবার দরশন মিলয়ে যুগলে হে ॥

সমাপ্ত।